স্মরণিকা-২০০২
৭৮তম সালানা জলসা
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

Souvenir-2002
78th Salana Jalsa
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh

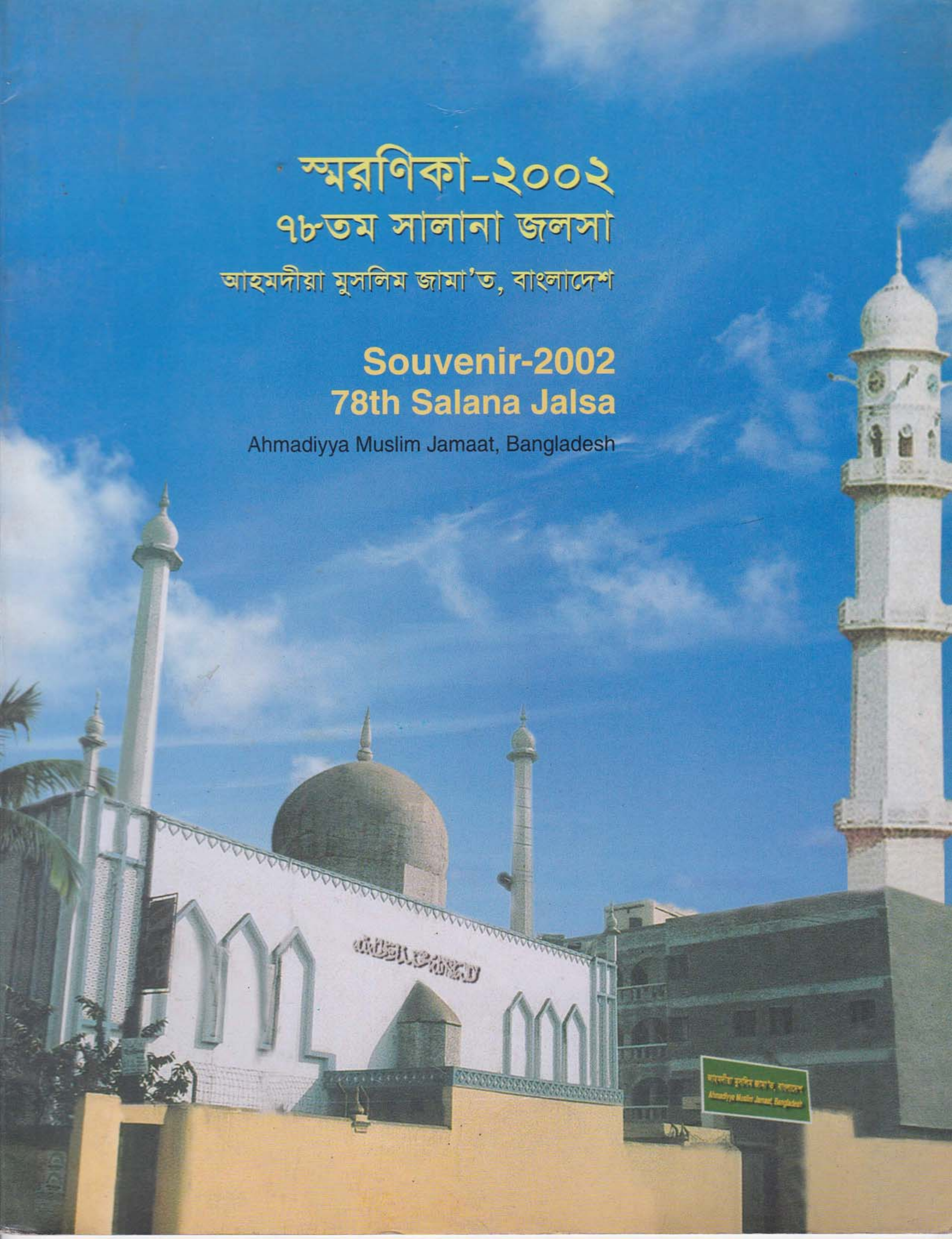
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh

৭ম জলসা সালানা ২০০

ন্যাশনাল জলসা কমিটি, ২০০২

০১। জনাব মীর মোবাশ্বের আলী	চেয়ারম্যান
০২। জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন	সেক্রেটারী
০৩। জনাব মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্	সদস্য
০৪। জনাব এ কে রেজাউল করীম	সদস্য
০৫। জনাব মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন	সদস্য
০৬। মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী	সদস্য
০৭। জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক	সদস্য
০৮। জনাব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ্	সদস্য
০৯। সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ	সদস্য
১০। সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ	সদস্য
১১। জনাব আবু নাসের	সদস্য

লিম জামাত,তারুয়া
NA JALSA 2002
uary, Thursday & Frid
Muslim Jamaat, Tarua

৭৮তম ন্যাশনাল সালানা জলসা - ২০০২
বিভিন্ন সাব-কমিটির আহবায়কগণের তালিকা

০১। জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন	প্রোগ্রাম সাব-কমিটি
০২। জনাব মোবাশ্বেরুর রহমান	স্যুভেনীর সাব-কমিটি
০৩। ড. তারেক সাইফুল ইসলাম	তথ্য সরবরাহ সাব-কমিটি
০৪। জনাব এ কে রেজাউল করীম	অর্থ সাব-কমিটি
০৫। জনাব শফিক আহমদ	অভ্যর্থনা ও রেজিষ্টেশন সাব-কমিটি
০৬। জনাব এ কে রেজাউল করীম	নিরাপত্তা সাব-কমিটি
০৭। জনাব মাহবুবুর রহমান	শৃংখলা সাব-কমিটি
০৮। মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী	তবলীগ ও তরবীয়তী সাব-কমিটি
০৯। জনাব আবু নাসের	ডেকোরেশন সাব-কমিটি
১০। জনাব মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্	একোমোডেশন সাব-কমিটি
১১। জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক	অডিও-ভিডিও এবং মাইক সাব-কমিটি
১২। জনাব জুলফিকার হায়দার	ক্রয় (পারচেজ) সাব-কমিটি
১৩। জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ	খাবার পরিবেশন সাব-কমিটি
১৪। জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক	ষ্টোর ও পাকশালা সাব-কমিটি
১৫। জনাব আবদুল আলীম খান চৌধুরী	ট্রান্সপোর্ট সাব-কমিটি
১৬। জনাব শরিফুল হাকিম	পানি সরবরাহ সাব-কমিটি
১৭। জনাব মাহবুব আযম রেজা	মোহাফেজখানা সাব-কমিটি
১৮। জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল	মিডিয়া সাব-কমিটি
১৯। ডাঃ সৈয়দ জিয়াউল হক	চিকিৎসা সাব-কমিটি
২০। জনাব এহসানুল হাবীব জয়	গেষ্ট হাউস সাব-কমিটি

স্যুভেনীর সাব-কমিটি, ২০০২

০১। জনাব মোবাশ্বেরুর রহমান	আহবায়ক
০২। জনাব আব্দুস সাত্তার	সদস্য সচিব
০৩। জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	সদস্য
০৪। মাওলানা সালেহ্ আহমদ	সদস্য
০৫। মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী	সদস্য
০৬। জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ	সদস্য
০৭। জনাব আবু নঈম আল মাহমুদ	সদস্য
০৮। জনাব আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ	সদস্য

উপদেষ্টামন্ডলী ঃ

০১। আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর
০২। জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর - ২
০৩। জনাব মীর মোবাশ্বের আলী, চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল জলসা কমিটি

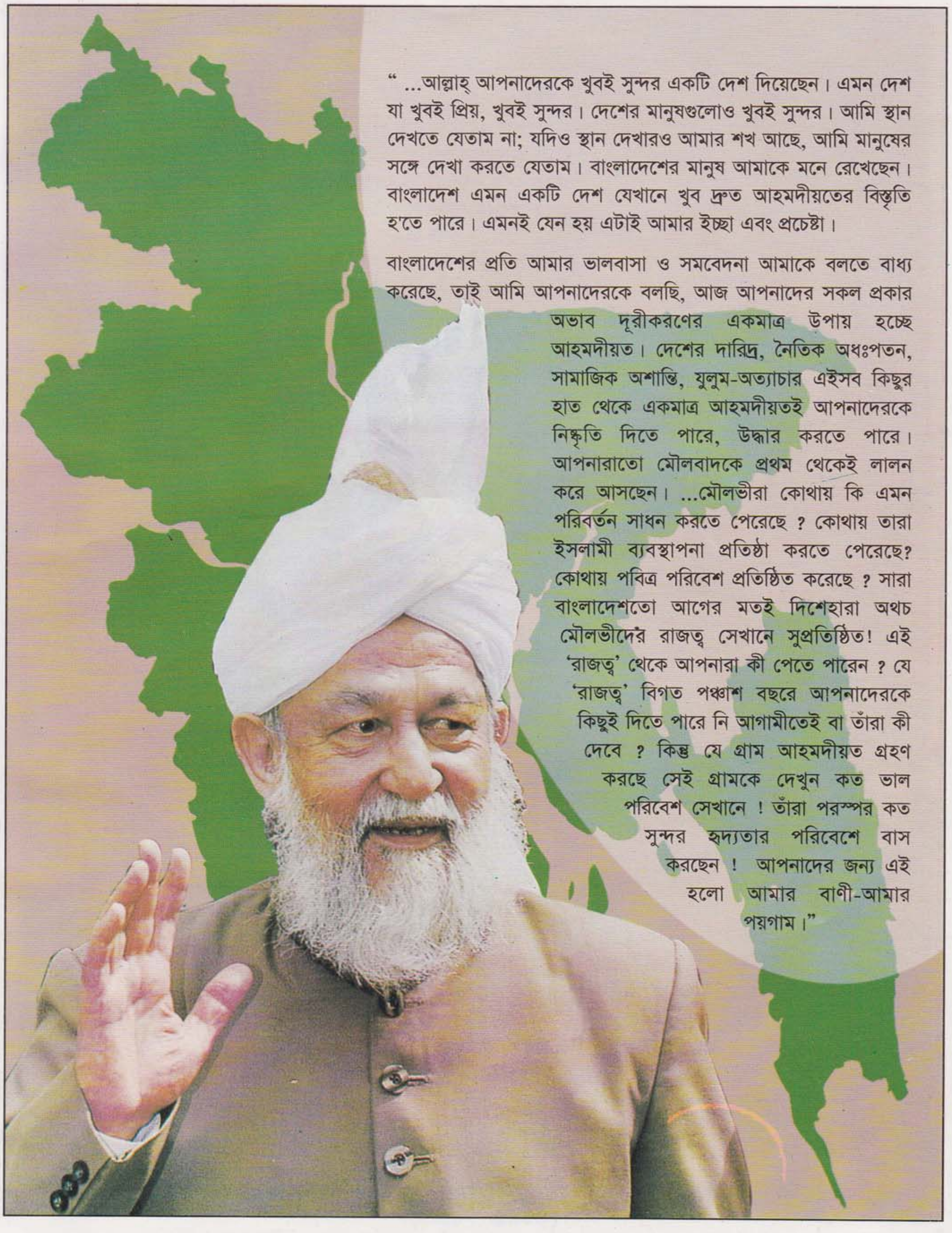

" ...আল্লাহ্ আপনাদেরকে খুবই সুন্দর একটি দেশ দিয়েছেন। এমন দেশ যা খুবই প্রিয়, খুবই সুন্দর। দেশের মানুষগুলোও খুবই সুন্দর। আমি স্থান দেখতে যেতাম না; যদিও স্থান দেখারও আমার শখ আছে, আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। বাংলাদেশের মানুষ আমাকে মনে রেখেছেন। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে খুব দ্রুত আহমদীয়তের বিস্তৃতি হ'তে পারে। এমনই যেন হয় এটাই আমার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালবাসা ও সমবেদনা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে, তাই আমি আপনাদেরকে বলছি, আজ আপনাদের সকল প্রকার অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আহমদীয়ত। দেশের দারিদ্র, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অশান্তি, যুলুম-অত্যাচার এইসব কিছুর হাত থেকে একমাত্র আহমদীয়তই আপনাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারে, উদ্ধার করতে পারে। আপনারাতো মৌলবাদকে প্রথম থেকেই লালন করে আসছেন। ...মৌলভীরা কোথায় কি এমন পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছে ? কোথায় তারা ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে? কোথায় পবিত্র পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করেছে ? সারা বাংলাদেশতো আগের মতই দিশেহারা অথচ মৌলভীদের রাজত্ব সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত! এই 'রাজত্ব' থেকে আপনারা কী পেতে পারেন ? যে 'রাজত্ব' বিগত পঞ্চাশ বছরে আপনাদেরকে কিছুই দিতে পারে নি আগামীতেই বা তাঁরা কী দেবে ? কিন্তু যে গ্রাম আহমদীয়ত গ্রহণ করছে সেই গ্রামকে দেখুন কত ভাল পরিবেশ সেখানে ! তাঁরা পরস্পর কত সুন্দর হৃদ্যতার পরিবেশে বাস করছেন ! আপনাদের জন্য এই হলো আমার বাণী-আমার পয়গাম।"

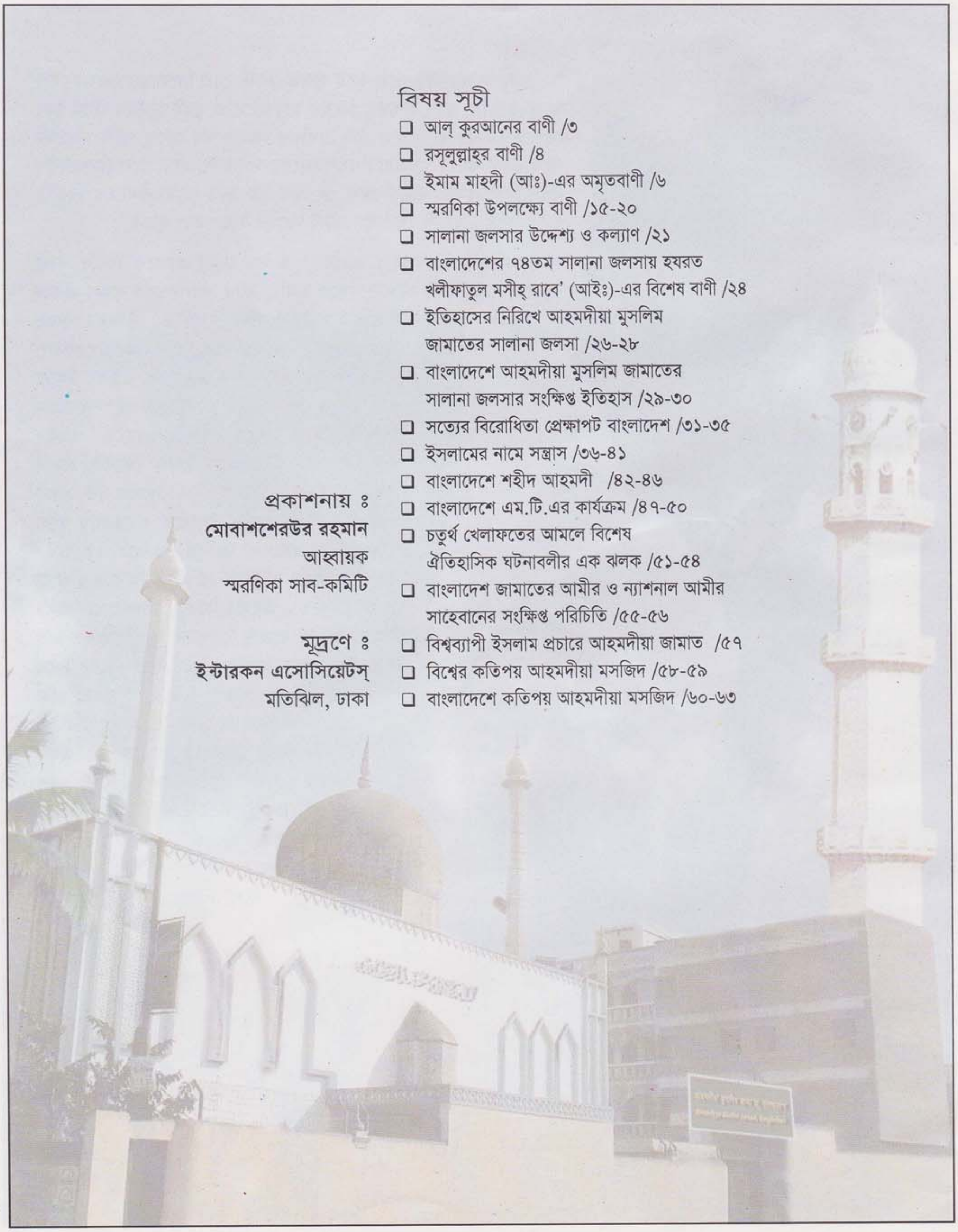

বিষয় সূচী

☐ আল্ কুরআনের বাণী /৩
☐ রসূলুল্লাহ্‌র বাণী /৪
☐ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অমৃতবাণী /৬
☐ স্মরণিকা উপলক্ষ্যে বাণী /১৫-২০
☐ সালানা জলসার উদ্দেশ্য ও কল্যাণ /২১
☐ বাংলাদেশের ৭৪তম সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর বিশেষ বাণী /২৪
☐ ইতিহাসের নিরিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সালানা জলসা /২৬-২৮
☐ বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস /২৯-৩০
☐ সত্যের বিরোধিতা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ /৩১-৩৫
☐ ইসলামের নামে সন্ত্রাস /৩৬-৪১
☐ বাংলাদেশে শহীদ আহমদী /৪২-৪৬
☐ বাংলাদেশে এম.টি.এর কার্যক্রম /৪৭-৫০
☐ চতুর্থ খেলাফতের আমলে বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর এক ঝলক /৫১-৫৪
☐ বাংলাদেশ জামাতের আমীর ও ন্যাশনাল আমীর সাহেবানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি /৫৫-৫৬
☐ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামাত /৫৭
☐ বিশ্বের কতিপয় আহমদীয়া মসজিদ /৫৮-৫৯
☐ বাংলাদেশে কতিপয় আহমদীয়া মসজিদ /৬০-৬৩

প্রকাশনায় ঃ
মোবাশশেরউর রহমান
আহ্বায়ক
স্মরণিকা সাব-কমিটি

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
মতিঝিল, ঢাকা

পবিত্র কুরআনের বাণী

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ
وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

'আর তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সঙ্গত কাজের নির্দেশ দিবে ও অসঙ্গত কাজ থেকে বারণ করবে; এবং এরাই সফলকাম হবে।' (সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত-১০৫)

জলসায় যোগদানের কল্যাণ

وفي روايةٍ لمسلِم عَنْ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ :
« إنَّ لِلهِ مَلائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتتبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكرِ ، فَإذَا وجَدُوا مَجلِساً فيهِ
ذِكْرٌ ، قَعَدُوا مَعَهُم ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤُوا ما بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيا ، فَإذَا تَفرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدوا إلى السَّماءِ ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُوَ أَعْلَمُ ـ : مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ
فِي الأَرْضِ : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ.
قالَ : وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ . قالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قالُوا :
لا ، أَيْ رَبِّ : قالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ ! قالُوا : وَيَسْتَجِيرُونَكَ .
قال : وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِي ؟ قالوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ . قالَ : وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟
قالوا : لا ، قال : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟ ! قالُوا : وَيَسْتَغْفِرُونَكَ ، فَيَقول :
قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَأَعْطَيْتُهُمْ ما سَأَلُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قَال :
فَيَقُولونَ : ربِّ فيهمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إنَّمَا مَرَّ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، فيقولُ : ولَهُ
غَفَرْتُ ، هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » .

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "মহান আল্লাহ্‌তাআলার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তাহারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হইতে থাকে, তাঁহারা তাহাদের সহিত বসিয়া পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তাহারা একে অপরকে আবৃত করেন। এমনকি তাহাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হইয়া যায় (টীকা ঃ এই রকম মজলিসের উপর খোদাতাআলা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করিয়া থাকেন তাহাই রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না)। অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হইতে উঠিয়া যায় তখন ফিরিশ্‌তাগণও আকাশে চলিয়া যায়। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌, যিনি তাহাদের অপেক্ষা বেশী জানেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?' তখন তাহারা উত্তর দেন, 'আমরা তোমারই ঐ সকল বান্দার নিকট হইতে আসিয়াছি, যাহারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করিতেছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করিতেছিল, তোমার প্রসংশায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচ্‌ঞা করিতেছিল'। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহারা আমার নিকট কি যাচ্‌ঞা করিতেছিল'? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচ্‌ঞা করিতেছিল'। আল্লাহ্‌ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তাহারা কি আমার জান্নাত দেখিয়াছে'? ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু-প্রতিপালক! না, তাহারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হইত যদি তাহারা আমার জান্নাত দেখিত!' তাহারা বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট তোমার আশ্রয়ও প্রার্থনা করিতেছিল।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহারা কি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলো'? ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু-প্রতিপালক! তাহারা (দোযখের) আগুন হইতে আশ্রয় চাহিয়াছিল। তিনি বলেন, 'তাহারা কি আমার আগুন দেখিয়াছে? তাহারা বলিলেন, 'না'। তিনি বলিলেন, 'তাহাদের কী অবস্থা হইত যদি তাহরা আমার আগুন দেখিত।' তখন তাহারা বলেন, 'তাহারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলো'। তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তাহারা আমার কাছে যাহা যাচ্‌ঞা করিয়াছে তাহা আমি তাহাদিগকে দান করিলাম এবং তাহারা যাহা হইতে আশ্রয় চাহিয়াছিল তাহাদিগকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তাহারা বলেন, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাহাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার বান্দা ছিল যে ঐ জায়গা অতিক্রম করিতেছিল এবং সে-ও তাহাদের সহিত দর্শকের ন্যায় বসিয়া গেল।' তিনি বলেন, 'আমি তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দিলাম; কেননা, তাহারাতো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাহাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সে-ও বঞ্চিত হইবে না।' (মুসলিম, কিতাবুয্‌ যিক্‌র)।

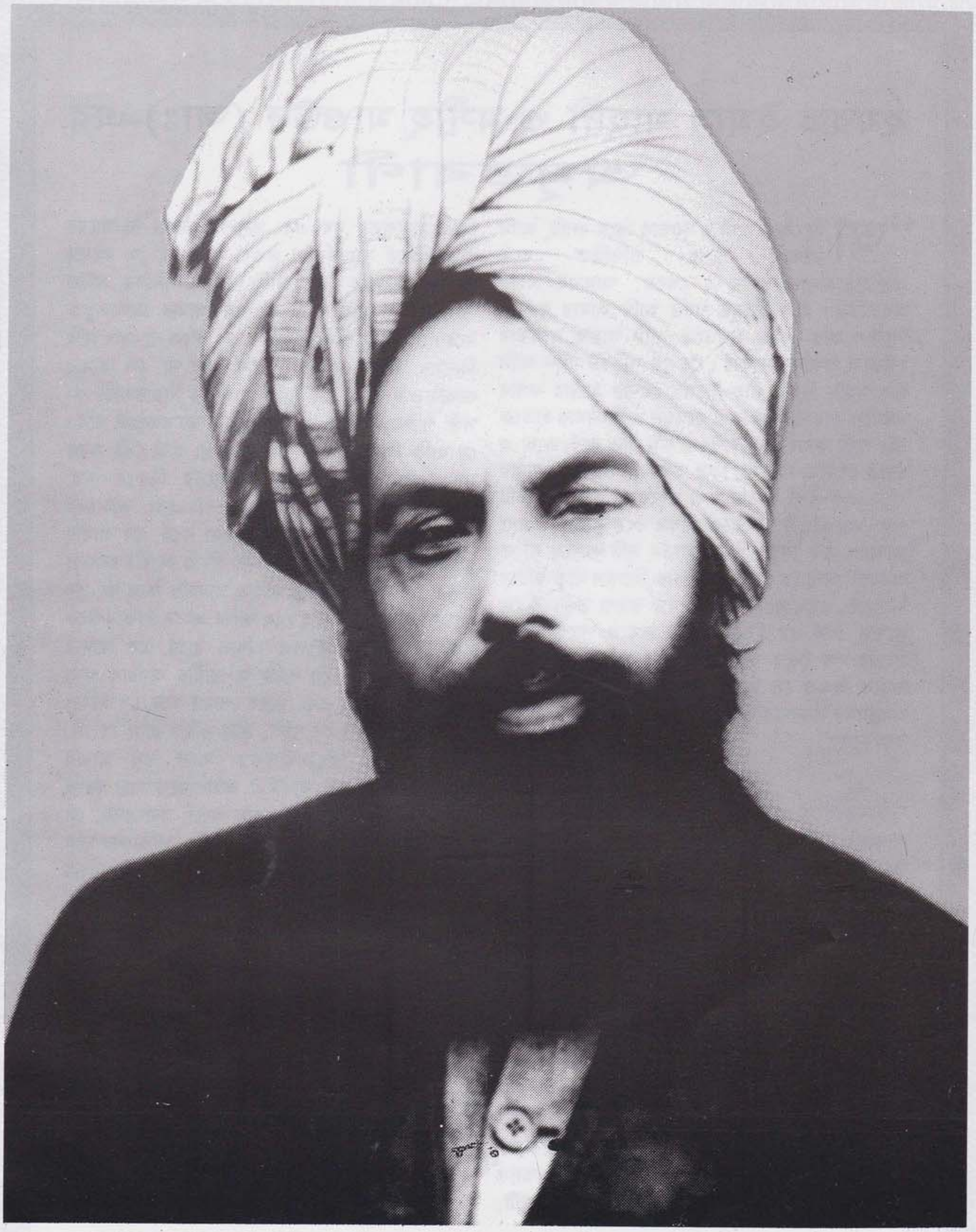

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)
(১৮৩৫ – ১৯০৮)

হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

“আমি জোড় দাবী ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আল্লাহ্তাআলার কৃপায় এ ক্ষেত্রে আমারই বিজয় অবধারিত। আর যতদূর পর্যন্ত আমি আমার দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করি- সমস্ত জগতকে আমি আমার সত্যতার পদতলে অবলোকন করি। সে যুগ সন্নিকট যখন আমি এক মহান বিজয় লাভ করব। কেননা আমার কথার সমর্থনে আর একজন কথা বলছেন আর আমার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য অপর একটি হাত কার্যরত যা এ জগত দেখতে পায় না, কিন্তু আমি তা দেখছি। আমার মাঝে এক ঐশী প্রেরণা কথা বলছে যা আমার প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি অক্ষরকে জীবন্ত করে তুলেছে। এবং আকাশে এক বিপ্লব ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে যা এ অধমকে আল্লাহ্র হাতের ক্রীড়ণক হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার ভাগ্যে তওবা করার সুযোগ শেষ হয় নি অচিরেই দেখতে পাবে- আমি নিজের পক্ষ থেকে আগত নই। যে ব্যক্তি সত্যবাদীকে চিনতে অক্ষম সে কি চক্ষুষ্মান? যার মাঝে এ ঐশী আহ্বানের সামান্যতম অনুভূতিও নেই তাকে কি জীবিত বলা চলে?”

[ইযালায়ে আওহাম - ২য় খন্ড
রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪০৩]

“তোমাদিগকে এই বলিয়া আমি তবলীগের কর্তব্য পালনের দায়ীত্ব মুক্ত হইতেছি যে, পাপ বিষ বিশেষ, উহা পান করিবে না। আল্লাহ্তা'লার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ, তাহা হইতে দূরে থাক। দোয়া করিতে থাক যেন তোমরা শক্তিলাভ করিতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করিবার সময় খোদাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতির বহির্ভূত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে পরাভূত এবং পরকালের দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কুঅভ্যাস হইতে যথা-মদ্যপান, জুয়া খেলা, কামলোলুপ-দৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ এবং তদ্রূপ অন্যান্য না-জায়েয কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে তওবা করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। সে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সহিত পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে না, যে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি কুপ্রভাব বিস্তারকারী কু-সঙ্গী পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে যাহা কুরআনের বিরুদ্ধে নয়, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের খেদমতের দায়ীত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের সহিত নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে সামান্য উপকার হইতেও বঞ্চিত রাখে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে স্বামী, স্ত্রীর সহিত এবং যে স্ত্রী, স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে যাহা বয়াত করিবার সময় করিয়াছিল কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহ্দী বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে আমার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীগণের দলে বসে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। প্রত্যেক ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর জুয়াড়ী, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে এবং নিজেদের কু-কর্ম হইতে তওবা করে না ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার জামাতভুক্ত নহে।

(কিশতিয়ে নূহ, বাংলা অনুবাদ ঃ পৃষ্ঠা ৩০-৩১)

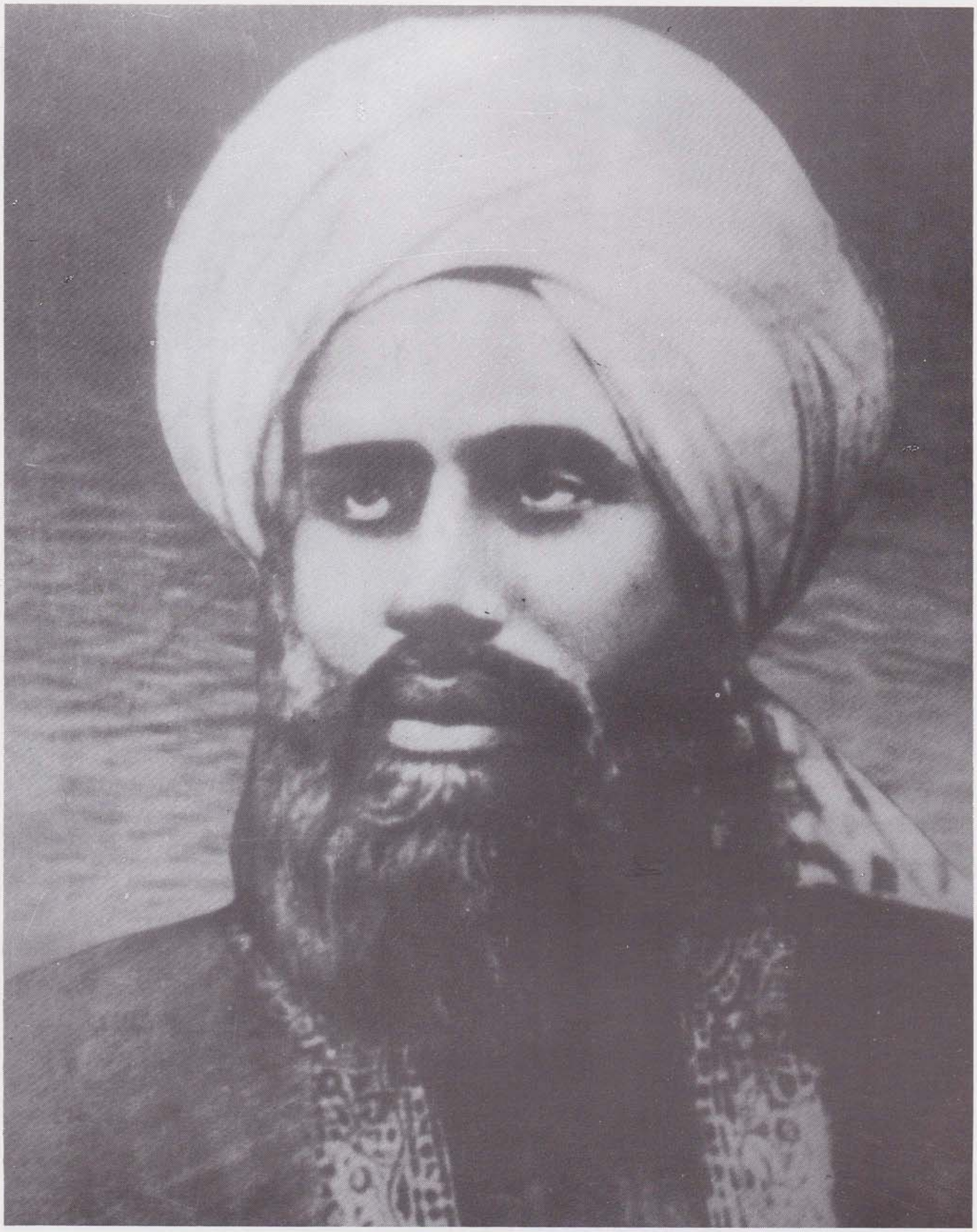

হযরত আলহাজ্জ হেকিম মৌলভী নূরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)
(১৮৪১ – ১৯১৪)

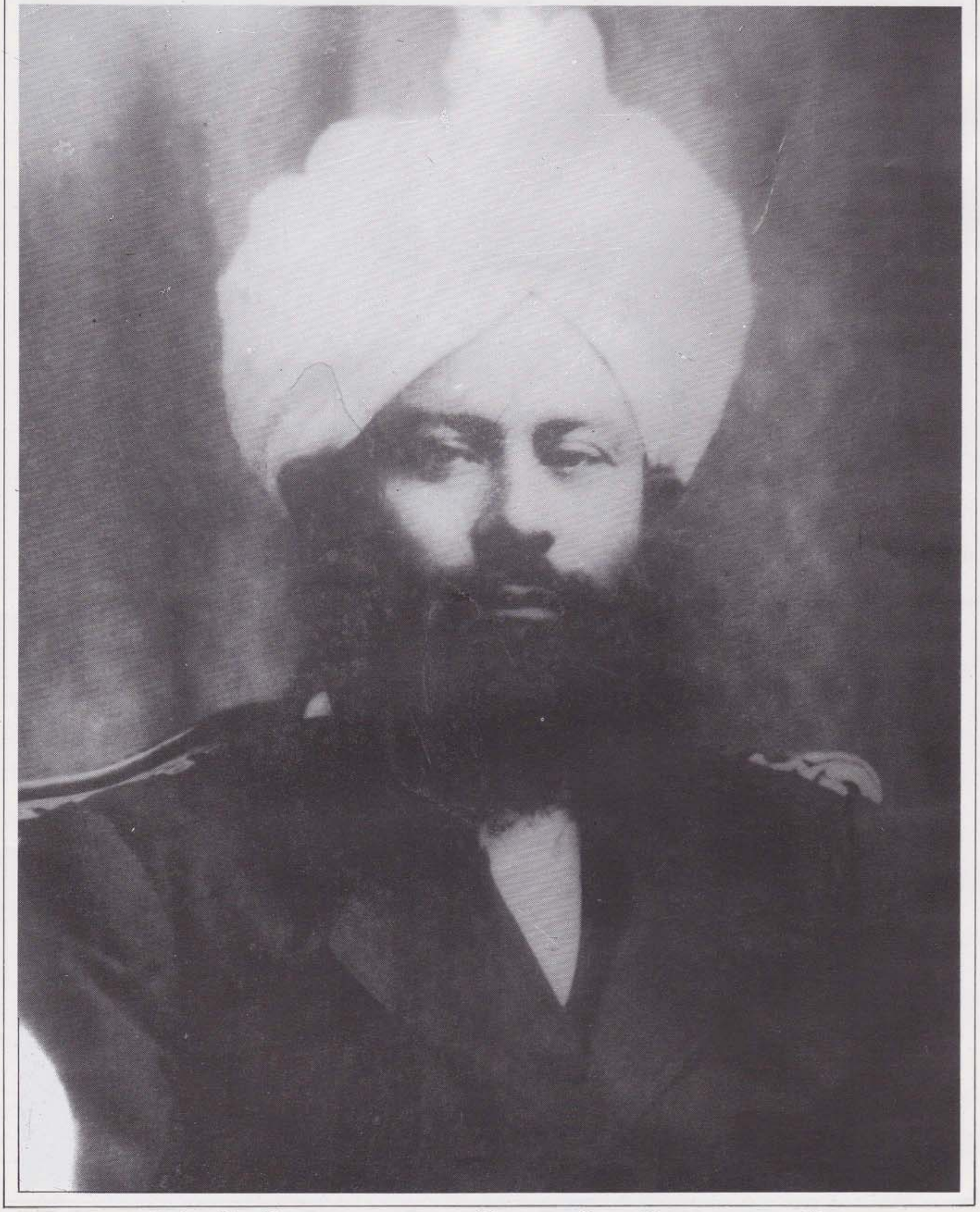

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী ও মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)
(১৮৮৯ – ১৯৬৫)

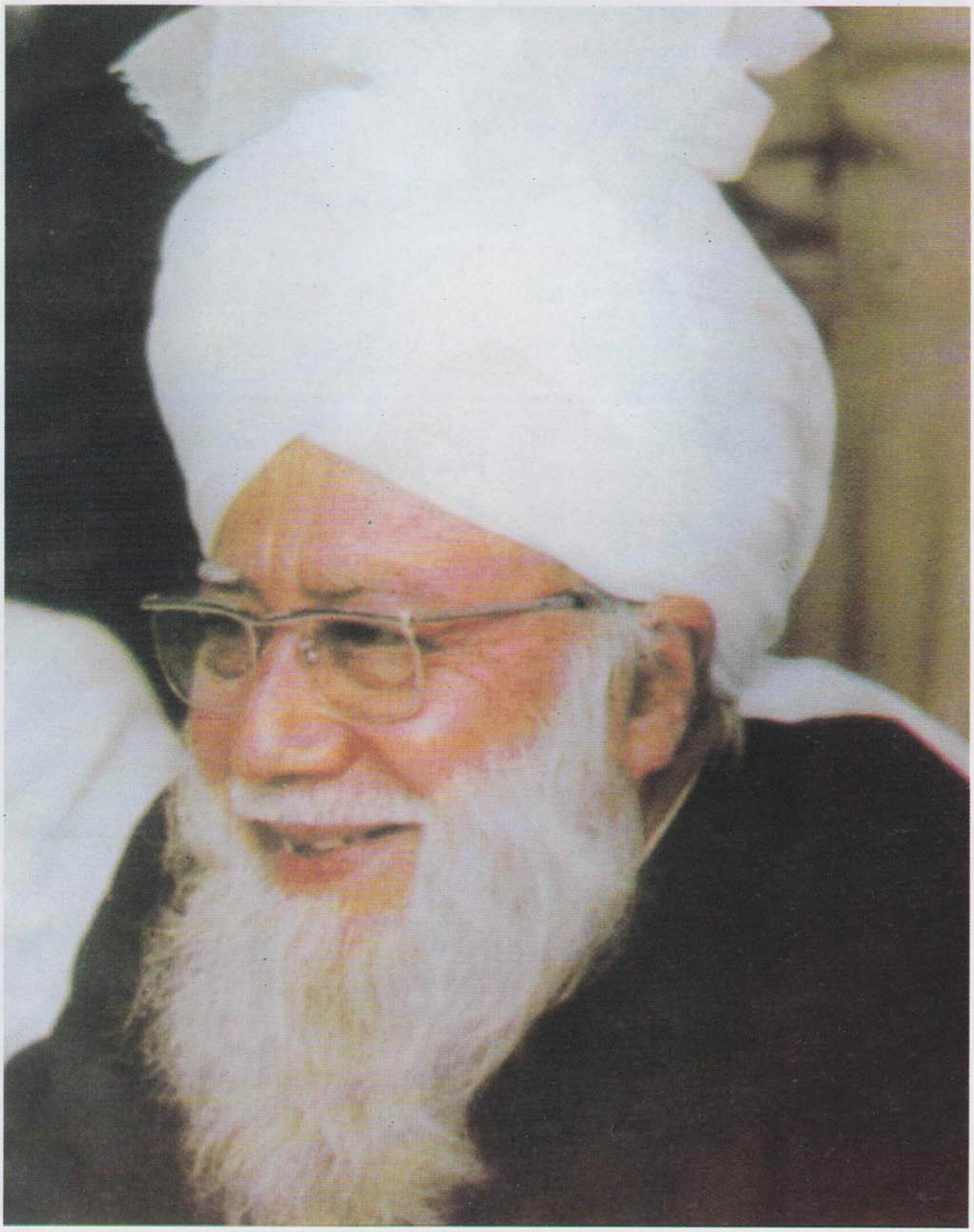

হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)
(১৯০৯ – ১৯৮২)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
জন্ম ঃ ১৯২৮ - খেলাফতে আসীন হন ১৯৮২ সনে। তিনি ১৯৮৪ সনে পাকিস্তান থেকে যুক্তরাজ্যে হিজরত করেন

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ صَدَقَ اللهُ

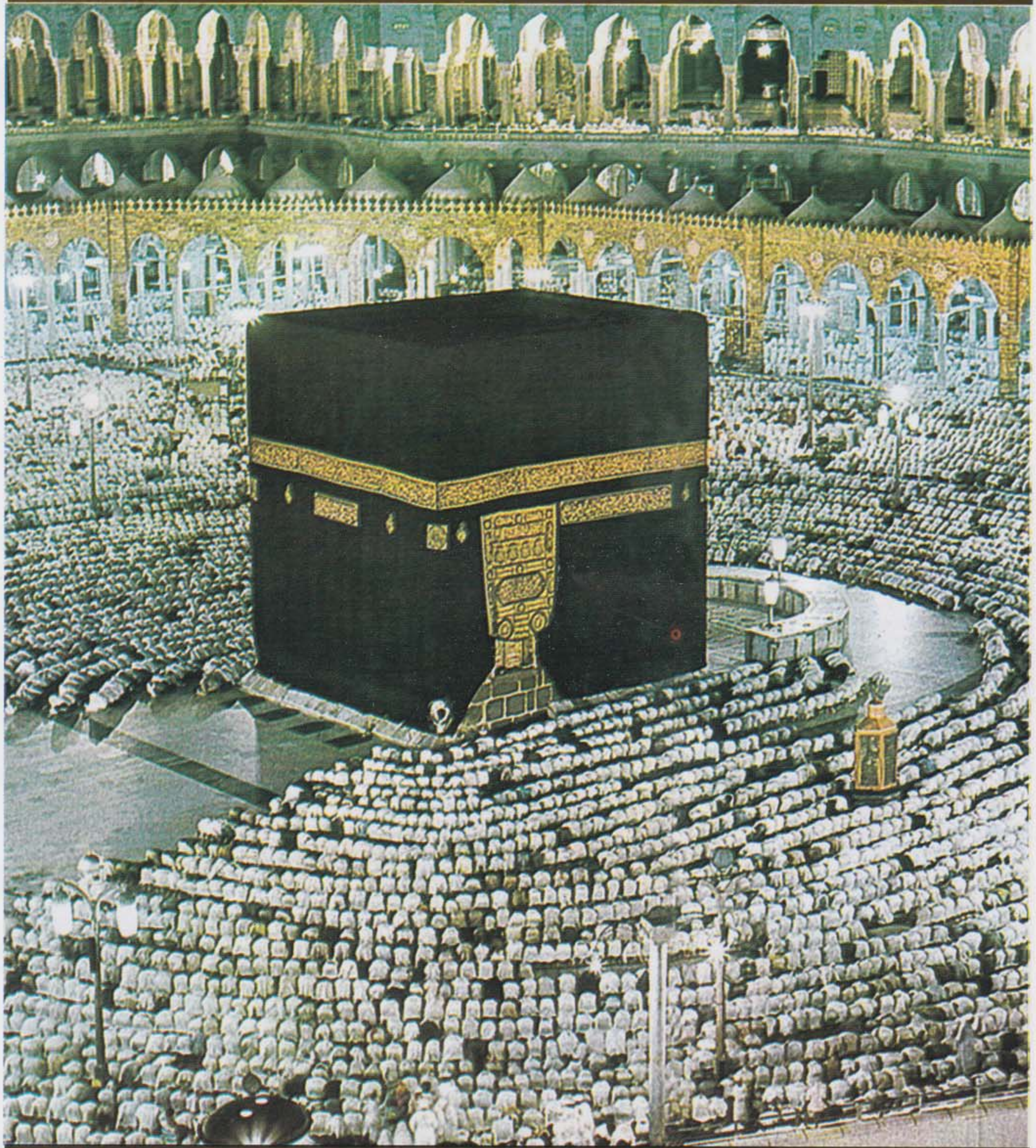

‘নিশ্চয় যারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নিকটে আছে তারা তাঁর ইবাদত হতে অহঙ্কার করে মুখ ফেরায় না এবং তারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁর সম্মুখে সেজদাহ্ করে’ (সূরা আ'রাফ : ২০৭)।

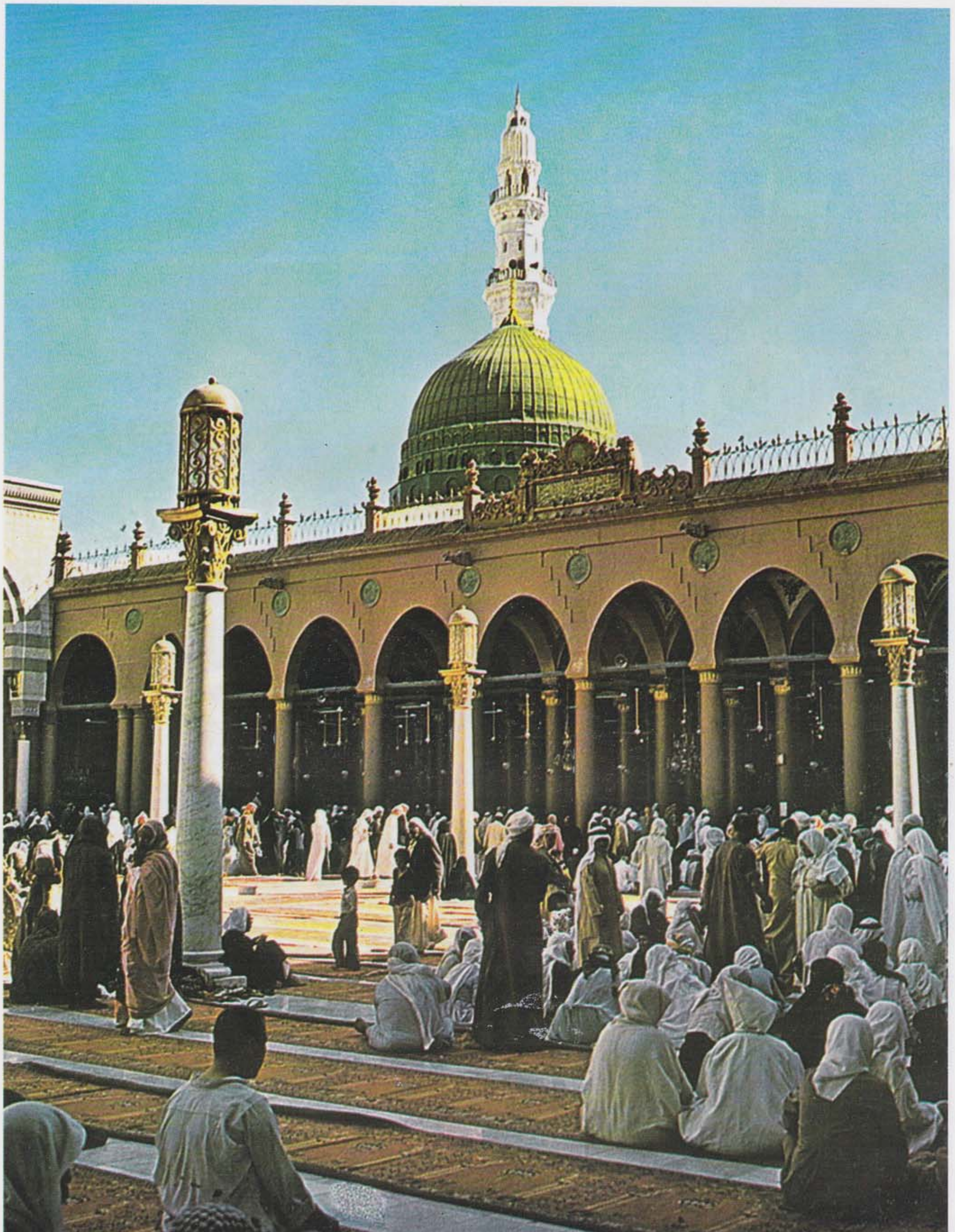

মদীনা মনোয়ারায় মসজিদে নব্‌বী

হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, “আমি আখেরী নবী এবং আমার এ মসজিদ আখেরী মসজিদ”-(মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ)।

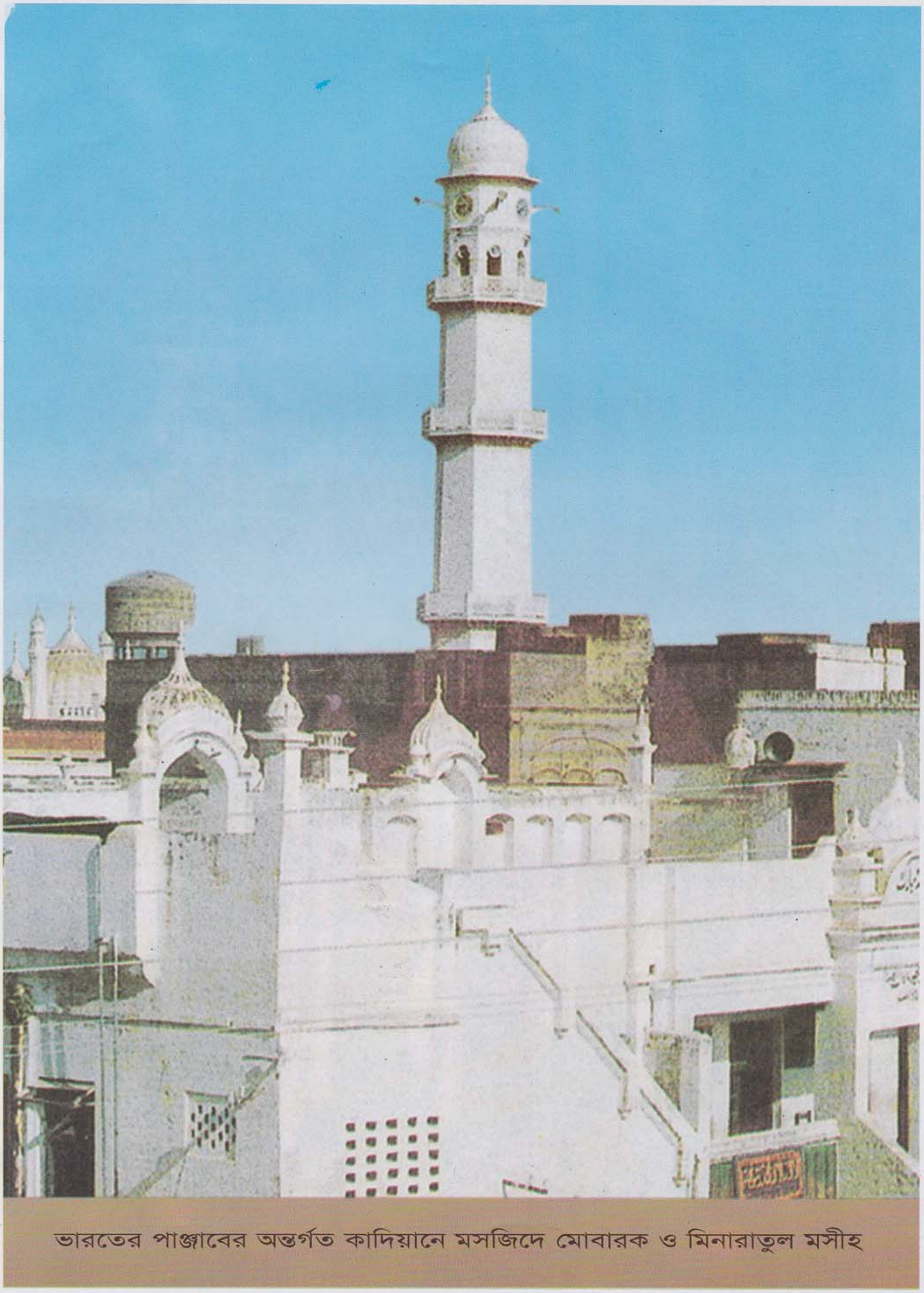

ভারতের পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ানে মসজিদে মোবারক ও মিনারাতুল মসীহ

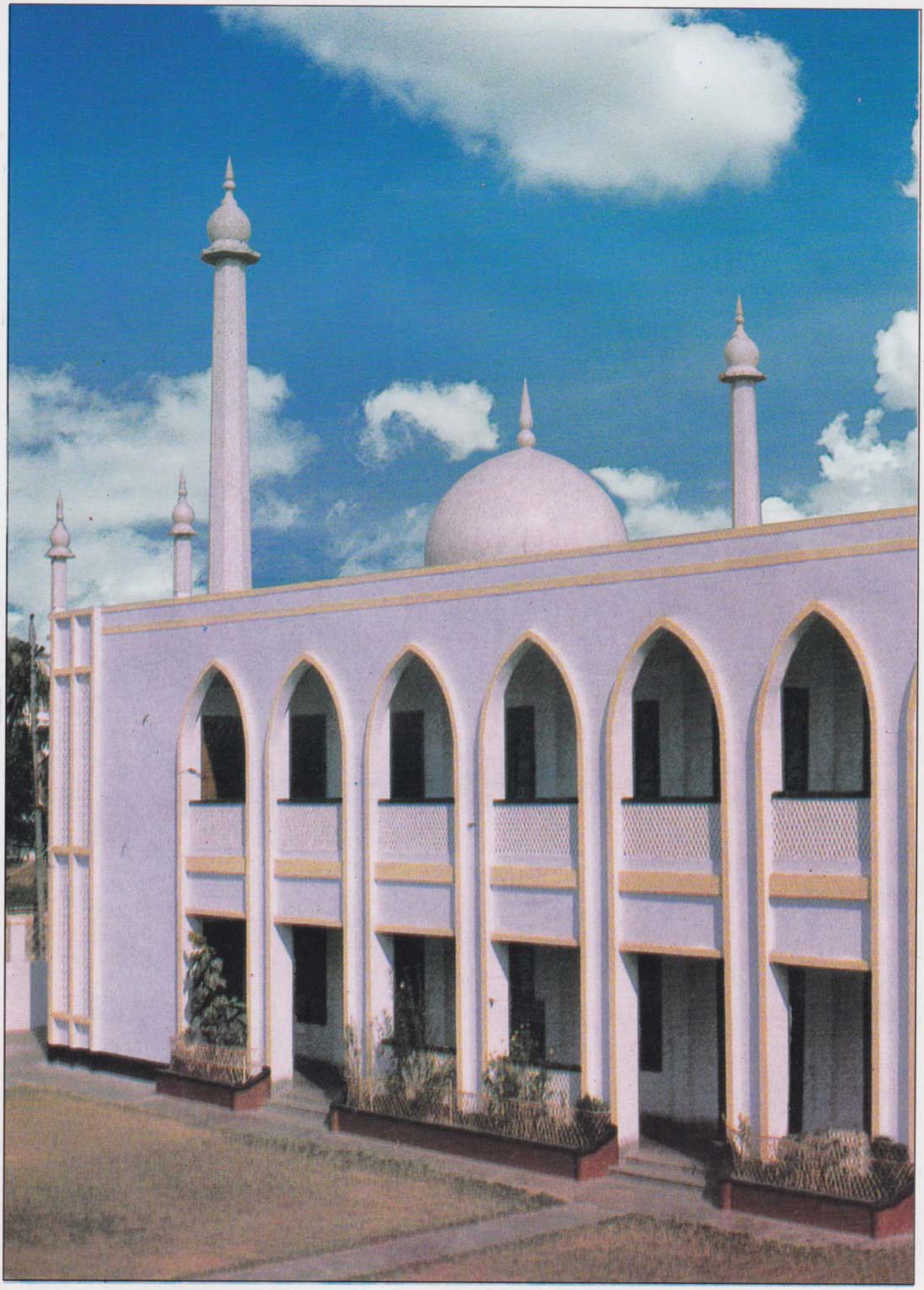

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মসজিদ-দারুত তবলীগ মসজিদ

৭৮তম ন্যাশনাল সালানা জলসা-২০০২ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশে আহমদীয়তের সংবাদ প্রথম পৌঁছে ইমাম মাহ্দী (আইঃ)-এর জীবদ্দশায়। এদেশে তিন ব্যক্তি সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন; তাঁরা প্রথমে রেঙ্গুনে আহমদীয়ত সম্বন্ধে অবগত হন। অতঃপর সাংগঠনিকভাবে আহমদীয়তের যাত্রা শুরু হয় ১৯১২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী হযরত সৈয়্যদ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) সাহেবের বয়াতের মাধ্যমে। আর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালে। সেই থেকে ৮৬ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। এ বছরের জলসা বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৭৮তম সালানা জলসা। প্রথম কয়েক বছর ও দু'টি বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বছরগুলো বাদ দিলে এ অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর এ জলসা হয়ে আসছে। এতদিন ধরে বিরহিতীন একই ধারাবাহিকতায় এই জলসার ঐতিহ্য বজায় রাখা আল্লাহ্র অশেষ রহমত্ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আল্হামদুলিল্লাহ্।

১৯৯২ সনের অক্টোবর মাসে ঢাকা দারুত তবলীগে আক্রমণের পর থেকে এ জামাতের ক্রমাগত উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের আহমদীগণ অন্যান্য কুরবানীর সঙ্গে সঙ্গে জানের কুরবানীও করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, খুলনার মসজিদে দুষ্কৃতকারীদের বোমা হামলায় ৭জন শাহাদত লাভ করেন। এছাড়াও ১৯৬৩ সনে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ২জন শহীদ হন। বর্তমানে বহু সত্যান্বেষী নিয়মিত জলসায় যোগদান করেন ও ধর্ম-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অবগত হন। আল্লাহ্র ফযলে প্রতি বছরই জলসার উপস্থিতির হার বেড়ে চলেছে। উপস্থাপনা, আয়োজন ও আপ্যায়নের মানও উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ জামাতের সকল কর্মকান্ড ও অর্জনের মূল অনুপ্রেরণা হচ্ছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। তিনি দোয়া, ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছেন। হুযূর আকদস (আইঃ)-এর সহায়তায় ও স্থানীয় জামাতের প্রচেষ্টায় আমরা দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সের সুদৃশ্য ভবন আংশিকভাবে সম্পন্ন করতে ও প্রথম পর্যায়ে দশটি জামাতে দর্শনীয় মুয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মাণে প্রয়াসী হ'তে পেরেছি। পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলা আমাদের খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-কে সুস্বাস্থ্য দান করুন ও দীর্ঘ কর্মময় জীবনে বিজয়ের অগ্রদূত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুন।

الصمد
الوكيل

হযরত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রতিষ্ঠিত এই সালানা জলসা কোন সাধারণ সম্মেলন কিম্বা উরুস নয়। স্বয়ং আল্লাহ্র নির্দেশে এই রীতির প্রচলন করা হয়েছে। এই জলসার যোগদানকারীরা আল্লাহ্তাআলার বিশেষ বরকত ও ফযল হাসিল করতে পারেন। তাই প্রতি বছর প্রত্যন্ত অঞ্চলের আহমদীরা এই বিশেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন ও প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সত্যান্বেষী মেহমানরাও সত্য উপলব্ধির বিশেষ সুযোগ লাভ করেন। ৭৮তম সালানা জলসায় আগমনকারী সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ্ যেন সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন, তাদের দোয়া কবুল হয়, তারা আরও অনেক বেশী বিনয়ী, আত্মসমর্পণকারী ও মু'মিন হিসাবে নিজ নিজ স্থানে নিরাপদে ফেরৎ যেতে পারেন।

আগে জলসা উপলক্ষ্যে 'পাক্ষিক আহমদী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর জলসা উপলক্ষ্যে প্রথম স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ও এর সাফল্য কামনা করি। যাদের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এ উদ্যোগ সার্থক হয়েছে তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। এ স্মরণিকায় অনেক প্রামাণ্য বিষয়াদি, মূল্যবান আলোচনা ও তথ্যাদি থাকবে। আশা করি এসব পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ ও অনুপ্রাণিত করবে।

আল্লাহ্তাআলা আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামকে জয়যুক্ত করুন, আমাদের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন এই দোয়া করি, আমীন।

- আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

স্মরণিকা ২০০২ উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল জলসা কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের বাণী

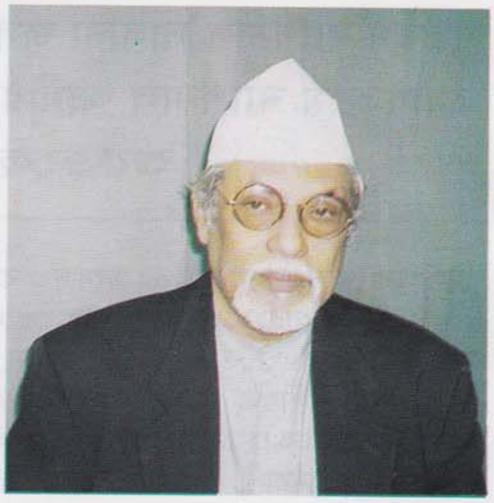

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল যা পটিয়া থেকে পঞ্চগড় ও রাংটিয়া থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত; এই সব দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনারা আল্লাহ্‌র প্রেমে আপ্লুত হয়ে এখানে এসেছেন। আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু আপনাদের সঙ্গে থাকতে অঙ্গীকারাবদ্ধও আছেন।

বাংলাদেশে বহুকাল ধরে নিয়মিত জলসা হয়ে আসছে। প্রতি বছর এ সময়ের জন্য বুযূর্গরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। নদীমাতৃক এই দেশে প্রকৃতির নিয়মে প্রতি বছর বন্যা হয়। বন্যায় জমিতে পলি পড়ে। এই পলিমাটি শস্যের ভাল ফসল ফলাতে সহায়ক হয় এর সঙ্গে তুলনা করে বলা যেতে পারে যে, প্রতি বছর জলসার সময় এখানে এসে মূল্যবান আলোচনা শুনে, পবিত্র সংসর্গে থেকে ও দোয়ায় শামিল হয়ে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়, হৃদয়ে পলি পড়ে যার ফলে আমরা সারা বছর ধরে মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে ও নিয়মিত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতে, সৎকর্ম করতে ও তাকওয়ার পথে চলতে সক্ষম হই।

মু'মিন একজন আর একজনের জন্য আয়নাস্বরূপ। অর্থাৎ মু'মিনদের কার্যকলাপে এতটাই সাদৃশ্য থাকে যে, একজনকে আর একজনের প্রতিবিম্ব মনে হয়। জলসায় মু'মিনদের সাহচর্য লাভ করার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। এখানে সৎকাজে প্রতিযোগিতাও উৎসাহিত করা হয়। একজন আর একজনের চাইতে অধিক ইবাদত, অধিক কুরবানীতে উৎসাহিত হউন। এই উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ)-এর এই উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যায়, "খোদাতাআলা এরূপ অনেক পুণ্যাত্মা সৃষ্টি করুন যারা এসব নিদর্শনের দ্বারা উপকৃত হয়ে সত্যের পথ অবলম্বন করেন এবং হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করেন। হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি আমার আকুতিপূর্ণ দোয়া শ্রবণ কর এবং এই জাতির হৃদয়ের দ্বার খুলে দাও। এবং আমাদেরকে এই সময়টি দেখাও, যখন মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনা দুনিয়া থেকে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তোমার উপাসনা আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়। এবং দুনিয়া সত্যপরায়ণ ও খাঁটি তৌহীদবাদী বান্দাগণের দ্বারা এরূপভাবে ভরে যায়, যেরূপ সমুদ্র জলরাশি দ্বারা ভরা হয়েছে এবং তোমার রসূল করীম মুহম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও সত্যতা মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমীন। হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! আমাকে এই পরিবর্তন দুনিয়াতে দেখাও এবং আমার দোয়াসমূহ কবুল কর। সর্বময় শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী তুমি হে আমার কাছের খোদা, তদ্রূপই কর, আমীন সুম্মা আমীন।"

ইমাম মাহ্দী (আঃ) প্রবর্তিত এই জলসার একটি উদ্দেশ্য হোল নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই জামাতের আন্তর্জাতিক জলসা এক সময় জাতিসংঘের চাইতেও সার্থক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন প্রকারের মানুষ ও জাতির মধ্যে সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়ে অভূতপূর্ব শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ আনয়নে সহায়ক হবে। আমরা সবাই এক খলীফার নেতৃত্বে পরস্পর সব রকম হিংসা-বিদ্বেষ বিস্মৃত হয়ে একই হাতে ঐক্যবদ্ধ এবং একই সূত্রে গ্রথিত। কেন্দ্রীয় জলসায় সকল আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীভূত হয় এবং পরস্পর এক অসাধারণ মমতার বন্ধন অনুভব হয়।

ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর খেলাফতের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর অনুপ্রেরণায় আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে তৌহীদের বাণী মুহাম্মদ (সঃ)-এর বরকত ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর শিক্ষা এদেশের সকল নাগরিকের নিকট পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হওয়া। এ দেশের মানুষের মন স্বচ্ছ ও তারা ধর্মকে ভালবাসে এবং সত্য যাচাই ও গ্রহণে আগ্রহী। একমাত্র আহমদীয়ত তথা সত্যিকার ইসলামই সকল প্রকার অভাব দূর করে দেশের দারিদ্র, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অশান্তি, যুলুম-অত্যাচার এই সব কিছুর হাত থেকে সকলকে নিষ্কৃতি দিতে পারে- জান্নাততুল্য এক সমাজ রচনা করতে পারে।

'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব'- হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর কাছে আল্লাহ্‌তাআলার এই ইলহাম, এই ওয়াদা। এই মহতী জলসায় বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যায় আহমদীদের আগমন এই ইলহামের পূর্ণতা তথা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতারই প্রমাণ। ৭৮তম কেন্দ্রীয় জলসা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকাতেও আমরা এমন সব স্মরণীয় বিষয় ও ঘটনা সংকলিত করতে চেষ্টা করেছি যা এই ইলহামেরই সত্যতা প্রমাণ করছে।

দোয়া করি, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সত্বর পূর্ণ বিজয় দান করুন। যারা এই মহতী জলসা ও এই স্মরণিকাকে সার্থক করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও কুরবানী করেছেন আল্লাহ্ তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন, এই কামনায় শেষ করছি।

- মীর মোবাশ্বের আলী

৭৮-তম সালানা জলসা-২০০২ উপলক্ষ্যে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেবের বাণী

প্রিয় আহমদী ভ্রাতৃবৃন্দ,

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

বাংলাদেশের আহমদীয়া জামাতের ৭৮-তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আরও আনন্দের বিষয় হলো, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে এবারই প্রথম জলসা উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি, এই সালানা জলসাকে তিনি সর্বাঙ্গীনভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন ও একে সফল করুন। এই স্মরণিকা যেন তরবিয়তি চাহিদা ও জ্ঞান পিপাসা নিবারণের কারণ হয়। আমীন॥

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ব্যবস্থাপনায় সালানা জলসার এক অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। এ জলসার ভিত্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐশী নির্দেশে রেখেছিলেন। সে সময়ে সর্বপ্রথম জলসায় ৭৫ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আজ একশ' দশ বছর পর এ সালানা জলসা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশে সালানা জলসার সময় বহু আহমদী একত্রিত হয়ে থাকেন। এ সময় সাধারণ আহমদীদের উন্নত চরিত্রের একটি প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। যেমন, এঁরা প্রত্যেকে বাজামাত নামায পড়ে কি না, সর্বদা দোয়ায় নিয়োজিত থাকে কি না, পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছে কি না, নেযামের পূর্ণাঙ্গীন আনুগত্য করছে কি না আর আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট আছে কি না। জলসার সময় এ বিষয়গুলোর উপর আমল করলে আজকের পৃথিবীর বিকৃত পরিবেশে এমন জলসা ইসলাম ও আহমদীয়তের উত্তম ও আর্কষণীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হবে। আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও আন্তরিক দোয়া হলো, যেন আল্লাহ্‌তাআলা বাংলাদেশের সালানা জলসাকে প্রত্যেকটি দিক থেকে সফল করেন, নিরাপদ ও আনন্দঘন পরিবেশে একে সুসম্পন্ন করার তৌফীক দেন। আর এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকাও যেন আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের উপকরণ হয়।

সুলতান মাহমুদ আনওয়ার
নাযের খিদমতে দরবেশান, রাবওয়াহ্
৫-২-২০০২

Message from
National Ameer
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Germany

Dear Brother in Islam,

Assalamo Aalaikum warahmatullahe wabarakatohu.

It is with great pleasure that I extend my warmest greetings to everyone attending the 78th Jalsa Salana, 2002 of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.

Annual Jalsa Salana draws members, family and friends of Ahmadiyya Muslim Jamaat of a country with its from remote corners new converts Ahmadis and guest Ahmadis from abroad together in a spirit of peace, goodwill and understanding.

Jalsa Salana also provides with a golden opportunity to display the unique traditions of real Islam practised by our beloved Prophet (saw) and his followers that have taken root in our Community members through the teaching of Promised Messiah (as) to develop and to bring forward in the field of ture spirituality.

Gathering like this one provides an excellent opportunity to share each other's success and challenge in the field of Tabligh white strengthening Comminity bonds as we experienced in year 2001 and our Jamaat got a chance to organise International Jalsa providing a platform to Ahmadis belonging to 43 countries of World and shared with experiences.

The achievement of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Germany is that it established Mission Houses in 14 other European countries through Tabligh activities, 4 out of this are now working independently. Alhamdulillah. At the same time we got permission from our beloved Caliph to start Tabligh activities another 26 countries.

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Germany has now 100,000 members of its own consisting 27 Ethnic groups which also include the native Germans.

Organizing a conference of this size requires a lot of time, energy and devotion, and I commend every one who has contributed to its success.

May Allah be with all of you and give you a best and successful feed-back. Ameen. Please accept my best wishes for a rewarding and memorable convention.

Wassalam, Thank you

Abdullah Wagishauser
National Ameer, Germany

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জার্মানীর আমীর সাহেবের বাণী

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদের ৭৮তম সালানা জলসায় আগত সকলকে আমার হৃদয়ের উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আহমদীয়া জামাতের সালানা জলসা পরিবারের সদস্যদের, বন্ধুদের, দূরে বসবাসকারী সদস্যদের, নতুন আহমদীদের ও মেহমানদের শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও পারস্পারিক বোঝাপড়ার লক্ষ্যে একত্রিত হওয়ার এই সুন্দর সুযোগ এনে দেয়। জলসা সালানা সেই সুবর্ণ সুযোগও এনে দেয়, যার দ্বারা আমরা আমাদের জীবনে যে সত্যিকার ইসলাম চর্চা করে থাকি যা আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) অনুসরণ করতেন তা সকলের সামনে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরি এবং দেখাই যে, এই যুগে সত্যিকার ইসলাম আমরা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে পেয়েছি এবং তা আমাদের মধ্যে সত্যিকার আধ্যাত্মিকতাও এনে দিয়েছে।

এই ধরনের সম্মেলনের ফলে সেই সুযোগও সৃষ্টি হয় যে, আমরা তবলীগের ময়দানে পরস্পরের সাফল্য ও এই ক্ষেত্রে কারা কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে তা-ও জানতে পারি। ফলে আমাদের পারস্পরিক সামাজিক বন্ধনও দৃঢ় হয়। আপনারা জানেন যে, ২০০১ সালের সালানা জলসা অনুষ্ঠানের সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম যেখানে ৪৩টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এবং পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছিলেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর সৌভাগ্য হয়েছে যে, তারা ইউরোপের অপর ১৪টি দেশে মিশন হাউজ তৈরী করেছে এবং তবলীগের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে। এইগুলোর মধ্যে ৪টি দেশ এখন স্বাধীনভাবেই নিজেদের জামাতের কাজ চালাচ্ছে- আলহামদুলিল্লাহ্! ইতোমধ্যে আমাদের প্রিয় হুযূর (আইঃ) জার্মানীর জামাতকে আরো ২৬টি দেশে তবলীগী কার্যক্রম নেয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। এখন জার্মানী জামাতের সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষের বেশি যার মধ্যে জার্মানরা ছাড়াও আরো ২৭ জাতির লোক আছে।

আমি জানি এই ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে প্রচুর সময়, শক্তি ও নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। তাই যারা এই কাজ সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছেন আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্তাআলা আপনাদের সাথী হউন এবং এর উত্তম প্রতিফল দিন, আমীন। আপনাদের সফল ও স্মরণীয় জলসার জন্য আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ওয়াস্সালাম
আবদুল্লাহ্ ওয়াগিস্ হাউসার
ন্যাশনাল আমীর, জার্মানী

৭৮তম সালানা জলসা ২০০২ উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, অষ্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেবের বাণী

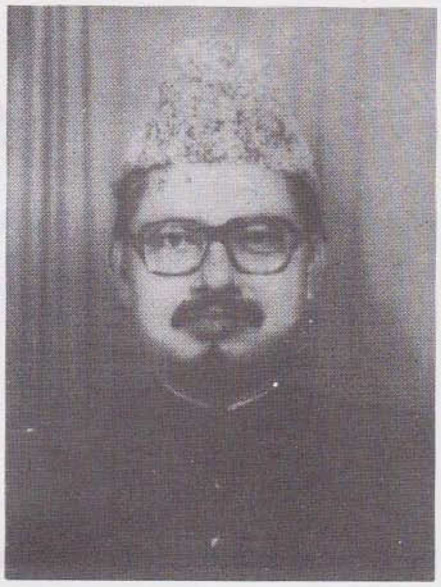

মাননীয় আমীর সাহেব,

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আল্লাহ্র ফযলে কুশলে আছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৭৮তম সালানা জলসায় যোগদানের জন্য আপনার প্রেরিত ফ্যাক্স পেয়েছি। সকল জামাতের মেহমানদের সাথে মেলামেশার যে অপূর্ব সুযোগ এ জলসাতে হয় এমনটি কোথাও দেখা যায় না। আল্লাহ্তাআলা সবদিক দিয়ে এ জলসা কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ করুন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জলসাগুলো কোন পার্থিব মেলা বা প্রদর্শনী নয়। কারণ এ জলসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশ্বনবী, নবীনেতা, খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী ও গোলাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তিনি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ।

অতএব জলসায় আগত মেহমানগণ স্মরণ রাখবেন যে, তারা খুবই সৌভাগ্যশালী। কারণ তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মেহমান। মেহমানগণ যেমন মর্যাদাসম্পন্ন, তদ্রূপ এ মহতী জলসার প্রতিটি পদক্ষেপ সুচারুরূপে অনুসরণ করা ও বাস্তব পরিপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছতে সদা সচেষ্ট থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। জলসায় যারা ভাষণ দেন, তাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। শ্রোতারা নিবিষ্টচিত্তে তা শুনলে এবং স্মরণ রাখলে বক্তাদের শ্রম সার্থক হয়। নৈতিকতার উন্নতির জন্য এ ধর্মীয় জলসার আয়োজন বলে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর পুস্তক আসমানী ফয়সালায় বর্ণনা করেছেন। এ হিসেবে বক্তা ও শ্রোতার দায়িত্ব রয়েছে। জলসার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য, বিভিন্ন স্থান থেকে আগতরা মিলামিশার সুযোগ লাভ করে ও এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি আনন্দঘন পরিবেশে স্বল্প ক'টা দিন কাটানোর সুযোগ পান। নিঃসন্দেহে জলসা সালানা দেহ ও মন চাঙ্গাময় করে তোলার এক অপূর্ব সুযোগ। দৈহিক ও নৈতিক কল্যাণ লাভের জন্য জলসার পরিবেশ সম্পূর্ণ নির্মল ও সুশৃংখল রাখা সকলের কর্তব্য। সত্যের জয়গানের জন্যই জলসার আয়োজন। তাই অপলাপ ও সময়ের অপচয় সবার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আমাদের জলসা সোহবতে সালেহীন বা সৎসঙ্গ লাভের সুবর্ণ সুযোগ।

গতকাল ২১/১ তারিখ মিশন হাউসে এ বছরের Door knock Appeal অর্থাৎ ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা আদায়ের প্রোগ্রাম নিয়ে রেডক্রসের একজন কর্মচারীর সাথে আলোচনা করার সময় বললাম যে, এবার মার্চ মাসে আমরা ব্যস্ত থাকব। কারণ প্রথম সপ্তাহে Australian Clean up Day এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে রেড ক্রস চাঁদা সংগ্রহ। আমাদের জলসার জন্য ওকারে আমলের পালা। মহিলা জলসার ব্যাপারে খুবই আশ্চর্য হলেন। বিশেষ করে যখন জানলেন যে, থাকা-খাওয়া বিনামূল্যে হবে। তিনি আরো অবাক হলেন যে, জলসার সফলতার জন্য আমরা কেবল পরিশ্রমই করি না বরং দোয়াও করি এবং আমাদের অতি প্রিয়জন খলীফাতুল মসীহ্র নিকট মু'মিনদের নিরাপত্তা ও সর্বাঙ্গীন সফলতার জন্য দোয়ার আবেদন করি। তিনি কেবল এতটুকু বললেন যে, কাবুল বা প্যালেস্টাইন বা নিউইয়র্ক যেটাই বল, সবাইতো প্রচেষ্টা করছে অর্থ লাভের জন্য। আর তোমরা স্বতস্ফূঃর্তভাবে পয়সা দিয়ে আনন্দ লাভ কর। এটা বুঝা সহজতো নয়ই বরং দুর্বোধ্য ব্যাপার। ১৯৬২ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত রাবওয়াতে সকল জলসায় খেদমত করার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের সেই শান্তিপূর্ণ জলসা কূট-কৌশলে এমনকি সম্পূর্ণ গায়ের জোরে পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ করেছে। ফলে একমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশেই বহু জলসার সূচনা হয় নি বরং বিশ্বের সকল দেশ, যেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেই এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্ট্রেলিয়াতে একটি সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ দিকে দিকে জাগরণের সাড়া পড়েছে এক আল্লাহ্র যিক্র, পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও নবীনেতা খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণী প্রচার চলছে। ইমাম মাহ্দীর দ্বারা নব যুগের সূচনা হয়েছে। এ শান্তির বাণী প্রতিরোধে যারা আসবে, তারা বিফল হবে। একাই চিরন্তন নীতি, খোদার অপূর্ব লীলা খেলা! সবার কাছে নিকট সালাম ও দোয়ার আবেদন করছি।

- মাওলানা মাহমুদ আহমদ

Message from

Ameer, Ahmadiyya Muslim Association UK

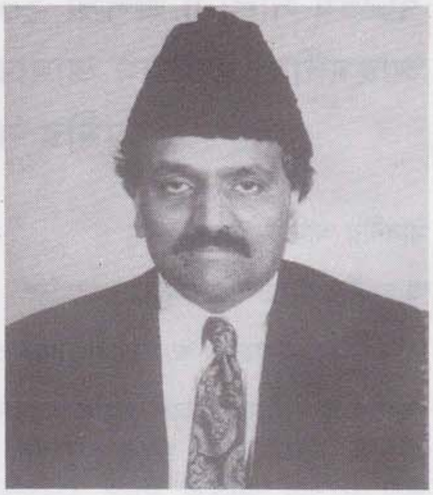

My Dear Respected National Ameer Saheb

Assalamo Aalaikum Warahmatullah wabarakatohu.

Thank you for your very kind invitation dated 20th January 2002 to attend the 78th Jalsa Salana of Ahmadiyya Muslim Jamaat Bangladesh due to be held in Dhaka from 6th to 8th February 2002.

I regret that owing to prior commitments in the UK, it would not be possible for me to attend this Jalsa. Please accept our heartiest congratulations and very best wishes for the success of your Jalsa. We watch with pleasure the progress of the Bangladesh Jama'at on MTA International. Allah shower His choicest blessings on these who participate in this year's Jalsa and may you all witness the acceptance of the prayers of the Promised Messiah alaihe salato wassalam, Ameen.

Please convey our salaam to the participants and request them to pray for their fellow members in the UK, the attainment of the objectives the UK Jama'at has set itself for this year and the discharge of the trust reposed in us by the worldwide Ahmadiyya Muslim community.

Rafiq Ahmed Hayat
Ameer UK

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইউ কে'র আমীর সাহেবের বাণী

শ্রদ্ধেয়,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

বাংলাদেশের ৭৮তম সালানা জলসার আমন্ত্রণ লিপির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যুক্তরাজ্যে আমার পূর্ব নির্ধারিত কার্যক্রমের কারণে আমার পক্ষে আপনাদের জলসায় যোগদান সম্ভব হচ্ছে না বলে দুঃখিত।

আপনাদের জলসার সার্বিক সাফল্যের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও দোয়া রইল। এম.টি.এ (ইন্টারন্যাশনাল)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জামাতের অগ্রগতি দেখে আমরা আনন্দিত হই। আপনাদের এই জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উপর আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ কৃপা বর্ষিত হউক। আমি আশা করি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জলসায় আগতদের জন্য যে দোয়া করেছেন তার পূর্ণতা যেন আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাই।

জলসায় আগতদের আমার আন্তরিক সালাম জানাবেন এবং ইউ, কে, জামাতের ভাইদের জন্য দোয়ার আবেদন জানাবেন যেন এ বৎসর আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে তা পূর্ণ করতে পারি এবং আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা যেন পূর্ণ করতে পারি।

আপনার একান্ত

রফিক আহমদ
আমীর, যুক্তরাজ্য জামাত

সালানা জলসার উদ্দেশ্য ও কল্যাণ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)

"এই অধমের নিকট বয়াতপূর্বক এ জামাতে প্রবেশকারী সকল নিষ্ঠাবান ব্যক্তির জেনে রাখা দরকার যে. বয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার প্রতি আর্কষণ যেন নিবারিত হয়। আর স্বীয় মহান প্রভু এবং রসূলে মকবুল (স:)-এর ভালবাসা প্রাণে সমুন্নত থাকে। আর সংসার বর্জনের অবস্থা এরূপ হয়ে যায়, যদ্বারা আখেরাতের সফর যেন দুর্বিষহ মনে না হয়, কিন্তু এ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে পুণ্য সংস্পর্শে থাকা ও জীবনের এক অংশ এ পথে ব্যয় করা আবশ্যক, যদি খোদাতাআলা চান, তাহলে কোন নিশ্চিত দলীল প্রত্যক্ষ করার ফলে যেন শক্তিহীনতা ও দুর্বলতা ও আলস্য দূরীভূত হয় এবং দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবার পরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি হয়ে যায়. সুতরাং এ বিষয়ে সর্বদা চিন্তায় থাকা উচিত এবং এমনভাবে চিন্তা করা উচিত যেন খোদাতাআলা এর সৌভাগ্য দান করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর সৌভাগ্য না হয়, কখনও কখনও অবশ্যই সাক্ষাৎ লাভ হওয়া উচিত। কেননা, বয়াত হওয়ার পর সাক্ষাৎ লাভের কোন পরওয়া না করা এমনই এক বয়াত যাতে কোনই কল্যাণ নেই এবং ইহা নিছক আনুষ্ঠানিক বয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু

১৯৯৭ সনে যুক্তরাজ্যের ৩২তম সালানা জলসায় উদ্বোধনী ভাষণের প্রাককালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আহমদীয়তের পতাকা উত্তোলন করছেন।

প্রত্যেকের জন্যে মনের দুর্বলতা বা অক্ষমতা বা সফরের দূরত্বের কারণে এরূপ সুযোগ হ'তে পারে না যে, সে আমার সংস্পর্শে এসে থাকে বা বৎসরে কয়েক বার কষ্ট করে সাক্ষাতের জন্যে এখানে আসে, কেননা, অধিকাংশ হৃদয়ে এখনও ততটা উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত হয় নি যে, সাক্ষাতের জন্যে বড় বড় দ:খ ও বড় বড় বাধাবিপত্তিকে সহ্য করতে পারে। এ কারণে অবস্থাদৃষ্টে উপলব্ধি করা যায় যে, বছরে এরূপ ৩ দিন ব্যাপী জলসার আয়োজন করা হোক, যার মধ্যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ যদি আল্লাহ্ চাহেন, সুস্থ থাকেন, অবকাশ পান এবং কঠিন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে যেন তারা নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হয়ে যান। সুতরাং আমার মতে উত্তম ইহাই যে, ঐ তারিখ যেন ২৭ শে ডিসেম্বর থেকে ২৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ আজকের পরে যা কিনা ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ এর পরে আগামীতে আমাদের জীবনে ২৮শে ডিসেম্বর তারিখ যখন আসে, তখন যতটুকু সম্ভব সকল বন্ধুকে কেবল 'রব্বানী' কথা-বার্তা শুনার জন্য দোয়ার অংশ গ্রহণ করার জন্য ঐ তারিখে এখানে এসে যাওয়া উচিত। আর জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ এ তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে বুৎপত্তি দানের জন্যে আবশ্যক। আর ঐ সব বন্ধুর জন্যে বিশেষ দোয়া এবং বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে। যেন খোদাতাআলা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। এ সব জলসায় একটি সামাজিক কল্যাণ তাদের ইহাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নূতন বছরে যে সব নতুন ভাই এ জামাতে দাখেল হবেন, তারা ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন এবং পরিচিতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর সেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হবে।

আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার জন্য এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ কাঠিন্য, অপরিচিত ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে চেষ্টা করা হবে। এ ছাড়া বহু অধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে, যা ইনশাল্লাহুল ক্বদীর সময়ে-সময়ে প্রকাশিত হ'তে থাকবে। কম আয়ের লোকদের জন্যে উচিত হবে যেন তারা পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা ক'রে পৃথক রেখে দেন, তাহলে সময় মত পথ খরচের টাকা সংকুলান হয়ে যাবে। মোট কথা এ পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। উত্তম ইহাই হবে যে, যেসব বন্ধু এ প্রস্তাবে রাজী হবেন, তারা লিখিতভাবে বিশেষ করে আমাকে জানাবেন যেন আলাদা তালিকায় তাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়ে সংরক্ষিত থাকে। তারা শক্তি ও সামর্থ্যে যতটুকু কুলোয় নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজের ভবিষ্যত জীবনের জন্যে যেন অঙ্গীকার ক'রে নেয় এবং জীবনের বিনিময়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উপস্থিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় কেবল ব্যতিক্রম হবে যে, এমন প্রতিবন্ধকতা এসে যায় যাতে সফল করা সাধ্যের বাইরে চলে যায়। আর এখন ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ তারিখে ধর্মীয় পরামর্শের জন্যে জলসা করা হয়েছে। এ জলসায় যেসব বন্ধু কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে সফরের কষ্ট বরদাশত করে এসেছেন, খোদা তাদের উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌তাআলা পুণ্য দান করুন, (আমীন)।

জলসার উদ্দেশ্য

এ জলসার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সরাসরি জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটে আর তাদের জ্ঞানের পরিধি তত্ত্ব-জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়। আর এর মধ্যে এসব কল্যাণ নিহিত যে, সাক্ষাৎ লাভে ভাইদের পরিচিতির পরিধি ব্যাপকতর হয় এবং এ জামাতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সুতরাং ইহা আবশ্যক যে, এ জলসায়, যাতে বহুবিধ কল্যাণজনক উপাদান নিহিত, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ্য আছে সে যেন নিজের লেপ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সঃ)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদাতাআলা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না। আর বারংবার লেখা হচ্ছে যে, এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না। ইহা ঐ বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এ জামাতের ভিত্তি প্রস্তর খোদাতাআলা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে।

কেননা, ইহা সর্বশক্তিমান খোদার কাজ, যার কাছে কোন কাজ অসম্ভব নয়।

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দোয়াঃ

পরিশেষে আমি দোয়ার সাথে শেষ করছি, যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্যে সফর করেছেন, খোদাতাআলা তাদের সাথী হোন আর তাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং তাদের ওপরে করুণা বর্ষণ করুন, তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্যে সহজসাধ্য করে দেন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দুয়ারসমূহ খুলে দেন আর আখেরাত দিবসে তাঁর ঐ সব বান্দাদের সাথে তাদেরকে উত্থিত করেন যাদের ওপরে তাঁর অনুগ্রহরাশী ও করুণা ধারা বর্ষিত হয়েছে, এবং তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত বিদ্যমান থাকে। হে খোদা, হে মর্যাদাবান, দাতা ও পরম দয়াময় খোদা এবং দুঃখ নিরসনকারী খোদা এ সব দোয়া কবুল করো আর

আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণের ওপরে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান করো। কেননা সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই, আমীন সুম্মা আমীন

(মজমুয়া ইশ্‌তিহারাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪১-৩৪৩)

জলসা সালানায় অনুপস্থিত বন্ধুগণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ

বহু লোক আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত নয় যে, আমরা তাদেরকে কোন পর্যায়ের মানুষ গড়ার প্রত্যাশা করি? যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে খোদাতাআলা আমাকে আবির্ভূত করেছেন উহা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হ'তে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা বারাংবার এখানে অর্থাৎ কাদিয়ানের জলসায় না আসে এবং আসার জন্যে মোটেও যেন বিরক্তি বোধ না করে। যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করে যে, এখানে অবস্থানকালে আমাদের উপর বোঝাচাপে তার ভয় করা উচিত যে, সে শির্‌কে নিপতিত। আমাদের বিশ্বাস তো এই যে, যদি সমগ্র জগৎ আমাদের পরিবার হয়ে যায় তাহলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সুসম্পন্ন করার জন্যে আমাদের খোদাতাআলা আমাদের অভিভাবক। আমাদের উপরে কোন বোঝা নেই। বন্ধুদের দেখলেই আমাদের বড় আনন্দ লাগে। ইহা ধোঁকা। ইহা অন্তর থেকে দূরে নিক্ষেপ করা উচিত। আমি কতককে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমরা এখানে বসে কেন হযরত সাহেবকে কষ্ট দিবো। আমরাতো নিষ্কর্মা। এখানে বসে কেন অন্ন ধ্বংস করাবো। তারা ইহা মনে রাখুন যে, ইহা শয়তানী কুমন্ত্রণা যা কিনা শয়তান তাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে যেন তারা এখানে স্থায়ী ভাবে না থাকে (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৫)।

আমি সত্য সত্য বলছি, এটা এমন এক উপলক্ষ্য যা আল্লাহ্‌তাআলা সৌভাগ্যবানদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কল্যাণমণ্ডিত তারাই যারা এ হ'তে উপকৃত হয়। তোমরা আমার সাথে সম্পৃক্ত হয়েই সন্তুষ্ট হয়ো না যে, যা পাবার ছিল পেয়ে গেছো। এটা সত্য যে, তোমরা ঐসকল অস্বীকারকারীদের চেয়ে সৌভাগ্যের নিকটবর্তী যারা কঠোর বিরোধিত ও অবমাননা করে আল্লাহ্‌তাআলাকে অস্বীকার করেছে। আর এটাও সত্য যে, তোমরা সুধারণাকে কাজে লাগিয়ে খোদাতাআলার শাস্তি থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা তদবীর করেছ। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো এই যে, তোমরা এ ঝরণার নিকটবর্তী হয়েছো যা আল্লাহ্‌তাআলা অনন্ত জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে (তা হ'তে) পানি পান করার এখনও বাকী আছে। সুতরাং খোদাতাআলার আশীষ ও দয়া হ'তে সাহায্য চাও, যেন তিনি তোমাদের পরিতৃপ্ত করেন। কেননা খোদাতাআলার সাহায্য ব্যতিরেকে কিছু হওয়া অসম্ভব। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, এ ধারণা হ'তে যে পান করবে সে ধ্বংস হবে না। কেননা এ পানি জীবনদাতা, ধ্বংস হতে রক্ষাকারী ও শয়তানের আক্রমণ হতে নিরাপত্তা দানকারী। এ ঝরণা হ'তে পরিতৃপ্ত হবার উপায় কী? এটা এই যে, "আল্লাহ্‌তাআলা যে দু'টি দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তা প্রতিষ্ঠিত কর ও পূর্ণভাবে পালন কর। তার মধ্য হ'তে একটি আল্লাহ্‌র হক ও দ্বিতীয়টি বান্দার হক।"

(জলসার বক্তৃতা : ২৭ শে, ডিসেম্বর, ১৯০১)

অনেক ইব্রাহীম তৈরী করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত যেন সে ইব্রাহীম হয়। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি, ওলীর পূজারী হয়ো না বরং নিজে ওলী হও এবং পীরের পূজারী হয়ো না বরং নিজেই পীর হও। তোমরা এ রাস্তায় পরিচালিত হও। যদিও এ পথ সংকীর্ণ তথাপি এ রাস্তায় পরিচালিত হলে প্রশান্তি ও সুখ পাওয়া যায়। তবে এর জন্য হালকা-পাতলা, (অর্থাৎ গুনাহ্ হ'তে মুক্ত) হওয়া আবশ্যকীয়। তবে মাথায় যদি ভারি বোঝা (গুনাহ্) হয় তাহলে এ পথ চলা কঠিন। যদি তোমরা এ পথ অতিক্রম করতে চাও তবে ঐ বোঝাকে, যা পার্থিব জগতের আকর্ষণ এবং দুনিয়াকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দেয়ার বোঝা ছুঁড়ে ফেল। আমার জামাত যদি খোদাকে সন্তুষ্ট করতে চায় তাহলে এটাকে ছুঁড়ে ফেলা উচিত। তোমরা স্মরণ রেখ, যদি তোমরা বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন না কর তবে তোমরা মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হবে। এবং খোদাতাআলার দৃষ্টিতে সত্যবাদী হ'তে পারবে না। এরূপ হ'লে শত্রুর আগে সে-ই ধ্বংস হবে যে বিশ্বস্ততাকে পরিত্যাগ করে অবিশ্বস্ততার পথ অবলম্বন করে। খোদাতাআলাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। আর তিনিও ধোঁকাতে পড়েন না। এ জন্য তোমরা নিষ্ঠা ও এ সততা সৃষ্টি কর।

(জলসার বক্তৃতা : ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯০১)

তোমরা সাহসীকতা ও প্রাণচাঞ্চল্যতায় শিথিল হয়ো না। অনেকে নিজেদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত ক'রে বৃথা কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা খোদাকে ভয় কর। প্রকৃত পরিবর্তন আন এবং তাকওয়াহ্ ও পবিত্রতা সৃষ্টি কর। এ পথে শিথিল হওয়ার অর্থ হলো সিঁদ কেটে শয়তানকে ঈমানের সম্পদ নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া। এ সময় ঐ খোদা, যিনি আদমের নিকট প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং অন্যান্য নবীদের নিকটও প্রকাশিত হয়েছিলেন তিনিই আমার উপর প্রকাশিত হয়েছেন। এ সময় খোদাতাআলা তোমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন যেন তোমরা নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পার। এ পরিপ্রেক্ষিতে যে কথাটি না বুঝতে পার তা তাৎক্ষণিকভাবে জিজ্ঞেস করে নাও। যে ব্যক্তি না বুঝেই বলে যে, বুঝে গেছি, বস্তুত তার হৃদয়ে একটি ফোস্কা পড়ে যা পরবর্তীতে দুষ্ট ক্ষতে পরিবর্তিত হয়। তোমরা এক বছর পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে থাকলেও আমি ক্লান্ত হবো না।

সুতরাং এ সুযোগের কদর কর। আমার কথা শুন, বুঝ ও এর উপর আমল কর। অতপর দীনের সেবক হও। সত্যকে প্রকাশ কর। খোদাকে ভালবাসা ও সৃষ্টির সাথে সহানুভূতি দেখানো দু'টিই ধর্মের কথা। এগুলোর উপর আমল কর।

(জলসার বক্তৃতা : ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯০১)

সংকলনে ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর ৭৪তম সালানা জলসার উদ্দেশ্যে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর বিশেষ বাণী

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমি প্রথমে বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার নিজের কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। এমন সময়ের কথা বলছি যখন বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়নি। বাংলাদেশ তো অবশ্যই ছিল। ঐ যুগ থেকেই বাংলাদেশের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আছে। আমি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি বাংলাদেশের সব এলাকা দেখেছি। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র গিয়েছি-সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু অংশ যেমন রাঙামাটি, চট্টগ্রাম পর্যন্ত। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল যা বার্মার সাথে মিশেছে সেই উপকুল অঞ্চল খুবই মনোরম। এই সকল অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এমন কোন অঞ্চল নেই যা আজও আমার মনে পড়ে না। আল্লাহ্ আপনাদিগকে খুবই সুন্দর দেশ দিয়েছেন। এমন দেশ যা খুবই প্রিয়, খুবই সুন্দর। দেশের মানুষগুলোও খুবই সুন্দর। আমি স্থান দেখতে যেতাম না; যদিও স্থান দেখারও আমার শখ আছে, আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। বাংলাদেশের মানুষ আমাকে মনে রেখেছেন। আমার এখনও স্মরণ আছে, কে কেমন লম্বা, তাদের বাচনভঙ্গী কেমন ইত্যাদি। এছাড়াও তাদের সকল কথাই আমার জানা আছে। আমার স্মৃতিপটে এখনও (এইসব স্মৃতি) অঙ্কিত আছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে খুব দ্রুত আহমদীয়তের বিস্তৃতি হতে পারে। এমনই যেন হয় এটাই আমার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমদের হুমকি সাধারণ ও নিরীহ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তারা তাদের হুমকিতে ভীত হয়ে পড়েন। সুতরাং এই কারণে প্রচার ও বিস্তারে বেশ কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। মানুষের ভয়ে ভীত হবেন না। কাউকে গ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ্‌র ভয়ে, হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এমন কথা বলুন, যা মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করে, রেখাপাত করে। ভাল কথা বলুন। শত্রুকে ভয় করবেন না। মনে রাখবেন শত্রুর প্রোপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারের ফলে মানুষ প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। অতএব আপনাদের জন্যে জরুরী বিষয় এই যে, আপনারা আপামর জনতার কাছেই (দাওয়াত) পৌছাবেন। আমার ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বাংলাদেশের অধিকাংশ আলেমের মন স্বচ্ছ আছে। তাঁরা সত্যিই ধর্মকে ভালবাসেন। তারা পাঞ্জাবী আলেমদের মত কট্টর ও দুষ্ট নন। এর প্রমাণ হলো এই যে, পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন।

যদি হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবের আলেমরা আসলেই কট্টর না হতেন তাহলে সেখানে ইমাম মাহদী (আঃ) আসতেন না। সবচে' খারাপ লোক যেখানে থাকে আল্লাহ্‌তাআলা সে স্থানকেই তাদের সংশোধনের জন্যে সতর্ককারী পাঠাবার স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন। পাঞ্জাব থেকে এত বেশী 'মূর্খ' আলেম সৃষ্টি হয় যে, সাধারণ মানুষ ভুলক্রমে মনে করেন যে, এ সকল আলেম গোটা হিন্দুস্থান থেকেই তৈরী হচ্ছেন। সমগ্র হিন্দুস্থানে বেশ ভারী সংখ্যায় মৌলভী সৃষ্টি হয়েছেন। এর মধ্যে বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী। হাজারা থেকে হোক বা লুধিয়ানা থেকে, এরা আসলে সকলেই পাঞ্জাবের অধিবাসী। এবং এরা রুটি-রুজির ব্যবস্থা করার জন্যই ধর্ম শিখে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে–তোমরা কি আল্লাহ্‌র বান্দার বিরোধিতা করে নিজেদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করবে ? এরা দীনের শিক্ষা কেবল রুটি-রুজির কারণেই করে থাকে। এরা সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে আছে। খোঁজ করলে দেখতে পারবেন যে, এই সকল মৌলভীদের সিংহভাগই পাঞ্জাবী। সবচে' কট্টর ও দুষ্ট মৌলভী পাঞ্জাব থেকেই সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্‌তালা এই পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আমি যেসব কথা বলছি তা কুরআন এবং হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলছি। বাংলাদেশের আলেমগণ কখনো দুষ্টুমিতে পাঞ্জাবী আলেমদের সাথে পারবেন না। কোনক্রমে পাঞ্জাবীদের সাথে দুষ্টুমিতে পাল্লা দেয়ার প্রশ্নও উঠে না। প্রয়োজনে যতটা ইচ্ছা প্রতিযোগিতা করে দেখতে পারেন। আমি যখন বাংলাদেশে যেতাম এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতাম তখন আমার সাথে (প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর) মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ও অন্য যারা থাকতেন তাদেরকে বলতাম যে, আপনারা দেখে শুনে সবচেয়ে কট্টর আলেমকে আমার সাথে দেখা করার জন্য, কথা বলার জন্য নিয়ে আসুন। তারা এই ভেবে ভয় পেতো যে, মৌলভী না আবার আমার সঙ্গে বেয়াদবী করে বসে। আমি বলতাম, ভয় কর না বরং সবচে' দুষ্টজনকে ডেকে আন। ডাকার পর যখন আমি তার সাথে কথা বলতাম, তখন সেই দুষ্ট মৌলভী আমার বন্ধু হয়ে ফেরত যেতেন। যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্তি-সঙ্গত কথা বলা হয় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উগ প্রকৃতির মৌলভীও নমনীয়-কমনীয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, যাদের ভাগ্যে সংশোধন নেই এমন লোক সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। যারা কথার মাঝে শোরগাল করে উঠে যায়, এদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিন। যারা শোরগোল করে উঠে যায় তাদেরকে পরিহার করুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, অধিকাংশ আলেমের নিকটে যাওয়া আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের সাথে যুক্তি-প্রমাণ ও ভালবাসার সাথে কথা বলুন। বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। দেখবেন কত বিপুল সংখ্যক আলেম আমাদের সমর্থনে এসে যান। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

জনসাধারণের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের নিকট গিয়েও বলুন যা উলামাকে বলেছেন। ফলশ্রুতিতে এমন অনেক শ্রেণী আপনাদের সমর্থনে এসে যাবেন। আর তখন আহমদীরা নির্ভয়ে আহমদীয়তের কথা প্রচার করার সুযোগ পাবেন।

অতএব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব তারা যেন আহমদী ভাইদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যেভাবে যুদ্ধের সময় উপর থেকে ভারী বোমা ফেলে যুদ্ধাঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে দেয়া হয় আর তখন সাধারণ পদাতিক সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, এখন এগোও। যে এলাকায় গোলাগুলি চলতে থাকে ঐ এলাকায় সাধারণ লোক গেলে তারা গুলির সম্মুখীন হয়ে মারা পড়ে। অতএব যুদ্ধে জয়ী হতে হলে প্রথমে ঐ এলাকার পরিস্থিতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, তারপর সাধারণ সৈনিকদেরকে নির্দেশ দিতে হয়, "যাও, এবার অঞ্চল দখল করে নাও"। আমাদের অঞ্চল তো মানুষের হৃদয়। আমাদের অঞ্চল কোন ভৌগলিক

সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। অতএব হৃদয় জয় ও দখল করার পূর্বে আধ্যাত্মিক বোমা বর্ষণ অত্যাবশ্যক। প্রথমে আলেমগণের হৃদয় জয় করুন, জন প্রতিনিধিদের মন জয় করুন, তারপর জনসাধারণের মন জয় করুন।

এটিই আমার বাণী ও কথা, যা কিনা আমি বিভিন্ন মাধ্যমে আপনাদেরকে প্রথম থেকেই বলে আসছি। আপনারা সবাই ঠিকমত জানতেন পেরেছেন কিনা তা আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু আজ আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। এইরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রচারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। এমন হলে বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে যেখানে খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মৌলভীরা ইসলামের নামে সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তারা মানুষকে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা দেয় না। তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা রাখে না। মানুষরা অনাহারে মরলেও এদের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন মাথা ব্যথা। ইসলামী রাষ্ট্র তো এমন হবে যেখানে মানুষের দারিদ্রকে দূর করা হবে। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক খোরাকেরই চিন্তা করা হবে না বরং দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক খোরাকেরও ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালবাসা ও সমবেদনা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে, তাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আজ আপনাদের সকল প্রকার অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আহমদীয়ত। দেশের দারিদ্র, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অশান্তি, যুলুম-অত্যাচার এই সব কিছুর হাত থেকে একমাত্র আহমদীয়তই আপনাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারে-উদ্ধার করতে পারে।

আপনারাতো মৌলবাদকে প্রথম থেকেই লালন করে রেখেছেন। প্রথম থেকেই মৌলভীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। আহমদী হন বা গয়ের আহমদী হন সকলেই মৌলভীদের পিছনে চলছেন। মৌলভীরা কোথায় কি এমন পরিবর্তন সাধন করেছেন ? কোথায় তারা ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছেন ? কোথায় পুণ্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন ? সারা বাংলাদেশতো আগের মতই দিশেহারা অথচ মৌলভীদের রাজত্ব সেখানে। এই রাজ্য থেকে আপনারা কী পেতে পারেন ? যে রাজ্য বিগত পঞ্চাশ বছরে আপনাদেরকে কিছুই দিতে পারেনি আগামীতেই বা তারা কী দেবে ? কিন্তু যে গ্রাম আহমদীয়ত গ্রহণ করছে সেই গ্রামকে দেখুন কত ভাল পরিবেশ সেখানে! তারা পরস্পর কত সুন্দর হৃদ্যতার পরিবেশে বাস করছেন !

আপনাদের জন্য আমার এই বাণী-এই পয়গাম। এখন অন্য প্রোগ্রামে যেতে হচ্ছে, আমি আশা করি আপনারা আমার এই বার্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন। খুব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করে নিন যা আমি বলেছি। যে ব্যবস্থা-পত্র আমি দিয়েছি ইহাই সঠিক ব্যবস্থা-পত্র। এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা-পত্র আপনারা কোথাও খুঁজে পাবেন না।

আমি বাংলাদেশের মন জয় করতে চাই। যতশীঘ্র সম্ভব এই মহা বিপ্লব সাধন করতে হবে। পাকিস্তানের মৌলভীরা বারবার বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করছে যেন এদেশও পাকিস্তানের মত হয়। এমনিতেই আপনারা অনেক কষ্টে আছেন। আপনারা পাকিস্তানীদের মতই যদি হতে চান তাহলে কেন আপনারা এথেকে পৃথক হয়েছিলেন ? পাকিস্তানের কথা ছেড়ে দিন। পাকিস্তানে যে নোংরা-আবর্জনা ছেয়ে আছে তা আপনারা কিছুতেই গ্রহণ করবেন না।

আহমদীয়ত এখন আপনাদের ওখানে তেমন বিস্তার লাভ করেনি। আর যেখানে বিস্তার লাভ করেছে সেখানে একটি সুন্দর দৃষ্টান্তও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। একটি পৃথক (নযরকাড়া) মনোরম দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বীপ প্রেম ও ভালবাসায় সিক্ত ও সিঞ্চিত। আপনারা সমগ্র দেশকে এরূপ একটি আহমদী দ্বীপে পরিণত করুন। আপনারা এখানে বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা বসে আছেন, পত্রিকার প্রতিনিধিরাও। বড় বড় মিডিয়ার প্রতিনিধিরাও আছেন। বড় সম্মানীত জ্ঞানীরা বসে আছেন। আমি জানি তাদের হৃদয় সাক্ষ্য দেবে যে, আমি সত্য বলছি। অতএব আমার আবেদন এই যে, আমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমার কথার সমর্থন করুন। আমার এই বাণীটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ আপনাদে সাথী হউন। (এরপর হুযুর (আইঃ) বাংলায় বলেন-অনুবাদক) আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।

(১৫ই ফেব্রুয়ারী '৯৮ এম, টি, এ,-এর মাধ্যমে প্রচারিত বাণীর বঙ্গানুবাদ)

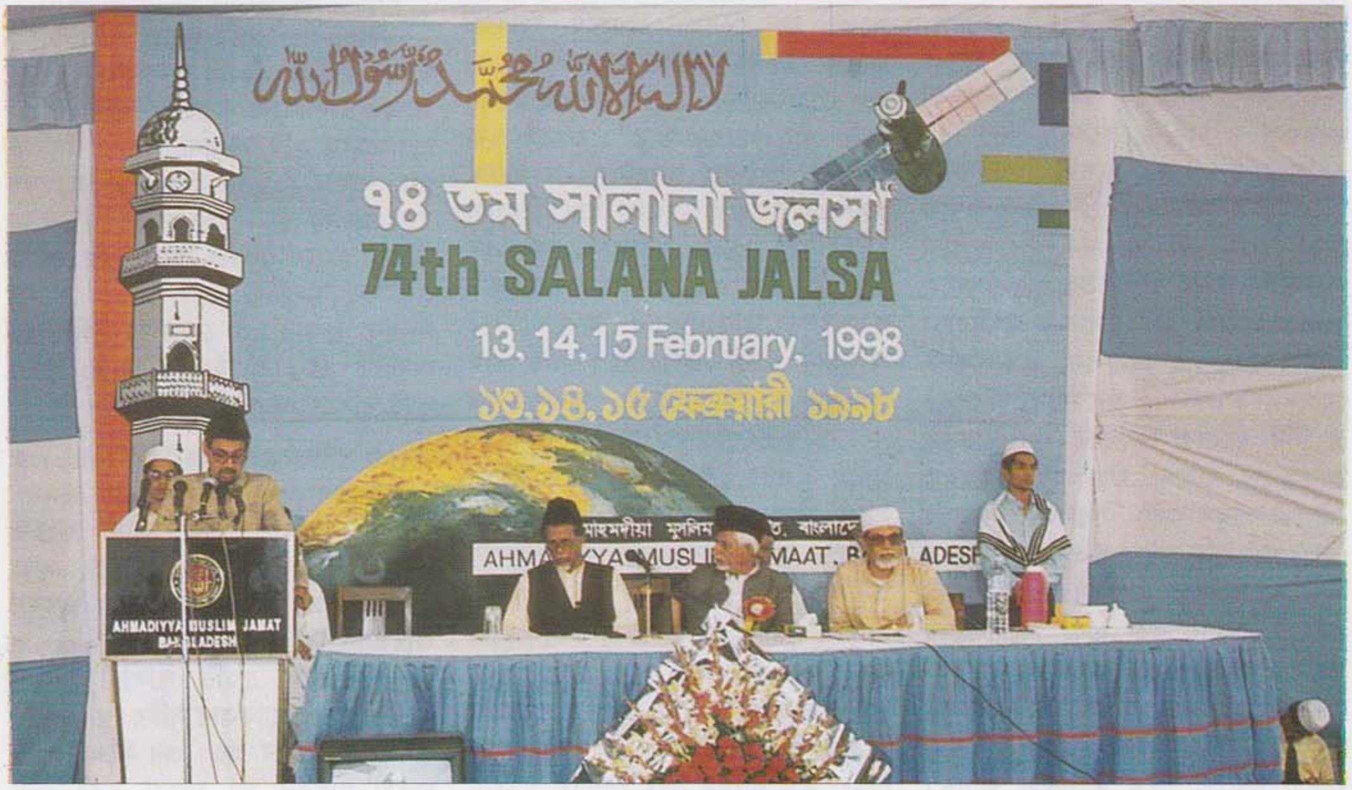
৭৪ তম সালানা জলসা
74th SALANA JALSA
13, 14, 15 February, 1998
১৩,১৪,১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮
AHMADIYYA MUSLIM JAMAT BANGLADESH

ইতিহাসের নিরিখে
আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সালানা জলসা

জাতীয় জীবনে সালানা জলসার স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আহমদী জামাতের সালানা জলসা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। এছাড়া দেশীয় পর্যায়েও সালানা জলসা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছোট বড় সব সালানা জলসাতে জামাতের সকলে উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে যোগদান করে। এজন্য জামাতের সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হ'ল।

প্রথম সালানা জলসা ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রথম সালানা জলসা ১৮৯১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। জামাতের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ। জামাত প্রতিষ্ঠার প্রায় দু'বছর পর প্রথম সালানা জলসা হয়। ১৮৯১ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) 'আসমানী ফয়সালা' শীর্ষক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে যে সকল আলেম তাঁকে কাফির ফতওয়া দেন, তাদের তিনি দাওয়াত দেন এবং বলেন, 'কুরআন মজীদে মু'মিনের যে সব নিদর্শন আছে, তার সাথে আমাকে তুলনা করুন', তুলনার ফলাফলকে নিরপেক্ষ রূপ দেয়ার জন্য তিনি লাহোরে একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। আর এই আঞ্জুমানের সদস্যদের নির্বাচন বিরোধীদের মত অনুসারে করার কথাও চিন্তা করেন। এই আঞ্জুমান গঠন সম্পর্কে পরামর্শের জন্য জামাতের সদস্যগণকে ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কাদিয়ানে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ জলসাতে যোগদানের জন্য ৭৫ জন সদস্য আসেন। এ দিন যুহরের নামাযের পর বায়তুল আকসাতে জলসা শুরু হয়। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রাঃ) আসমানী ফয়সালা প্রবন্ধ পাঠ করে উপস্থিত সকলকে শোনান। এই দিনেই প্রবন্ধটি প্রকাশ করা এবং বিরোধীদের মতামত গ্রহণ করে আঞ্জুমানের সদস্য নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। উপস্থিত সকলে হুযূরের সাথে মুসাফাহা করেন। এই ছিল জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এরপর থেকে এই জলসা সালানা জলসার রূপ গ্রহণ করে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ে অনুষ্ঠিত জলসাসমূহ

আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় জলসা ১৮৯২ সালের ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় খোদার ফযলে ৫০০ জন মেহমান অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৩২৭ জন কাদিয়ানের বাইরে থেকে আসেন। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০০ পর্যন্ত কাদিয়ানের বায়তুল আকসাতে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৬ সালে লাহোরে সর্বধর্ম সম্মেলন (ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী প্রবন্ধ পাঠ করা হয়) হয়, ইহা ডিসেম্বর মাসে হয়। সেজন্য কাদিয়ানের সালানা জলসা মুলতবী করা হয়। ১৯০০ তেও কাদিয়ানের মসজিদে আকসাতে ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর জলসা হয়। মসীহ মাওউদ (আঃ) অসুস্থতার কারণে কেবল মাত্র একবার বক্তব্য রাখেন। এ সময় ১৫০০ জন মেহমান জলসায় যোগদান করেন। ১৯০১ সালেও অনেক মেহমান জলসাতে আসেন। হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান সাহেব তাঁর ডায়রীতে ২রা ডিসেম্বর লেখেনঃ অত্যধিক মেহমানের আগমনে জুমুআর নামাযের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। ১৯০৬ সনের জলসার এই বিশেষত্ব ছিল যে, এ বছর বেহেশ্তি মকবেরার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আঞ্জুমান তৈরী করা হয়। যার নাম "আঞ্জুমানে আহমদীয়া কারপরদাজ মসালেহ বেহেশ্তি মকবারা" রাখা হয়। মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ে ১৯০৭ সালে সালানা জলসা ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর কাদিয়ানের বায়তুল আকসায় অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের শেষ জলসা ছিল। ২৬ ডিসেম্বর যখন হুযূর (আঃ) ভ্রমণে বার হন, তখন অনেক মেহমান তাঁর সাথে যান। ভ্রমণের এক পর্যায়ে হুযূর (আঃ) এক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ২ ঘন্টা তাঁর খোদ্দামদের সাথে মুসাফাহা করেন। ২৭ ও ২৮ তারিখ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জামাতের সকলকে নফস পরিশুদ্ধ করার দিকে মনোযোগী হওয়ার জন্য বলেন। ২৮ ডিসেম্বর তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'জীবনের কোন বিশ্বাস নেই। যে সকল লোক এ সময়ে এখানে উপস্থিত আছেন। কেউ জানে না আগামী সাল পর্যন্ত কারা জীবিত থাকবে এবং কারা মারা যাবে'।

এ জলসায় মেহমান অত্যধিক ছিল। জুমুআর দিন বায়তুল আকসা ছাড়া আশেপাশের দোকান, বাড়ী ও ডাকঘরের ছাদের উপর লোকেরা নামায আদায় করে। সালানা জলসা শুরুর পর থেকে হুযূর (সঃ)-এর জীবিত অবস্থায় ১৭ বার জলসার সময় আসে। এর মধ্যে ১৮৯৩, ১৮৯৬ ও ১৯০২ এই তিন বার জলসা মুলতবী হয়ে যায়। ১৪টি জলসায় হুযূর (আঃ) উপস্থিত থেকে জলসাকে বরকতমন্ডিত করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ)-এর সময়ে জলসা সালানা

হযরত হাকীম মৌলভী আলহাজ্জ নূরুদ্দীন সাহেব খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ)-এর সময়ে ৬টি সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ (১৯০৮ থেকে ১৯১৪) সব বছর জলসা হয়। ১৯০৯ সালের জলসা বিভিন্ন কারণে ১৯১০ সালের ২৫ থেকে ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালের সালানা জলসা ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ হিসাবে ১৯১০ সালে দু'টি সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত খলীফাতুন মসীহ সানী (রাঃ)-এর পবিত্র খিলাফতের সময়ে সালানা জলসা

১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের (রাঃ) মৃত্যু হয়। হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) খলীফা হন। তাঁর খেলাফতকালে ৫২টি সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ৩৩টি জলসা কাদিয়ানে হয়। এর মধ্যে ৩২টি জলসা বায়তুন্ নূর সংলগ্ন মাঠে এবং

১৯৪১ সালের সালানা জলসা কাদিয়ানের বায়তুল আকসাতে হয়। পাকিস্তানের পূর্বে ভারতে অবস্থানকালে কাদিয়ানের শেষ জলসা ১৯৪৬ সালে কাদিয়ানের বায়তুন্ নূরে হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সময়কালে ১৯টি জলসা হয়। এর মধ্যে ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ এর জলসা মার্চ মাসে লাহোরে হয়।

এ সব জলসা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

১৯১৪ সনে মহিলারা প্রথমে জলসাতে যোগদান করে। ১৯১৭ সনের মহিলাদের প্রথম জলসা হয় যাতে পৃথকভাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২২ সালে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠা হয়। এ বছর লাজনার দায়িত্বে প্রথম মহিলাদের জলসা যা হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবের বাড়ীতে হয়। ১৯৩৬ সালে প্রথমবার জলসা সালানায় লাউড স্পীকার ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৯ সালের জলসা খিলাফতের জুবিলী জলসা, হিসাবে পালিত হয়। ২৪শে ডিসেম্বর সকাল থেকে খেলাফতের জুবিলী কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন এলাকা ও দেশের জামাত থেকে আহমদীরা মসীহ্ মাওউদের (আঃ) কবিতা ও আহমদীয়তের গান গাইতে গাইতে পতাকা হাতে জলসায় পৌঁছায়। সকল পতাকা, যার সংখ্যা ১৫০ হবে। জলসার গ্যালারীতে খাড়া করে রাখা হয়। হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরউল্লাহ্ খান দু'লাখ সত্তর হাজার টাকার চেক হুযূরের খেদমতে পেশ করেন। হুযূর এ চেক গ্রহণ করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এ টাকা জামাতের কাজে ব্যবহার করা হবে। এরপর হুযূর (রাঃ) দোয়া করান এবং নারায়ে তকবীর ধ্বনি দেন। এ সময় প্রথম বার তিনি আহমদীয়তের পতাকা ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন। লাজনাদের জলসাগাহ্‌তে গিয়ে লাজনার পতাকাও উত্তোলন করেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ জলসা

১৯৪৪ সালের জলসা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ বছর আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে হুযূর (রাঃ)-কে জানানো হয় যে, তিনিই মুসলেহ মাওউদ। এ জলসাতে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তাতে হলফ করে স্বীকার করেন যে, তিনিই মুসলেহ মাওউদ। মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত পুত্রের যে ৫২টি নিদর্শনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার সকল নিদর্শন তাঁর মধ্যে পূর্ণ হয়েছে।

রাবওয়ার সালানা জলসাঃ

১৯৪৯ সালের সালানা জলসা ১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এটি রাবওয়ার প্রথম জলসা। এই জলসার কয়েকদিন আগে রাবওয়াতে রেলওয়ে ষ্টেশন মঞ্জুর করা হয়। এতে মেহমানদের যাতায়াতের সুবিধা বাড়ে। মেহমানদের থাকার জন্য ষ্টেশনের কাছে ব্যারাক তৈরী করা হয়। জায়গা কম হওয়াতে অনেক মেহমান তাঁবুতে থাকেন। একটি পাহাড়ের পাশে লঙ্গরখানা স্থাপন করা হয়। যাতে ৪৫টি তন্দুর বসান হয়। ১৯৬৪ সালের জলসা মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর শেষ জলসা। হুযূর (রাঃ) এতে অসুস্থতার জন্য যোগদান করতে পারেন নি। জলসাতে তাঁর প্রারম্ভিক ও শেষ বাণী পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করেন হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস (রাঃ)।

এ বছর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ডেনমার্কে মসজিদ তৈরীর জন্য দু'লাখ টাকা নগদ ও ১ লাখ টাকার ওয়াদা তাৎক্ষণিকভাবে হুযূরের নিকট পেশ করা হয়। পরবর্তী সালানা জলসার পূর্বে ১৯৬৫ সালের ৭ ও ৮ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে খোদার এই প্রিয় বান্দা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাঁর খেলাফতকাল আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ)-এর সময়ে জলসা

১৯৬৫ সালের ৮ই নভেম্বর কুদরতে সানীয়ার তৃতীয় নিদর্শন হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহেঃ) খেলাফতের মহান আসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর খেলাফতকাল নভেম্বর ১৯৬৫ থেকে জুন ১৯৮২ পর্যন্ত প্রায় সতের বছর ব্যাপ্ত ছিল। তাঁর নেতৃত্বে ১৬টি সালানা জলসা হয়। পবিত্র রমযান মাসের জন্য ১৯৬৬ সালের সালানা জলসার তারিখ পরিবর্তন করে ১৯৬৭ সালের ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারী করা হয়। এরূপে ১৯৬৭ সালের সালানা জলসার তারিখ পরিবর্তন করে ১৯৬৮ সালের ১১ থেকে ১৩ই জানুয়ারী অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে ২টি জলসা হয়। ১৯৭১ সালের সালানা জলসা যুদ্ধের জন্য মুলতবী করা হয়। পনর হিজরী শতাব্দীর প্রথম সালানা জলসা ১৯৮০ সালের ২৬ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর হয়। ১৯৮১ সালের জলসা হযরত খলীফা মসীহ্ সালেস (রাঃ)-এর খেলাফতকালের শেষ জলসা। এ সময়ের সকল জলসা বায়তুল আকসা, রাবওয়াতে হয়।

হযরত খলীফা মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর সময়ের জলসা

১৯৮২ সাল থেকে হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) খেলাফত কাল শুরু হয়। তাঁর সময়ে রাবওয়াতে কেবল ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে ২টি জলসা হয়। বিভিন্ন আইনগত কারণে রাবওয়ার জলসা মুলতবী রয়েছে। ১৯৮৩ সালে জলসায় মেহেমানদের উপস্থিতি ছিল ২ লাখ ৭৫ হাজারের বেশী। এ কার্যক্রম যা ৭৫ জন মেহমানের উপস্থিতিতে শুরু হয়, তা ১৯৮৩ সালে পৌণে দু'লাখে পৌছায়। এ আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ রহমত।

বৃটেনের সালানা জলসা

বৃটেনের সালানা জলসা শুরু হয় ১৯৬৪ সালের ২৯ ও ৩০ শে আগষ্ট। ১৯৮৪ সালে আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ নিরাপত্তায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই:) লন্ডনে আসেন। এ সময় থেকে বৃটেনের সালানা জলসা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। ১৯৮৪ সালের সালানা জলসা স্বাভাবিক কর্মসূচী অনুসারে ২৫ ও ২৬শে আগষ্ট হয়। এ কর্মসূচী পূর্বে নির্ধারণ করা ছিল। ১৯৮৫ সালের সালানা জলসা ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, সারে- লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮টির বেশী দেশের প্রতিনিধিরা এতে যোগদান করে। এই জলসা থেকেই লন্ডনের জলসা আন্তর্জাতিক রূপলাভ করে। এ সময় থেকে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি বক্তব্য হুযূর আকদস (আই:) দেন। ১৯৮৭ সালের সালানা জলসার বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রথম বারের মত বিভিন্ন দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৯৮৮ সালে ১১৭

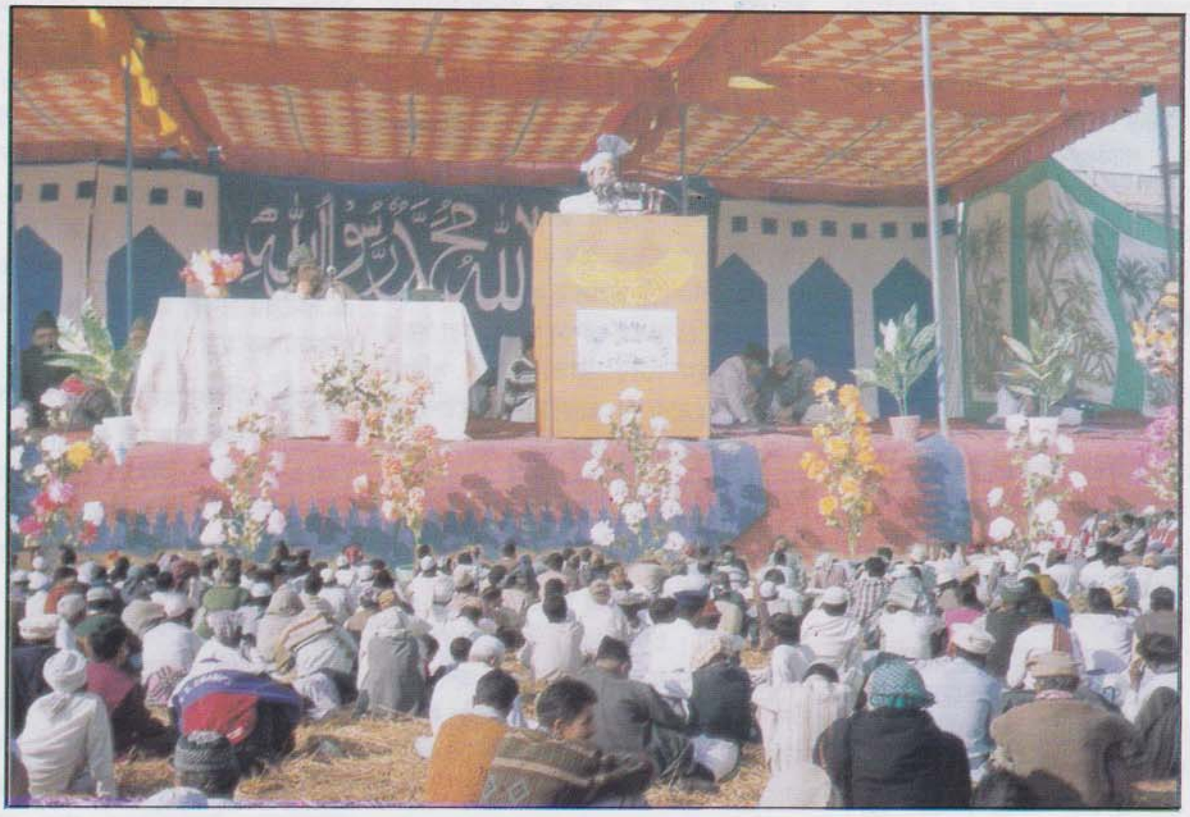

দারুল আমান কাদিয়ানের ১০৭তম সালানা জলসার ছবি

দেশের পতাকা তোলা হয়। এসব দেশে আহমদীয়া জামাত আছে। ১৯৮৯ সালের সালানা জলসার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এটি আহমদী জামাতের শতবর্ষ পূর্তি জলসা। এ জলসায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী মুহম্মদ হুসায়েন সাহেব (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন; হুযুর (আইঃ) যাঁকে বিশেষভাবে যোগাদনের আমন্ত্রণ জানান। বৃটেনের সালানা জলসার একটা বিশেষ দিক হ'ল আন্তর্জাতিক বয়াত। হযরত আকদস (আইঃ) ১৯৯৩ সালের সালানা জলসা থেকে এম, টি এর মাধ্যমে এই বয়াতে কার্যক্রম শুরু করেন। পৃথিবীর সকল দেশের কোটি কোটি আহমদী এতে শামিল হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বয়াতের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করার পর হুযূর আকদস (আইঃ)-এর নেতৃত্বে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত বিশ্বের আহমদীগণ শুকরানা সিজদাহ আদায় করেন। ১৯৯৩ সালে নতুন বয়াতের সংখ্যা ছিল ২,০৪,৩০২ জন। বর্তমান বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে নতুন বয়াতের সংখ্যা ৮,১০,০৬,৭৭১ জন। ২০০১ সালের সালানা জলসার বিশেষত্ব ছিল বৃটেনের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক জলসা হয় জার্মানীর মেনহেইম শহরের মে মার্কেটে। এটি ছিল জার্মানী জামাতের ২৬তম জলসা।

কাদিয়ানের সালানা জলসা

ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৪৭ সাল থেকে কাদিয়ানের জলসা যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যদিও এ সময় অনেক অসুবিধা ছিল। কিন্তু কাদিয়ানের দরবেশগণ এই মোবারক জলসাকে জারি রেখেছেন। ১৯৪৭ সালে কাদিয়ানের জলসায় ২৫৩ জন দরবেশ ও ৬২ জন গয়ের মুসলিম উপস্থিত ছিলেন। এরপর থেকে কয়েক বছর ছাড়া এ জলসা হচ্ছে। ১৯৯১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কাদিয়ানের জলসায় যোগদান করেন। ইতিহাসের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৪৬ সালের পর কোন খলীফার কাদিয়ানে উপস্থিতিতে এটিই প্রথম জলসা।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সালানা জলসা

এখন তো আল্লাহ্‌তালার ফযলে প্রতি দেশে সালানা জলসা হচ্ছে। আল্লাহ্‌তাআলা এ সব বরকতপূর্ণ জলসা জারী রাখুন। পৃথিবীর সকল লোক এসব জলসা থেকে বরকত লাভ করুন।

কয়েকটি দেশের সালানা জলসা শুরুর বছর দেয়া হ'লঃ

বাংলাদেশ-১৯২৩, ঘানা-১৯২৩,
ইন্দোনেশিয়া-১৯২৭, আমেরিক-১৯৪৮,
সিয়েরালিওন-১৯৪৯ জার্মানী-১৯৭৬
কেনেডা-১৯৭৭।

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সালানা জলসা শুরু হয়েছে। সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সাধারণ লোক এ সম্পর্কে অবগত নয়। কিন্তু ভবিষ্যত প্রজন্ম অচিরেই জানবে, এসব জলসা বিরাট পরিবর্তনের কারণ হবে। পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

[জার্মানী থেকে প্রকাশিত মাসিক আখবারে আহমদীয়া পত্রিকা থেকে সংকলিত]

অনুবাদঃ **কওসার আলী মোল্লা**

বাংলাদেশে আহমদীয়া জামাতের সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

- আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মসীহ্ মাওউদের (আঃ) উপর যখন আল্লাহ্র তরফ থেকে এই বাণী অবতীর্ণ হল, "ওয়াচ্ছে মাকানাকা ইয়াতুনামিন কুল্লে ফাজ্জিন আমিক" (তাযকেরা) অর্থাৎ তোমার গৃহকে প্রশস্ত কর, তোমার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসবে। তখনই তিনি কাদিয়ানে বাৎসরিক জলসার আয়োজন করলেন। ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর মসজিদে আকসায় প্রথম এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৭৫ জন লোক অংশ গ্রহণ করেন। মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, "এই জলসাকে সাধারণ জাগতিক জলসা মনে করবে না। ... এই সিলসিলার ভিত্তি প্রস্তর খোদাতাআলা নিজ হস্তে স্থাপন করেছেন এবং এর জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করেছেন, যারা নিকটবর্তী সময়ে এসে মিলিত হবে (ইশ্‌তেহার, ডিসেম্বর ১৮৯২)। মসীহ্ মাওউদের (আঃ) গৃহকে সম্প্রসারিত করা অর্থ তাঁর ইট পাথরের গৃহকে সম্প্রসারণ বুঝায় না। এর দ্বারা বুঝায় তাঁর জামাত বা আধ্যাত্মিক গৃহের সম্প্রসারণ। পৃথিবীর নানা দেশ এবং জাতির লোক তাঁর কেন্দ্রে আগমন করবে। এই ঐশী বাণীর মধ্যেই জলসার ইঙ্গিত নিহিত আছে। মাত্র ৭৫ জন লোক নিয়ে যে জলসা শুরু হয়েছিল সেই জলসা লক্ষ লক্ষ লোকের জলসায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে এই জলসা শুধু কাদিয়ানে সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং ছড়িয়ে যায় পৃথিবীর সর্বত্র। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে। কাদিয়ানের জলসা সম্প্রসারিত হয়। ঐশীবাণী **'ওয়াচ্ছে মাকানাকা'** অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করে।

আমি এই জলসা কাদিয়ান রাবওয়াহ্, ইউরোপ, আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। দেখেছি নানা দেশের নানা ভাষাভাষী লোক এতে যোগদান ক'রে তৃপ্তি লাভ ক'রছে। আমি রাবওয়ার যে শেষ জলসায় যোগ দিয়েছিলাম তাতে আড়াই লক্ষ লোক উপস্থিত ছিলেন। ২০০১ সালের জার্মানীর জলসায় পঞ্চাশ হাজার লোক অংশ গ্রহণ করেন। এম,টি,এর মাধ্যমে যখন এইসব জলসার কার্যাবলী প্রচারিত হয় তখন সারা পৃথিবীই জলসা গাহে রূপান্তরিত হয়। **ওয়াচ্ছে মাকানাকার** এর চেয়ে উজ্জল চিত্র আর কী হতে পারে ? কাদিয়ানের জলসা যখন এম, টি, এর মাধ্যমে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে প্রচারিত হয়, লন্ডনে বসে খলীফায়ে ওয়াক্ত যখন কাদিয়ানের জলসায় সেটেলাইটের মাধ্যমে ভাষণ দেন তখন সারা জগৎটাই যেন কাদিয়ানে পরিণত হয়। অভূতপূর্ব এ দৃশ্য! অপূর্ব এ অনুভূতি!

বাংলাদেশে প্রথম আহমদীয়ত আসে ১৯০৪ সালে। বাংলাদেশে ইসলাম এসেছিল সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে। আরব বণিকেরা এই ইসলাম নিয়ে আসে। আহমদীয়তের প্রথম বীজও রোপিত হয় চট্টগ্রামের আনোয়ারা এলাকায়। এ হিসাবে চট্টগ্রাম সত্যের প্রবেশ দ্বার। ১৯১৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সর্ব প্রথম আহমদী জামাত গঠিত হয়। ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালে। এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া'। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হয় এর কেন্দ্র। ইমারত গঠিত হওয়ার পরই ১৯১৭ সালে সর্বপ্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। এই জলসায় কাদিয়ান থেকে আলেমরা আগমন করেন। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আহমদীরা এতে যোগদান করেন। জলসায় মিলনের সেকি আনন্দ! দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত উপেক্ষিত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত সত্য পথের পথিকরা জলসায় পরস্পর মিলিত হয়ে স্বর্গসুখের উল্লাসে আত্মহারা হয়ে যান। এই জলসা যেন আরোগ্যদায়িনী, মৃতসঞ্জীবনী। আহমদী জামাতের এই সব জলসায় সাধারণতঃ ওফাতে ঈসা, খতমে নবুওয়ত এবং সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হ'ত। আহমদী আলেমরা এই সব বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য পূর্ণ ভাষণ প্রদান করে দর্শকদেরকে তৃপ্ত করতেন। তাঁদের যুক্তিতে মুক্তির সন্ধান পেত মানুষ।

রাবওয়াতে বর্তমানে জলসা বন্ধ। পাকিস্তানের অভিশপ্ত মোল্লাদের প্রভাবে সরকার এই জলসা হ'তে দিচ্ছে না। রাবওয়ার সর্বশেষ জলসায় পৌণে তিন লক্ষ লোক সমাগম হয়েছিল। বর্তমানে এই জলসা ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর সর্বত্র। আমি ইংল্যান্ডের জলসা দেখেছি। হাজার হাজার লোকের সমাবেশ! ইউরোপে এ ধরনের সমাবেশ আর কোন ধর্ম সম্প্রদায় করতে পারে না। ঐ দেশের লোক আশ্চর্য হয়ে এই সমাবেশ দেখে। নানা জাতি গোষ্ঠীর লোক এতে যোগদান করে। এ যেন একটি 'মহাজাতি সংঘ'।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম সালানা জলসার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের হাতে নেই। এর কারণ তখন জামাতের কোন মুখপত্র ছিল না। জামাতের মুখপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এর নাম ছিল 'ত্রৈমাসিক আল্ বুশরা'। ১৯২৫ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় আহমদী। এর পূর্ব নাম ছিল আহমদীয়া বুলেটিন। এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হ'ত। বঙ্গীয়

প্রাদেশিক আঞ্জুমানে পঞ্চম জলসায় ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম জামাতের সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয় এবং চাঁদার হার নির্ধারণ করা হয়। ১৯২২ সালে ৬ষ্ঠ বার্ষিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় ২৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে। এই জলসায় মাত্র ৬০জন উপস্থিত ছিলেন। এই সংখ্যা পূর্ববর্তী বৎসরের জলসার হাজিরি থেকে অনেক কম। ১০ ও ১১ অক্টোবর ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় ৮ম বার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের শেষ দিনে মহিলাদের অধিবেশন হয়। এতে যেসব মহিলা যোগদান করেন তারা হলেন, সৈয়দন্নেসা, খাতমন্নেসা, আলতাফনেসা, মাজেদা খাতুন, সৈয়দা সানী আখতার, সৈয়দা হুমন আখতার (এরা প্রবন্ধ পাঠ করেন) আইউব নেসা, সৈয়দা হাসিন আখতার, সৈয়দুন্নেসা কবিতা পাঠ করেন। করিমুন্নেসা, আমেনা খাতুন, আশরাফুন্নেসা, তাজনবিবি, জোবেদা খাতুন, আঞ্জুমন্নেসা, কটবানু, হুসেন বিবি কুরআন তিলাওয়াত করেন।

১৯৩৬ সালের ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর অন্নদা হাই স্কুলে ২০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অধিবেশন ছিল মহিলাদের। এই সভায় সভাপতি ছিলেন মিসেস আহসানউল্লাহ চৌধুরী। এই জলসায় ৩০০ আহমদী যোগদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐ সময় মোখালিফাত আজকালকার মত এত নিম্ন পর্যায়ে নামে নি। তখন আহমদীরা প্রকাশ্যে পাবলিক স্কুলে সভা করতে পারত। মোখালিফাত নিম্নস্তরে উপনীত হয় পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে। বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় জলসা করা মোল্লাদের বাধার জন্য সম্ভব হচ্ছে না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোল্লাদের এতই প্রভাব যে, সরকারের পক্ষেও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

মৌলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ)-এর বাড়ীতে মৌলবী পাড়ায় মসজিদ স্থাপিত হয় ৯ই অক্টোবর, ১৯৩৮ সালে। এই মসজিদের নামকরণ করা হয় 'মসজিদুল মাহদী'। এই মসজিদের প্রাঙ্গণে ২২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় ৬ থেকে ৮ অক্টোবর ১৯৩৮ সালে। এই জলসায় সর্বপ্রথম জামাতের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ঢাক দারুত তবলীগ অর্থাৎ চার নম্বর বকশি বাজার রোডের বাড়ীটি খরিদ করা হয় ১৯৪৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে। এরপর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে সালানা জলসা স্থানান্তরিত করা হয় ১৯৫০ সালে ঢাকায়। অপর দিকে স্থানীয় জলসা ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। প্রাদেশিক এবং ন্যাশনাল সালানা জলসার ৩৩তম অধিবেশন থেকে ৭৭তম বার্ষিক অধিবেশন এই ঢাকাতেই অনুষ্ঠিত হয়। ১ম থেকে ৩২তম জলসা অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টার (তৎকালীন) ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। বর্তমানে ঢাকায় ন্যাশনাল সালানা জলসার আয়োজন করা হয়। কারণ ঢাকা হ'ল বাংলাদেশের রাজধানী, জামাতেরও প্রধান কেন্দ্র। ১৯৬৩ সালে ঢাকায় ৪৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেও ৩রা নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখে লোকনাথ ট্যাকের পাড়ে স্থানীয় ৪৭তম জলসার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যার পর জলসা শুরু হয় কুরআন তিলাওয়াতের পর। প্রথম বক্তা ছিলাম আমি। ইমাম মাহদীর (আঃ) সাদাকাত বিষয়ে আমি বক্তব্য রাখছিলাম। এমন সময় মোল্লারা গুন্ডাদেরকে নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়। এতে দু'জন শহীদ এবং বহু লোক আহত হয়। শহীদদের নাম উসমান গনী ও আব্দুর রহীম। পল্লীকবি সলিমউল্লাহ সাহেবের রচিত কবিতার কয়েকটি পংক্তি হ'ল এই,-

বিংশ শতকের তেষট্টি আজি তেসরা নভেম্বর
সাতচল্লিশা সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পর
সন্ধ্যার পরে বক্তৃতা করে আহমদ তৌফিক
ইমাম মাহদী আসিয়াছে ভবে দলীল-প্রমাণে ঠিক।

আমি সহ তেইশজনকে আসামি করে বিরুদ্ধবাদীরা মোকদ্দমা দায়ের করে। পি, এস, কেস নং ৫(১১)৬৩ জি, আর কেস নং৭৯১/৬৩ আমাদের বিরুদ্ধে নন বেইলেবল ওয়ারেন্ট বের হয় ১৬/১২/৬৩ তারিখে। ৩১/৭/৬৫ তারিখে মোকদ্দমা সেশনে সুপর্দ করা হয়। ১৩/৬/৬৬ তারিখে আমরা খালাস প্রাপ্ত হই। এখানে এ-ও উল্লেখ্য যে, ১৯১৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে সাত বার এই জলসা মুলতবী ঘোষণা করা হয় নানা কারণে। বর্তমানে ঢাকার ন্যাশনাল জলসায় কয়েক হাজার লোক যোগদান করে থাকেন।

বর্তমানে ঢাকায় ন্যাশনাল জলসা ছাড়া আহমদ নগর, সুন্দরবন, তারুয়া, দূর্গারামপুর, বগুড়া, খাকদান প্রভৃতি স্থানেও আঞ্চলিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এককালে ক্রোড়াতেও জলসা অনুষ্ঠিত হ'ত। ঢাকার পরই সুন্দরবন জলসার স্থান। ১৯৯১ সালের কাদিয়ানে শতবার্ষিকী সালানা জলসায় বাংলাদেশ থেকে পৌণে দুইশত আহমদী পুরুষ ও মহিলা যোগদান করেন। বর্তমানে কাদিয়ানের জলসা সমগ্র পৃথিবীতে সম্প্রসারিত। অবিভক্ত বাংলার সালানা জলসায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে কাদিয়ান থেকে বহু বুযূর্গ যোগদান করেন। পাকিস্তান আমলে ঢাকার জলসায় রাবওয়াহ থেকে বহু জ্ঞানীগুণী আগমন করতেন। খলীফাতুল মসীহ সালেস এবং খলীফাতুল মসীহ রাবে' খলীফা হওয়ার পুর্বে ঢাকার জলসায় যোগদান করেন। ইনশাল্লাহ, এমন সময়ও আসবে যখন খলীফায়ে ওয়াক্তও বাংলাদেশের ন্যাশনাল জলসায় আগমন করে বাঙ্গালীদের অন্তর জয় করবেন।

সত্যের বিরোধিতা ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

- আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ধর্ম জগতের সূচনা লগ্ন থেকে সত্য-বাহক মহাপুরুষগণ আর তাঁদের অনুসারীবর্গ প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে এসেছেন। সত্য-অস্বীকারকারী চক্র সম্ভব সব পন্থায় এঁদের বিরোধিতা করেছে। ধর্ম-জগতের এই আঙ্গিকটি এত প্রকট যে, আদমকে প্রেরণ করার সময় ফেরেশতাগণ তাঁদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে আল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করে বসেছিলেন ঃ

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ

"আমাদের পক্ষ থেকে তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা আর তোমার মহীমা কীর্তন সত্ত্বেও তুমি কি পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি নিযুক্ত করতে যাচ্ছো যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে আর রক্তপাত ঘটাবে?' *(সূরা বাকারা ঃ ৩১)* ফেরেশ্‌তারা তাঁদের প্রশ্নে ধর্ম-জগতে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা আর রক্তপাতের উল্লেখ করেছিলেন। মহান আল্লাহ্‌ তাঁদের এ কথা অস্বীকার করেন নি। জবাবে তিনি শুধু বলেছিলেন ঃ

اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"আমি যা জানি তোমরা তা জানো না"। *(সূরা বাকারা ঃ ৩১শেষাংশ)* অর্থাৎ আদমের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে চলেছে এর ফলশ্রুতিতে প্রবল বিরোধিতা ও রক্তপাত হবে– একথা সত্য, কিন্তু 'আদম' বা যুগের সত্যবাহক কখনো এই রক্তপাতের জন্য দায়ী হবে না। মোমেন কখনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নয়। বিরোধিতা আর রক্তপাত সবসময় সত্য-অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে ঘটানো হবে। যারা অধার্মিক তারাই যুগে যুগে ধার্মিক সত্যানুসারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাবে। যুগের 'আদম' বা অনুসারীগণ এর জন্য মোটেও দায়ী নয়। এই একই বিষয়টি সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ্‌তা'লা আক্ষেপের সাথে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٣١

"বড়ই পরিতাপ বান্দাদের জন্য! যখনই তাদের কাছে আমার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আগমন করেছেন তাঁর সাথে অবশ্যই তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।" *(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩১)* ধর্ম জগতের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই নির্মম সত্যের সাক্ষ্য বহন করেছে এবং আজও করে চলেছে।

পবিত্র কুরআন আমাদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে বার বার এর উল্লেখ করেছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই বৃত্তান্তের একাংশ উপস্থাপন করছি।

হযরত নূহ্‌ (আঃ) তাঁর জাতিকে সম্ভব সব রকম পদ্ধতিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কখনো জনসমুক্ষে, কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো আল্লাহ্‌র রহমতের লোভ দেখিয়েছেন কখনো বা তাঁর ক্রোধের ভয় দেখিয়েছেন। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর জাতি তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ অব্যহত রাখে। এমন কি এক পর্যায় তারা হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তারা বলে ঃ

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۝١١٧ ؕ

'হে নূহ! যদি তুমি তোমার ধর্মপ্রচার থেকে বিরত না হও তবে তুমি নিশ্চয়ই প্রস্তারাঘাতে নিহত হবে।' *(সূরা শূয়ারা ঃ ১১৭)*

নূহের জাতি বিরোধিতায় এমন চরম রূপ ধারণ করেছিল যে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লা তাদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। নূহ (আঃ)-এর যুগের প্লাবন ধর্ম ইতিহাসের এক শিক্ষণীয় ঘটনা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। কত মহান আর কত বড় নবী ছিলেন! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর মহান মর্যাদা বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দরুদ শরীফে ইব্রাহীম (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করে দিয়ে প্রত্যহ তাঁর জন্য মুসলমানদের দোয়া করতে শিখিয়ে গেছেন। এই মহান নবী ইব্রাহীমও কি বিরোধিতা থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন? কুরআন শরীফ সাক্ষ্য দেয়, হযরত নূহ (আঃ) যে হুমকীর সম্মুখীন হয়েছিলেন হযরত ইব্রাহীমও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। আযর তাঁকে সম্বোধন করে বলে ঃ

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ

'তুমি যদি ক্ষান্ত না হও তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করবো'(সূরা মরিয়ম ঃ ৫৭)। এর চেয়েও কঠিন পরিস্থিতিতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উত্তীর্ণ হয়েছেন। যখন তিনি চমৎকার ও অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রতিমা পূজার অসারতা তাঁর জাতির সামনে প্রমাণ করে দিলেন তখন সত্য গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁর জাতির নেতারা ঘোষণা দিল ঃ

حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝٦٩

"যদি তোমরা এর বিষয়ে কিছু করতেই চাও তবে একে আগুনে পুড়িয়ে মারো আর এভাবে তোমরা তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো।" *(সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৯)*

আল্লাহ্‌তা'লা আগুনকে বলেছিলেন ঃ

يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝٧٠

'হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তির কারণ হয়ে যাও।' *(সূরা আম্বিয়া ঃ ৭০)*

একইভাবে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর পরীক্ষা হয়েছিল। হযরত শোয়াইব (আঃ)-ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর জাতি তাঁর তবলীগের পথ রুদ্ধ করে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার জাতির বিরোধিতা মোকাবিলা করেন। হযরত ঈসা (আঃ)-কে ইহুদী উলামাদের হাতে নাজেহাল হতে হয়। এমনকি তাঁকে ক্রুশে পর্যন্ত দেয়া হয়। যদিও খোদা তাঁকে জীবিত উদ্ধার করেন। সব নবীদের বেলায় বিরোধিতার চিরন্তন রীতির পুনরাবৃত্তি ঘটে। আবার সব নবীর ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ নিদর্শনস্বরূপ তাঁদেরকে বিপদমুক্ত করেন আর পরিণামে তাঁদেরকে জয়যুক্ত করে দেখান।

সবচেয়ে বড় নবী, নবীকূল শিরমনি খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর জাতির পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি একা নামাযে দাঁড়ালে তার গলায় গামছা পেচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার চেষ্টা হয়েছে, তিনি সেজদায় থাকাকালে উটের পঁচা নাড়িভূড়ি তাঁর মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আড়াই বছর পর্যন্ত তাঁকে (সঃ) আর তাঁর সঙ্গীদের (রাঃ) শে'বে আবিতালেব অর্থাৎ আবু তালেবের উপত্যকায় একঘরে করে রাখা হয়েছে। অর্ধাহারে অনাহারে তাঁরা কোনমতে মানবেতর দিনাতিপাত করেছেন। তায়েফ নগরীতে কয়েকদিন সত্যপ্রচার করে তিনি শেষের দিন নগরবাসী কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিলেন। পাথরের আঘাতে আঘাতে রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল তাঁর সারাটি দেহ। মদীনায় হিজরতের পূর্বলগ্নে তাঁকে হত্যা করার কঠিন শপথ নিয়েছিল মক্কার সমস্ত গোত্র। হিজরতের পর উহুদের প্রান্তরে মহানবী (সঃ)-এর দু'টি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল শত্রুরা, তিনি আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। এত কষ্ট অত্যাচারের কারণ কি ছিল? কারণ একটাই। তিনি যুগের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি জীবন্ত আল্লাহকে পাবার পথ দেখাতে এসেছিলেন। মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র ছোঁয়া লাভ করে তাঁর বিশুদ্ধ সাহাবীগণ আল্লাহ্র রঙে রঙীন হয়েছিলেন। জামাতগতভাবে তাঁরাও স্থায়ী ও প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন ছিলেন। তাঁরাও সত্যের জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

এ যুগে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ রূপে আগমন করেছেন। তাঁর আবির্ভাবের সাথে সাথে আবার সেই চিরন্তন বিরোধিতা দেখা দেয়। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ও তাঁর জামাতের বিরুদ্ধে কুফুরী ফতোয়া প্রদান করা হয়, তাঁকে হত্যাযোগ্য ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করা হয়, কখনো খৃষ্টানদের চর আখ্যায়িত করা হয় আবার কখনো তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা দায়ের করা হয়। এ সমস্ত বিরোধিতায় প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে মানুষ তাঁর পিছু নিয়েছে কিন্তু শেষ মুহূর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেছেন।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ও তাঁর জামাতের বিরোধিতা সামাজিক ও জাতীয় পর্যায় ডিঙ্গিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত করার অপচেষ্টা চলছে। মুসলমানদের ৭২ দল সম্মিলিতভাবে এই একটি জামাতের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন রচনা করে থাকে। যে সব দেশে সত্যের এই আলোকবর্তিকা নিজ আলো ছড়ানো আরম্ভ করেছে সেখানেই এর বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। চলুন, এখানকার আহমদীয়া-বিরোধী কর্মকান্ডের এক ঝলক অবলোকন করি।

বাংলাদেশে আহমদীয়া জামাত সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সনে। যদিও এর সূচনা অতি সাধারণভাবে হয়েছে তথাপি ধীরে ধীরে এর মাঝে গতি সঞ্চারিত হতে থাকে। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ১০৩টি 'শাখা জামাত' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জামাতের বিশেষ দিকটি হলো, বাংলাদেশের আহমদীয়া সম্প্রদায়ের গোটাটাই বাঙ্গালী আহমদীদের সমন্বয়ে গঠিত। এরা এই মাটিরই সন্তান। দু'চারটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এরা দীর্ঘকাল যাবত এ দেশের সমাজে অতীব সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে মিলেমিশে বসবাস করে এসেছে। এই সৌহর্দ্যপূর্ণ সহঅবস্থানে ফাটল ধরানোর অপচেষ্টা আরম্ভ হয় ৮০-র দশকের শেষাংশে।

নিকট অতীতে এদেশীয় আহমদীদের সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক আঘাতের সম্মুখীন হতে হয় **ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ২৭শে এপ্রিল ১৯৮৭ সালে**। পূর্ব পরিকল্পিত এই আক্রমণের ফলশ্রুতিতে আহমদীদের আর্থিক কুরবানীতে গড়া শহরের আহমদী পাড়াস্থ দ্বিতল মসজিদ থেকে আহমদীদের বেদখল করে দেয়া হয়। আজও আহমদীরা তাদের এই মসজিদটি ফেরত পায় নি। এই মসজিদ দখলের অনতিবিলম্ব পর একই জিলায় আরও পাঁচটি আহমদীয়া মসজিদ ধর্ম-ব্যবসায়ী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র জোরপূর্বক দখল করে নেয়। এই মসজিদগুলো **ভাদুগড়, ঘাটুরা, খড়মপুর, বিষ্ণুপুর** এবং **শালগাঁও**-এ অবস্থিত। এসব আক্রমণের সময় স্থানীয় আহমদীদের উপর দৈহিক নির্যাতন

চালানো হয়। বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এই মসজিদ দখলের ঘটনা সংবাদ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এসব মসজিদ ফেরৎ পাবার সমস্ত প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত বিফল সাব্যস্ত হয়েছে। তবে দখলদাররা বিষ্ণুপুর আর শালগাঁও আহমদীয়া মসজিদে অবস্থান অব্যহত রাখতে ব্যর্থ হয়ে সেগুলোকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে যায়।

মসজিদ দখল করে উপাসনাকারীদের সেখানে আল্লাহ্‌র নাম নিতে নিষিদ্ধ করা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী সবচেয়ে বড় অত্যাচার। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا
اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَاؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ
يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ۬ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ
فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (۱۱۵)

'এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয়, এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? তাদের জন্য আদৌ সংগত ছিল না যে (আল্লাহ্‌র) ভয়ে ভীতি না হয়ে তারা ঐগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত।' *(সূরা বাকারা ঃ ১১৫)*

অতীব দুঃখের বিষয়, এত স্পষ্ট সাবধানবাণী থাকা সত্ত্বেও কুরআনে বিশ্বাসী হবার দাবীদার একদল 'মুসলমান' সেই একই অপরাধে নিমজ্জিত! মোল্লারা ১৯৮৭ সালে আহমদীয়া মসজিদ দখল করেই ক্ষান্ত হয় নি, কৃত অপরাধের বিহিত না হওয়ায় তাদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যায় আর তারা তাদের এই অপকর্ম অব্যহত রাখে।

১৯৯২ সালটি ছিল লিপ ইয়ার। অর্থাৎ সে বছর ফেব্রুয়ারী মাসের ছিল ২৯টি দিন। ১৯৯২ সালের **২৯শে ফেব্রুয়ারী** ভোর বেলায় একদল উগ্র মোল্লা **খুলনা নিরালা আবাসিক এলাকার আহমদীয়া মসজিদে** আক্রমণ চালায়। তারা মসজিদে এবং মিশন প্রাঙ্গণে ঢিল-পাটকেল ছুড়ে আর লাইব্রেরী ও অফিস কক্ষে অগ্নিসংযোগ করে। একই দিন বেলা ১১টায় পুনরায় তারা আক্রমণ করতে মিছিল সহকারে এগিয়ে আসে কিন্তু প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পিছপা হয়ে যায়। এদিনের আক্রমণে জামাতের মাইক্রোবাসও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

একই বছর **২৯শে অক্টোবর আক্রান্ত হয় ঢাকার বকশী-বাজারস্থ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদ**। আহত হন আসরের নামাযের জন্য অপেক্ষমান ৩৫ জন মুসল্লী। আক্রমণকারীরা সশস্ত্র অবস্থায় গোটা মসজিদ প্রাঙ্গণ ভাংচুর করে, লাইব্রেরী ও 'প্রদর্শনী হলে' অগ্নি সংযোগ করে, জামাতী মাইক্রোবাসটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয়। আহত আহমদীদের গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় পৌনে একঘন্টা স্থায়ী এই আক্রমণে কয়েক'শ জঙ্গী মৌলবাদী সদস্য অংশগ্রহণ করে। Fire Brigade-এর কয়েকটি গাড়ী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই বিরোধিতার সবচেয়ে করুন ও কলঙ্কিত দিকটি হলো তথাকথিত 'ইসলাম রক্ষক'রা আক্রমণকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ঐশী ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েক-'শ কপি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আহমদীয়া বিরোধী 'তালেবানরা' যে কতটুকু ইসলাম-প্রেমিক ন্যাক্কারজনক এই তান্ডবলীলা থেকে তা সহজেই অনুমেয়!

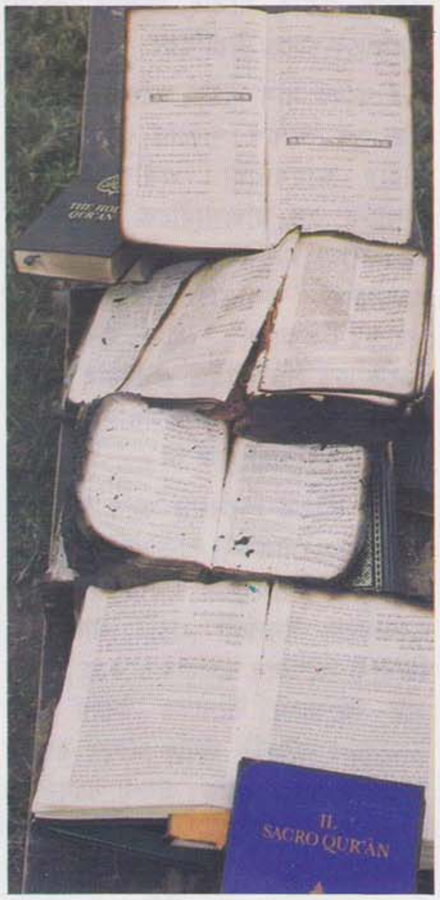

এই অমানবিক কর্মকান্ডের পর অনবরত কয়েকদিন পর্যন্ত জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এই আহমদীয়া-বিরোধী আক্রমণের সমালোচনা ও পর্যালোচনা হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, আক্রমণকারীদের মধ্যে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ হাতে নাতে যে ১০ জন দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করেছিল

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অজ্ঞাত কারণে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়!

এর পরের মাস অর্থাৎ **নভেম্বর ১৯৯২ এর ২৭ তারিখ** পুনরায় আক্রান্ত হয় নিরীহ আহমদীরা। এবার আক্রমণ চালানো হয় **রাজশাহীতে** নির্মানাধীন আহমদীয়া মসজিদে। লুটতারাজ আর অত্যাচারে কলঙ্কিত হয় রাজশাহী শহরের একাংশ। প্রেস কনফারেন্স ডেকে এর সুষ্ঠ বিহিত ও বিচার চাওয়া সত্ত্বেও রাজশাহীর আহমদীরা আজও এর কোন সুরাহা পায় নি।

১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান ভিত্তিক উগ্র মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন **মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওত** ও **জামায়াতে ইসলামী** একটি **আহমদীয়া বিরোধী সম্মেলন আয়োজন করে। তারা এই সম্মেলন** উদ্বোধন করার জন্য তদানিন্তন রাষ্ট্রপ্রতি জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে সম্মত করায়। অবশ্য পরবর্তীতে দেশ বরেণ্য বুদ্ধিজীবিদের আর গণ মাধ্যমের চাপের মুখে রাষ্ট্রপতি আর সম্মেলন উদ্বোধন করা সমীচিন মনে করেন নি। তবে এই আয়োজন আর নীরব সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের সূদুর প্রসারী প্রভাব ও গভীরতা সাব্যস্ত করছে।

এভাবেই চলতে থাকে সারা দেশে আহমদীয়া বিরোধী কার্যকলাপ। কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদের সামনে যখন তখন ককটেল ফাটানো আর গালিগালাজ হয়ে ওঠে অনেকটা স্বাভাবিক আর নিত্য নৈমিত্তিক একটি বিষয়।

১৯৯৮ সনের ৬ই জুলাই আক্রান্ত হয় **শেরপুর জেলাস্থ ঝিনাইগাতী থানাধীন রাঙটিয়া গ্রামের** আহমদীরা। গুড়িয়ে দেয়া হয় সেখানকার আহমদীয়া মসজিদ। পুলিশ ও প্রশাসনের উপস্থিতিতে এসব কর্মকান্ড চলাকালে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানাধীন কোলদিয়ার-মাঝদিয়ার গ্রামের আহমদীয়া মসজিদ আক্রান্ত হয় **৭ই জানুয়ারী ১৯৯৯ সনে**। মসজিদ ভাংচুর, মোয়াল্লেম কোয়ার্টার ধ্বংস ও চারদিকের প্রাচীর গুড়িয়ে মুসল্লীদের আহত করেই ক্ষান্ত হয় নি বিরুদ্ধবাদীরা। মাসের পর মাস বছর ধরে অব্যহত রয়েছে তাদের এই অত্যাচার ও নির্যাতন। সেখানকার আহমদীরা আজও সেখানে তাদের নিজ ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারছে না।

১৯৯৯ সালে বিরোধিতায় সংযুক্ত হয় এক নতুন মাত্রা। **৮ই অক্টোবর ১৯৯৯** ছিল শুক্রবার। জুমুআর খুতবা চলাকালে **খুলনার আহমদীয়া মসজিদে** আগে থেকে পেতে রাখা শক্তিশালী টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। ৩০ জন মুসল্লী গুরুতর আহত হন। আর শহীদ হন মোট সাত জন। তাঁরা হলেন ঃ সর্বজনাব ডাঃ আব্দুল মাজেদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, নুরুদ্দীন আহমদ, জি এম মুহিব্বুল্লাহ্, সুবহান মোড়ল, আলী আকবর ও মুমতাজউদ্দিন গাজী। এই ঘটনায় আহত অনেকে চিরতরে আল্লাহ্র খাতিরে পঙ্গুত্ব বরণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সমগ্র জামাত তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে স্মরণ করে। এই ভয়াবহ ও অমানবিক বোমা বিস্ফোরণে পরপর কেন্দ্রীয় জামাত যখন শহীদদের সুন্দরবনে কবরস্থ্ করতে, আহত রোগীদের ঢাকায় স্থানান্তর আর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগে ব্যস্ত, ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদ থেকে উদ্ধার করা হয় পেতে রাখা দু'টি টাটকা টাইম বোমা! বহিরাগত 'মেহমান' হিসাবে আগমনকারী আহমদী-বিরোধী চক্রের সদস্যরা যে একাজ করেছে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। শক্তিশালী এ দু'টি বোমা সেনাবাহিনীর বোমা বিশেষজ্ঞরা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় এই দু'টি বোমা বিস্ফোরণের পূর্বেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তা না হলে এই দুই বোমা বিস্ফোরিত হলে যে কি ধ্বংসযজ্ঞ রচনা করতো তা চিন্তা করলেও গায়ের লোম শিউরে ওঠে!

এই বোমাতঙ্ক শেষ হতে না হতেই আক্রান্ত হয় **নাটোরের তেবাড়িয়াস্থ** আহমদীরা। **১৩ই নভেম্বর ও ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৯ সনে** পর পর দু'বার আক্রমণ করা হয় নাটোরের আহমদীয়া জামাতের 'মসজিদে হাশেম'-এ। মসজিদে উপস্থিত সমস্ত আহমদী মুসল্লীদের নিষ্ঠুরভাবে মারধর করা হয়। মসজিদে ভাঙচুর ও লুঠতরাজ চালানো হয়। আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত অনেককে নাটোর সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। একবার শান্তি চুক্তি করে গ্রামে ফেরৎ গেলে দ্বিতীয় বার আহমদীদের উপর হামলা চালানো হয় ৬ই ডিসেম্বর তারিখে। এ ছাড়া আশেপাশের আহমদীদের বাড়ী-ঘরও লুটতরাজ করা হয়। আহতদের মাঝে তিনজন স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় দিনাতিপাত করে চলেছেন।

২০০০ সনের ১২ই এপ্রিল। আক্রান্ত হয় **ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ** ক্রোড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যবর্গ। উগ্র ধর্মান্ধরা মারধর করে আহমদীয়া মসজিদ থেকে বিতাড়িত করে নিরীহ আহমদীদের। এরপর সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ চালায় ক্রোড়া ও বাসুদেব গ্রামের অধিবাসী আহমদীদের বাড়ী বাড়ী। লুটতারাজ ও ভাঙ্গুচুরের পর অগ্নিসংযোগ করা হয় বাড়ী-ঘরে। প্রশাসনের উচ্চ মহলের হস্তক্ষেপে বিষয়টির নিষ্পত্তি হলেও পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা সেখানে এখনো ফিরে আসে নি।

২০০১ সনেও ধর্মান্ধ চক্র বসে থাকে নি। তারা সত্য জামাতের জ্যোতি নির্বাচিত করার লক্ষ্যে আক্রমণ চালায় **সৈয়দপুরের মেলানগর** আহমদীয়া মসজিদে আর **সাতক্ষীরার খেলাডাঙ্গায়**। আহমদীয়া জামাতের নব-দীক্ষিতরাও সত্য গ্রহণ করার 'স্বাদ' লাভ করা আরম্ভ করেছেন।

এসব বিরোধিতার কারণে আহমদীরা কখনও দমে যাবার পাত্র নয়। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে বিপদে আচ্ছন্ন এক দূর্বল অবস্থায় মহান আল্লাহ্র পক্ষ

থেকে প্রত্যাদিষ্ট হযরত ইমাম মাহ্‌দী যে দীপ্ত বাণী শুনিয়েছিলেন তা আজও আমাদের শক্তি যোগিয়ে চলেছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেছেন ঃ

“হে মানব সকল! শ্রবণ করো! কেননা এটা সেই সত্ত্বার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর এই জামাতকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিবেন আর অকাট্য যুক্তি ও দলিল বলে অন্যান্য সবার উপর এঁদেরকে জয়যুক্ত করবেন। সেই সময় সমাগত বরং সন্নিকট যখন পৃথিবীতে এটাই একমাত্র মতবাদ হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদাতা'লা এই মতবাদ আর এই জামাতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের অসাধারণ আশিস বর্ষণ করবেন। আর প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে ব্যর্থ করে দিবেন যে একে বিনাশ করতে সচেষ্ট। আর এই বিজয় কিয়ামত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এখন কেউ যদি আমার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাতে ক্ষতি কিসের! কেননা, এমন কোন নবী নেই যার প্রতি বিদ্রূপ করা হয় নি। তাই প্রতিশ্রুত মসীহর সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা অবধারিত ছিল। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣١﴾

*[বড়ই পরিতাপ বান্দাদের জন্য! যখনই তাদের কাছে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আগমন করেছেন তারা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে (সূরা ইয়াসীন ঃ৩১)- অনুবাদক] **তাই প্রত্যেক নবীর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ খোদার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন বিশেষ।** ... আমি কেবল একটি বীজ বপন করতে এসেছি। তদানুযায়ী, আমার দ্বারা সেই বীজ বপিত হয়েছে। এখন এটি বৃদ্ধি লাভ করবে আর বিকশিত হবে আর কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।”* (তাযকিরাতুশ শাহাদাতাইন ঃ ৬৬, ৬৭ পৃঃ)

আহমদীয়া বিরোধী কর্মকান্ডের এই সংক্ষিপ্ত খতিয়ান বিবেকবান ধর্মভীরু মুসলমানদের সম্মুখে একটি বড় প্রশ্ন উপস্থাপন করছে। **ইসলাম-বিরোধী পন্থায় কি ইসলাম সেবা সম্ভব? আবূ জাহেল আর ফেরাউনের নিয়ম-রীতি অবলম্বন করে মানুষ কি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে?**

শত বিরোধীতায় বাংলাদেশের আহমদীরা ভেঙ্গে পড়ার পাত্র নয়। আমরা সৌভাগ্যবান! এ যুগে সত্য সেবার জন্য মহান আল্লাহ্‌ আমাদের মত নগণ্যদের বেছে নিয়েছেন! আমরা বিশ্বাস করি ধর্মের কারণে এসব অন্যায় অত্যাচার হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের সত্যতার নিদর্শণ। বিরোধীদের অতীতের সব যুলুম ও অত্যাচারে আমাদের মাথা আল্লাহ্‌র দরবারে নত রয়েছে আর ভবিষ্যতের সমস্ত অন্যায় অনাচারেও মহান আল্লাহ্‌ যে আমাদেরই বিজয় দান করবেন- এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। আমরা বরং বিরুদ্ধবাদীদের করুন পরিণতি সম্বন্ধে শঙ্কিত। আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যে বলিষ্ঠ ঘোষণা দিয়েছিলেন তা বিপদসঙ্কুল এ যুগে আমাদের মনে রাখতে হবে। তিনি বলেন ঃ

“আমি নিশ্চিত, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন আর আমাকে তিনি কখনো বিনষ্ট করবেন না। সমগ্র জগত যদি আমার বিরোধিতায় হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপধারন করে তবুও তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি কোনক্রমেই ব্যর্থতা নিয়ে কবরে যাবো না। কেননা, আমার খোদা প্রতিটি পদক্ষেপে আমার সাথে আছেন আর আমি আছি তাঁর সাথে। আমার অন্তর সম্বন্ধে তিনি যেভাবে অবগত, তেমনভাবে অন্য কেউ অবগত নয়। যদি সমস্ত মানুষ আমাকে পরিত্যাগ করে তাহলে খোদাতা'লা আরেকটি নতুন জাতি সৃষ্টি করে দিবেন যারা আমার সঙ্গী হবে। নির্বোধ বিরুদ্ধবাদী মনে করে, তার চক্রান্তে ও পরিকল্পনায় এই কার্যক্রম পন্ড হয়ে যাবে আর এই জামাতের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু এই বোকা জানে না, আকাশে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, পৃথিবী তা মুছে দেয়ার শক্তি রাখে না। আমার খোদার সম্মুখে আকাশ ও পৃথিবী কম্পমান! তিনিই খোদা – যিনি আমার উপর পবিত্র ওহী অবতীর্ণ করে থাকেন আর অদৃশ্যের রহস্যাবলী সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন খোদা নাই। আর পবিত্র ও পঙ্কিলের মাঝে তফাৎ সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত তিনি নিশ্চয়ই এই জামাতকে পরিচালিত করবেন, একে বিকশিত করবেন আর একে উন্নতি প্রদান করবেন। প্রতিটি বিরুদ্ধবাদীর উচিত, সে যেন সম্ভব সকল পন্থায় এই জামাতকে বিলুপ্ত করতে সচেষ্ট হয় আর তার সমস্ত শক্তি সে যেন একাজে প্রয়োগ করে। তারপর সে দেখুক, খোদাতা'লা আর তাঁর মধ্যে পরিণামে কে বিজয়ী হয়? ইতোপূর্বে আবূ জাহল ও আবূ লাহাব আর তাদের সঙ্গীরা সত্যকে ধ্বংস করতে কতভাবে শক্তি প্রয়োগ করেছে। কিন্তু আজ তারা কোথায়? যে ফেরাউন মূসা (আঃ)-কে মেরে ফেলতে চেয়েছিল আজ সে কোথায়? তাই নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, সত্যবাদী বিনষ্ট হতে পারে না। সে ফেরেশতাদের সেনাদলের মাঝে বিচরণ করে। বড়ই দূর্ভাগা সে ব্যক্তি যে তাঁকে সনাক্ত করতে পারে না।”

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, রূহানী খাযায়েন ২১শ খন্ড, পৃঃ ২৯৪, ২৯৫)

মহান আল্লাহ্‌ আহমদীদের অটল অবিচল ঈমানে ভূষিত করুন (আমীন)। সত্যান্বেষীদের জন্য এসব বৃত্তান্ত যেন সত্য গ্রহণে সহায়ক হয় এই দোয়া করে এই লেখা শেষ করছি।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨١﴾
وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨٢﴾
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٣﴾

ইসলামের নামে সন্ত্রাস

- মীর মোবাশ্বের আলী

আজকাল সন্ত্রাস একটি বহুল আলোচ্য বিষয়। বিশেষ করে দুই হাজার এক সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ ঘটনার পর। ঐ দিন নিউইয়র্কে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম উঁচু ভবন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার টুইন টাওয়ারে পর পর আমেরিকান এয়ার লাইন্সের হাইজাককৃত দু'টি উড়ন্ত প্লেন আঘাত হানে। ফলশ্রুতিতে দু'টি ভবনই সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হয়। তাছাড়া ওয়াশিংটনে ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র পেন্টাগণেও অনুরূপ একটি প্লেন সুইসাইড-আঘাত হেনে বিধ্বস্ত হয় ও জান মালের ক্ষতি সাধন করে। সৃষ্টির প্রথম থেকে এই পর্যন্ত এরূপ সন্ত্রাসী ঘটনা এর আগে কখনও ঘটে নি। পার্ল হারবার কিম্বা হিরোসিমা নাগাসাকি একটা যুদ্ধাবস্থার ঘটনা ও সৈন্য বাহিনী দ্বারা হত্যার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কেবল মাত্র হিংসা ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে নিরীহ মানুষের উপর এভাবে মরণ কামড় দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে এবং নিজেও ধ্বংস হয়। এরকম ঘৃণ্য ভয়াবহ কোন কিছু করা এর আগে ছিল কল্পনাতীত। মানুষের সার্বিক নৈতিক অধঃপতন অথবা যান্ত্রিক অগ্রগতির ভবিতব্য পরিণতি হিসাবে এরূপ একটা ভয়াবহ ব্যাপার হয়ত বা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়টা একটা বিকৃত অবয়ব ধারণ করে, যখন এর সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করা হয়। পশ্চিমা বিশ্ব অনেক দিন থেকে ইসলাম ধর্মকে সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে অথবা মুসলমানরা স্বভাবতই ধর্মান্ধ ও সন্ত্রাসী এরকম একটা মতবাদ চালু করতে উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তাদের এই প্রবণতা বেশী হয় সোভিয়েট রাশিয়ার ভাঙ্গণের পর থেকে। যতদিন পশ্চিমা বিশ্ব কমিউনিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভে নিশ্চিত ছিল না ততদিন অনুন্নত বিশ্বে তারা ধর্মপ্রীতি এমনকি ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছিল। সমাজতন্ত্রকে রোধ করার জন্য তারা শুধু ধর্মপ্রীতি নয় ধর্মান্ধতাকেও প্রশ্রয় দিয়েছে ও নানাভাবে উস্কে দিয়েছে। শুধু ধর্মান্ধতাকে উস্কে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয় নি অনেক স্থলে বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিজ আয়ত্তে রাখার জন্য ও মানুষের মন থেকে উদার চিন্তা দূরে রাখার জন্য তারা অনেক সময় একনায়কত্ব ও স্বেচ্ছাচারকেও উৎসাহিত করেছে। ফলে সমাজে দেখা দিয়েছে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও ফলশ্রুতিতে সন্ত্রাস। যতদিন সমাজতন্ত্র পরাশক্তি হিসাবে বিদ্যমান ছিল ততদিন সকল অনাচার, সকল প্রকার দুঃশাসন ও সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করা হোত কমিউনিজমকে। আজ সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে, চিরন্তন শত্রু হিসাবে, ও সকল সন্ত্রাসের মূল হিসাবে দাঁড় করিয়েছে ইসলামকে বা মুসলিম সমাজকে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারা বিশ্বে খাঁটি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিবেদিত। তারা নিজেদেরকে মনে করে বিশ্বে মুসলিম অভ্যুত্থান ও নবজাগরণের অগ্রদূত। তাই তারা সন্ত্রাসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে ও এর সঙ্গে যে ইসলামের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক থাকতে পারে না তা প্রমাণ করতে ও লোকজনের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা-ই। এখানে তিন ঐতিহাসিক কালে ইসলামের প্রচার ও অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমতঃ মুহাম্মদ (সঃ)-এর যুগে ইসলাম প্রচারের সময়, দ্বিতীয়তঃ ইসলামের রাজত্ব বিজয় ও প্রসারের সময়

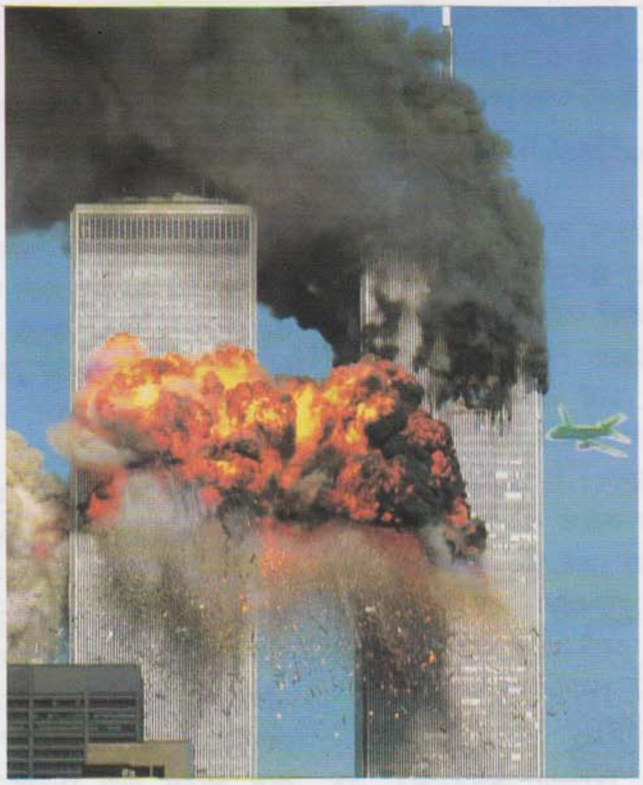

আমেরিকার নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার দৃশ্য

ও সবশেষে বর্তমান কাল বা সাম্প্রতিক সময়।

এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, কোন ধর্মই সন্ত্রাসের শিক্ষা দেয় না বা দিতে পারে না। এখানে বিবেচ্য তিনটি ধর্মই ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম ইব্রাহীমের আল্লাহ্ প্রেরিত মহাপুরুষ দ্বারা প্রবর্তিত ও বিকশিত। ইহুদীরা অন্য দুই ধর্মীয় মহাপুরুষকে মিথ্যা ভাবলে ভাবতে পারে। আবার খৃষ্টানরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যা ভাবলেও ভাবতে পারে কিন্তু ইসলাম পরিপূর্ণ ও শেষধর্ম হওয়ার কারণে অন্যদেরকে বিভ্রান্ত ভাবলেও হযরত মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-কে মিথ্যা ভাবতে পারে না। তাছাড়া মুহাম্মদ (সঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি সকল নবীদের সত্যায়নকারী। একজন মুসলমান ইহুদীদের নবী মূসা (আঃ) ও খৃষ্টানদের নবী ঈসা (আঃ)-কে সত্য নবী হিসাবে না মানলে নিজেকে সত্যিকার অর্থে মুসলমান ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারী দাবী করতে পারে না। কাজেই মুসলমানদের ধর্মীয় কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি নির্দয়, প্রতিহিংসামূলক ও সন্ত্রাস ভাবাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

১১ই সেপ্টেম্বরের নির্মম অমানবিক সন্ত্রাসী আঘাতের প্রতিশোধ (Retaliation) হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ৮ই অক্টোবর, ২০০১ সাল থেকে আফগানিস্তানের উপর বোমা বর্ষণ করতে থাকে। এর আগে জগৎ দেখতে চাইলেও যুক্তরাষ্ট্র অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেখায় নি। এ যেন অনেকটা 'রাজকোষ হ'তে চুরি, ধরে আন চোর, হোক না সে যে কোন লোক, নইলে মোদের যাবে মান'। সন্ত্রাসীদের আঘাতের কারণ হিসাবে দেখান হয়েছে তাদের মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা সেটা ধর্মীয় নৈতিক হ'তে পারে অর্থাৎ এমন জীবন ধারণ পদ্ধতি যা তাদের পসন্দ নয় আবার রাজনৈতিকও হ'তে পারে, অর্থাৎ এমন পলিসি যেমন প্যালেস্টাইন ইস্রাঈল ইস্যু, যা তাদের পসন্দ নয়। এসব লোকদের শাস্তি দেয়া অবশ্যই যে দেশ আক্রান্ত হয়েছে সে দেশের দায়িত্ব, তা যদি অন্য দেশকে আক্রমণ করে হয় তবুও। এবং প্রতিশোধ এভাবে নিতে হবে যেভাবে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করেছে অর্থাৎ নিরীহ লোকদের নির্দ্বিধায় হত্যা করে। তারা যে দেশে বসবাস করে সেদেশ ধ্বংস করে, তারা যে মতবাদ পোষণ করে তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। ছোট বেলায় শেখ সাদীর কবিতাংশের অনুবাদ পড়েছিলাম, 'কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়, তা বলে কুকুরে কামড়ান কি মানুষে শোভা পায়।' সন্ত্রাসীরা কুকুরতুল্য তারা যদি পায়ে কামড় দিয়ে থাকে তার পায়েও কামড় দিতে হবে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই আক্রমণ বা যুদ্ধের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। তারা বলেছিল, 'চোখের বদলে চোখ নিলে দু'পক্ষই অন্ধ হয়ে যায়।' এই আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের বেলায় জেহাদ ও ক্রুসেড জাতীয় শব্দ ব্যবহার হলেও এ রকম কর্মকান্ডের সাথে কোন ধর্ম বা ধর্ম-বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না- এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের বিদায় হজ্জের ও খৃষ্টানদের সারমন অব দি মাউন্টের উপদেশাবলীর তুলনা করা যেতে পারে। বিদায় হজ্জের সময় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, 'Allah has made you brethern to one to another, so be not devided. An Arab has no preference over non-Arab, nor a non-Arab over an Arab; nor is a white one to be preferred to a dark one, nor a dark one to a white' অর্থাৎ সকল মানুষ ভাই ভাই, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হবে না, আরবদের অন-আরবদের উপর কোন প্রাধান্য নেই, তেমনি অন-আরবদেরও আরবদের উপর কোন প্রাধান্য নেই। শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর নয় আবার কৃষ্ণাঙ্গরাও শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নয়।

সন্ত্রাসীদের দ্বারা পোড়ান কোরান মজিদের ধ্বংসস্তুপ

যীশু 'সারমন অব দি মাউন্টে' উপদেশ দিয়েছেন, "Christ's message is a message of love, a joyful message of forgiveness and reconciliation. Love your neighbour as (you love) yourself; if anyone strike you on one cheek, turn the other towards him too." অর্থাৎ যীশুর বাণী হচ্ছে ভালবাসার বাণী, আনন্দ ও ক্ষমার বাণী, সমঝোতার বাণী; আরও্ বলা হয়েছে, তোমার প্রতিবেশীকে অতটাই ভালবাস যতটা তুমি নিজেকে ভালবাস; কেউ যদি তোমার এক গালে চড় দেয়

তবে তাকে আর এক গাল পেতে দাও। এই দুই মহান উপদেশ বাণী থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কোন আঘাত ও প্রতিঘাত, সন্ত্রাস ও প্রতিশোধ ধর্মপ্রসূত হ'তে পারে না।

ইসলামকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করতে গিয়ে অনেক সময় বলা হয় ইসলাম ধর্ম অস্ত্রের সহায়তায় প্রচারিত হয়েছে। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে Prof. Wilfred Cantwell Smith বলেন, 'Muhammad preached Islam with a sword in one hand and the Quran in the other' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) এক হাতে কুরআন ও এক হাতে তরবারী নিয়ে ইসলাম প্রচার করেন। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছুই হ'তে পারে না। শুধু মুহাম্মদ (সঃ) নয়, যে কোন প্রেরিত পুরুষ সমকালীন বিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে একা আল্লাহ্‌র সহায়তার বলে বলীয়ান হয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি আল্লাহ্ প্রেরিত এবং আল্লাহ্‌র হেদায়াত নিয়ে এসেছেন। তিনি সকলকে এ শিক্ষা গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। পথচারী থেকে শাসক পর্যন্ত সবাই তাঁর বিরোধিতা করে, তাঁকে উৎখাত করতে সচেষ্ট হয়। তিনি শুধু তাঁর সত্যতার বলে ও যুক্তির শক্তিতে আল্লাহ্‌র সাহায্যে জয়যুক্ত হন। একক প্রচারকের পক্ষে সম্মিলিত প্রচলিত ক্ষমতা ও শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কখনই সম্ভব নয়। ইসলাম বলে নয় কোন সত্য ধর্মই অস্ত্র বা শক্তির সাহায্যে প্রচারিত হতে পারে না। স্মীথের এই মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে জ্ঞানেন্দ্র দেব শর্মা শাস্ত্রী লিখেন, "The critics are blind. They cannot see that the only sword Muhammad wielded was the sword of mercy, compassion, friendship and forgiveness- the sword that conquers enemies and purifies hearts. His sword was sharper than the sword of steel." সমালোচকরা অন্ধ, তারা দেখতে পায় না যে, মুহাম্মদ যে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরেছেন তা হচ্ছে দয়া, মায়া, বন্ধুত্ব ও ক্ষমার তলোয়ার। এ অসি শত্রুকে জয় করে তার অন্তরকে পরিশোধিত করে। তার এই অসি যে কোন ইস্পাতের অসির চাইতে ধারালো। মোট কথা আল্লাহ্‌র রসূল তাঁর মহান আদর্শ ও ন্যায় নীতি দ্বারা মানুষের মন জয় করে, তাকে সৎ পথে, সত্যের পথে, শান্তি ও ভালবাসার পথে আনয়ন করে।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৫৭ আয়াতে বর্ণিত আছে -

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

'ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই।'
অর্থাৎ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই। ধর্ম প্রচারের জন্য কোন বল প্রয়োগত নয়ই কোন প্রলোভন দেখাবারও অনুমতি নেই।

সূরা কাহাফের ৩০ আয়াতে বর্ণিত আছে,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

'এবং তুমি বল, এই সত্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক ও যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।' অর্থাৎ ধর্ম গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে সকল মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। যার বিবেক সায় দেয় সেই বিশ্বাসী হবে যার হৃদয় সায় দেয় না সে কাফির থেকে যাবে। সূরা আদ্‌দাহর এর ৩০ আয়াতে আরও বলা হয়েছে –

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا (٣٠)

'নিশ্চয় ইহা এক উপদেশবাণী। অতএব যার ইচ্ছা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।' অর্থাৎ ধর্ম আল্লাহ্ প্রেরিত উপদেশাবলী বৈ নয়। যার ইচ্ছা এই উপদেশাবলী গ্রহণ ও মান্য করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে। সূরা কাফেরূনের শেষ (৭) আয়াতে এরশাদ হয়েছে

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ (٦)

"তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন"। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ধর্ম পালন কর ও আমাদিগকে আমাদের ধর্ম পালন করতে দাও ঐ নিয়ে কোন বিবাদ বা যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।

পবিত্র কুরআনে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও সকল প্রকার বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরও মুসলমানদের সব সময় সন্ত্রাসী অপবাদে অভিযুক্ত করার প্রয়াস চলেই আসছে। এর একটা কারণ কিছু স্বার্থন্বেষী মৌলবাদী নেতা নিজেদের কর্মকান্ড সমর্থন করাবার জন্য জেহাদকে প্রাধান্য দিয়েছে ও নানা রকম মন্তব্য করেছে যা ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী নয়। যেমন মৌলানা আবুল আলা মওদুদী তার 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' বইতে লিখেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী ১৩ বছর পর্যন্ত দলিল প্রমাণ ও আদর্শ দ্বারা সত্য বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে তলোয়ার হাতে তুলে নেন। তলোয়ার পাপ, পঙ্কিলতা ও অন্তরের ময়লা দূরীভূত করে। তলোয়ার আরও কিছু করতে যেমন তাদের অন্ধত্ব দূর করে ও সত্যকে চিনতে শিখায় এবং তাদের সব রকম অহঙ্কার ও গোড়ামী ত্যাগ করে সত্যের কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য করে ...। ইসলামের তলোয়ার তাদের অন্তরের অন্ধকার করে রাখা পর্দা ছিন্ন ভিন্ন করে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে সহায়তা করে।" মোটকথা মৌলবাদী মোল্লা এবং তাদের অনুসারীদের ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের জন্যই মানুষ ইসলামকে ভুল বুঝে ও সন্ত্রাসকে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করতে সাহসী হয়।

তাছাড়া ইসলামে জেহাদের যে অনুমতি দেয়া হয়েছে মৌলবাদীরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী তারও অপব্যাখ্যা করে। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৯১ আয়াতে বলা হয়েছে –

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (١٩١)

'এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐসব লোকের সাথে যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।' অর্থাৎ কেবল আক্রান্ত হলেই শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা যায়। কেবল আত্মরক্ষার জন্য ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধের অনুমতি, আর কিছুর জন্য নয়। রাজনৈতিক কারণে রাজত্ব লাভের কারণে

অথবা আর কোন রকম জাগতিক কারণে যুদ্ধ করার অনুমতি নেই। আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ হলেও তা সীমালঙ্ঘনকারী বা অতিমাত্রায় নিষ্ঠুর হিংসাত্মক ও ধ্বংসকারী হ'তে পারে না। মনে হয় ইসলামের মতে বোমাযুদ্ধ কোন অবস্থাতেই অনুমোদন প্রাপ্ত নয়, কেননা তা হবে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন। বদর ও উহুদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করলেও মুসলমানরা প্রথম সুযোগেই শান্তি চুক্তি বা হুদায়বিয়ার সন্ধি করে; যদিও এই সন্ধির অনেক শর্তই ছিল মুসলমানদের জন্য অনেকাংশে অপমানজনক। আর এই সন্ধিকেই আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদের সবচাইতে বড় বিজয় হিসাবে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের সময় ও বিশেষ রক্তক্ষয় হয় নি বরং দয়া ও ক্ষমার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন স্থাপন করা হয়েছে। মোটকথা ইসলামের জেহাদ অস্ত্রের লড়াই নয় বরং নিজের আত্মার সংশোধনের লড়াই। পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সৎ কাজের, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর লড়াই। সত্যও ন্যায়ের প্রচার ও প্রসারের জন্য দারিদ্র ও অনাচার দূরীভূত করার জন্য আর্থিক কুরবানী করা ও উত্তম জেহাদ।

এবারে দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজত্ব ও উপনিবেশ প্রসারের সময়ে আসা যাক। মুসলমানদের রাজত্ব প্রসারের পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশ আর পশ্চিম সীমান্তে স্পেন। ১২০১ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলার সীমান্তে এসে কোন রকম যুদ্ধ ছাড়াই বিজয় লাভ করেন। লক্ষণাবতীতে রাজা লক্ষণ সেন কুসংস্কারের প্রভাবে যুদ্ধ ছাড়াই সিংহাসন ত্যাগ করে পলায়ন করেন। এর পর থেকে ১৭৫৭ সালে বৃটিশদের আগমন পর্যন্ত এ এলাকা সুলতান ও মুঘল আমলে মুসলমান শাসকদের দ্বারাই শাসিত হয়। কিন্তু এ সময় প্রজাদের জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তর করাবার কোন চেষ্টা করা হয় নি এমনকি ধর্মের নামে কোন রকম অত্যাচারও করা হয় নি। ধর্মীয় উদাহরণ ছাড়াও রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও এটাই সাব্যস্ত করে যে দীর্ঘদিন ধর্মীয়ভাবে আঘাত করলে শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসনকাল টিকিয়ে রাখতে পারত না। সেই জন্য এই সময় বিপুল হারে ধর্মান্তরও সাধিত হয় নি। "In Bengal now Bangladesh Muslims were an infinitesimal minority in the middle of the eighteenth century when the British took over the administration from the Mughals. ব্রিটিশরা মুঘলদের কাছ থেকে রাজত্ব লাভের সময় বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুব কমই ছিল। অথচ ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় এ অঞ্চলে মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। অর্থাৎ বৃটিশ আমলে মুসলমান দরবেশ ও প্রচারকদের প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়েই জনসাধারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কোন রকম বলপ্রয়োগ বা সন্ত্রাসের স্বীকার হয়ে নয়। জোরের সঙ্গে কোন সময়ই মানুষের মন জয় করা যায় না। বর্তমানে সন্ত্রাসের সঙ্গে ধর্মের যে যোগাযোগ মনে করা হয় তা সাধারণ ধার্মিক মানুষের জন্য নয় বরং মৌলবাদী ধর্ম বিকৃতকারীদের দরুন।

স্পেনে মুসলমানরা প্রায় সাতশ' বছর শাসন করেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম বলপ্রয়োগের অভিযোগ শুনা যায় না। গ্রানাডাতে মুসলমানদের তৈরী সিংহ প্রাসাদ (Lion's Place) দেখার সময় গাইডকে বলতে শুনেছি, এই শাসকরা কাফির (Heathen) হলেও সুশাসক ও দয়ালু ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রাসাদে সিংহের ভাস্কর্য আছে আর চামড়ার উপর রং দিয়ে মুসলমান শিল্পীদের আঁকা রাজ পরিবারের ছবিও আছে। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি রাণী ইসাবেলা মুসলমানদের বিতাড়িত করেন। তিনি বলেন, এদেশে কোন মুসলমান থাকতে পারবে না, স্পেনীয় হলেও না। মুসলমানদের হয় খৃষ্টান হতে হবে, না হয় দেশ ছেড়ে যেতে হবে নতুবা মৃত্যুদন্ড বরণ করতে হবে। এতদিন দয়ালু মুসলমান শাসকের অধীনে থেকেও এতটুকু পরমত সহিষ্ণুতা শিখে নি প্রেমের চরম প্রবক্তা খৃষ্টিয় ধর্মের পরম সেবিকা ইসাবেলা। তার এমন নিষ্ঠুর আদেশ যে ধর্মান্তর গ্রহণ না করলে মৃত্যুদন্ড। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রানী ইসাবেলার সময়ই কলম্বাস পশ্চিমে যাত্রা করে আমেরিকার ভূখন্ড আবিষ্কার করেন ১৪৯২ সালে। কলম্বাসের এই যাত্রার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হয় যার যোগান দেয় স্পেনীয় ইহুদীরা। স্পেনের ইহুদীরা মুসলমানদের শাসনের সময় শান্তিতে ও নিরাপদে ছিল। মুসলমান বিতাড়িত হওয়ার পর তারা কিছুটা নিরাপত্তাহীন ও ভীত হ'য়ে পরে। তারা মনে করে প্রয়োজনে পালিয়ে যাওয়া যায় এরকম ভূখন্ড খুঁজে রাখলে মন্দ হয় না। তাই তারা উৎসাহের সঙ্গে কলম্বাসের সমুদ্র যাত্রায় আর্থিক সহায়তা করে। তুলনা - মূলকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৪৯২ এর আগেই আফগানরা তাদের জাতীয়·গুণগত উৎকৃষ্টতার কারণে ভারতে রাজত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

এই নতুন ভূখন্ড ইউরোপের লোকদের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের জোয়ার এনে দিল, তারা জনগণের কাছে প্রচার করল যে, তারা খৃষ্টের নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ আহরণ। আমেরিকায় খৃষ্টানদের খৃষ্টধর্ম প্রচারের একচেটিয়া অধিকার ছিল কেননা সেখানে অন্য ধর্মের অনুসারীরা যায় নি। তবুও ইতিহাসে দেখা যায়; বহু শাসকগোষ্ঠীকে হত্যা করা হয়েছে ও স্থানীয় কৃষ্টিকে অবলুপ্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে সব চাইতে অগ্রণী যুক্তরাষ্ট্র। সেই অঞ্চলে যে সকল রেড ইন্ডিয়ান জাতি ছিল আজ শুধু তাদের চিহ্ন মাত্র আছে। সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে কিছু কিছু লোককে অন্যদের দেখার জন্য রিজার্ভেশনে রাখা হয়েছে। যে রকম চিড়িয়াখানায়ও সাফারী পার্কে প্রাণীদের রাখা হয় মানুষের দেখার জন্য। আজ আফগানদের যে কারণে বোমা হামলা করা হচ্ছে একই কারণে রেড ইন্ডিয়ানদেরও নিধন করা হয়েছে। কারণ হচ্ছে, তারা সন্ত্রাসী, যখন তখন গোপনে আক্রমণ করে জান মালের ক্ষতি করে, কোন রকম চুক্তি মানে না, সন্ধির শর্ত পালন করতে পারে না, বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার জানে না, নারীর সম্মান দিতে জানে না এমনকি যে

অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তার ব্যবহার নিজেরাতো করতে পারেই না অন্যকেও করতে দিতে চায় না। তাদেরকে না মারলে এত বিপুল সম্পদ পৃথিবীর কাজে আসত না, অব্যবহৃত থেকে যেত। কাজেই তারা নিজেরাই নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে এনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাইরের লোকের কি দোষ!

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি, পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী ও সম্পদশালী দেশ। কিন্তু কিছুদিন আগেও সেখানে প্রচলিত ছিল দাস প্রথা। আফ্রিকা থেকে দাস নিয়ে তাদেরকে পশুর মত খাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তিলে তিলে জমিয়েছে আজকের এই বিপুল সম্পদরাজি। ইউরোপীয়ানরা তাদের পরিচিত স্থান আফ্রিকা থেকে দাস নিয়ে বিক্রি করেছে কিন্তু নিজেদের দেশে দাস প্রথা চালু করে নি, মনুষ্যত্ব ও বিবেককে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয় নি। সমাজে শোষিত মানুষের স্থায়ী বসবাসে মূল্যবোধের যে অধঃপতন হয় তা-ও তারা হতে দিতে চায় নি। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ব প্রধান সম্পদশালী দেশ যার সম্পদ আহরণের পিছনে রয়েছে হত্যা, শোষণ ও দাসত্বের কলঙ্ক। আমেরিকানরা পরমতসহিষ্ণু, গণতান্ত্রিক ও উদার। তারা নিজেদেরকে ধর্মভীরু, কনজারভেটিভ বলে জাহির করতে পসন্দ করে। তবু তারা পৃথিবীর সবচাইতে বস্তুবাদী। তাদের খোদা হচ্ছে সম্পদ আর ধর্ম হচ্ছে ফূর্তি। অর্থ উপার্জন ও আনন্দ করাই তাদের জীবনের মূলমন্ত্র।

বর্তমান কালে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে প্রথম মুসলমান দেশ হোল ইরান। ইরান এক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক সম্ভ্রান্ত দেশ। সে দেশে ছিল রাজতন্ত্র। রাজা রেজা শাহ্ পাহলভী। তিনি আমেরিকার বিশিষ্ট বন্ধু এবং সে দেশের প্রধান ব্যবসায়ী অংশীদারই আমেরিকা। তিনি দেশের সম্পদ প্রধানতঃ তেল, স্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করতেন যা জন সাধারণের পসন্দ ছিল না। রাজার অভ্যান্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার দায়িত্বও নিয়েছিল আমেরিকা। এর ফলে শাহ্ হয়েছিলেন তাদের হাতের পুতুল। ইরানের শিক্ষিত গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর স্বপ্ন ছিল একটি প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সম্পদের সুষম বন্টন ও সদ্ব্যবহার। তাই তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে ডঃ মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে। আমেরিকার সহযোগিতায় এই আন্দোলন নির্মূল করা হয়। কিন্তু জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (National Socialism) বিপ্লবের ধারা ও রাজতন্ত্রের বিরোধিতা চলতেই থাকে।

খোমেনী এই বিপ্লবাত্মক পটভূমির সুযোগ নেয় ও রাজতন্ত্র বিরোধী জনমতের সঙ্গে ধর্মীয় ভাবধারা যুক্ত করে। ধর্মীয় ভাবধারায় জনগণকে সংঘবদ্ধ ও উত্তেজিত করতে সুবিধা হয় এবং পরিণতিতে এক সফল বিপ্লব সাধিত হয়। আমেরিকা সকল চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিপ্লব প্রতিহত করতে পারে নি। এটা তাদের একটা ব্যর্থতা যা তারা আর প্রসার লাভ করতে ও অন্যান্য জায়গায় বিস্তার লাভ করতে না দিতে বদ্ধপরিকর। সেই জন্য আমেরিকা ইসলাম ও সন্ত্রাসকে যুক্ত করতে ও কোন রকম উদারপন্থী বিপ্লব ঘটতে দিতে বিশেষতঃ তেল সমৃদ্ধ. মধ্য প্রাচ্যে কোন রকম পরিবর্তন দেখতে নারাজ। যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্য ভাল যে, ইরানে ধর্মীয় ভাব ধারায় বিপ্লব ঘটেছে। তা না হলে সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হোতই এবং আমেরিকার জন্য তা সহ্য করা বা সংহত করে রাখা হোত দুঃসাধ্য।

ইরাকেও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে। জার্মানীর এরূপ বিপ্লবের মাধ্যমেই হিটলারের জাগরণ ঘটেছিল। ইরাকেও তেমনিভাবে সাদ্দাম হোসেন একনায়ক হিসাবে উঠে আসে এবং ইরাককে শক্তিশালী শিক্ষিত ও উন্নত করে তুলতে সচেষ্ট হয়। আমেরিকা উন্নত ইরাককে উস্কিয়ে দিয়ে ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। আট বছর ধরে এই দুই দেশের যুদ্ধ চলে। পশ্চিমাদের সাজান (Orchestrated) এই খেলা ভালই চলছিল। এটাকে কারও কাছে সন্ত্রাস বা শান্তিনাশক মনে হয় নি কেননা দুই দেশই আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র কিনে নিজেদের নিধন কাজে লিপ্ত ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে এই সময় আমেরিকা, ইরানের একটি বাণিজ্যিক এয়ার লাইন্সের একটি যাত্রী ভর্তি বিমান, গোলা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে। এ জন্য তারা কোন ক্ষমা চায় নি। ভুল বলে স্বীকার করে নি বা ক্ষতি পুরণ দেয় নি। এই যুদ্ধ থামলে পরে ইরাকের আমেরিকার কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র ও ক্ষমতা পার্শ্ববর্তী দেশগুলি বিশেষতঃ ইসরাঈলের জন্য ক্ষতিকর মনে হওয়ায় তারা ইরাকের বিরুদ্ধে অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম পরিচালনা করে ও ইরাককে সকল দিক দিয়ে একেবারেই মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কোন এক সময় বলেন আমেরিকার লোকজন যেন কম দামে তেল পায় সেজন্যই এই অপারেশন। কিন্তু আমেরিকার বিবেকবান গোষ্ঠী বলেন যে, তারা বেশী দামে তেল কিনতে রাজি আছে কিন্তু ধ্বংস ও রক্তক্ষয় দেখতে রাজি নয়।

সউদি আরবও আমেরিকার কুক্ষিগত। রাজার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার দায়িত্বও আমেরিকার হাতে; তার প্রধান সম্পদ তেলও আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে। বিন লাদেন এই অবস্থারই পরিবর্তন চেয়েছিল। সে আরব দেশে ইরানের মত বিপ্লব চায়, গণতন্ত্র চায়। কিন্তু আরব সমাজ এতটা শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা না হওয়ায় ও আমেরিকা ইরানের অভিজ্ঞতার আলোকে আরও বেশী দক্ষ কুটনীতি খাটাতে পারায় বিন লাদেনের সফল হওয়ার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন বিন লাদেন খোমেনীর মত ধর্মকে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়। ধর্মকে যখন কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয় তখনই তা হয় মৌলবাদ। কট্টর ধর্মপন্থী হওয়ার নাম মৌলবাদ নয়। মৌলবাদ মানে ধর্ম ব্যবসায়। যখন ক্ষমতা লাভের জন্য অর্থ লাভের জন্য, প্রতিপত্তি লাভের বা অন্য কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয় তখনই তাকে বলা হয় মৌলবাদ। মৌলবাদীরাই জেহাদ শব্দের ব্যবহার ও অপব্যাখ্যা করে সবচাইতে বেশী। একথা

ঠিক যে, মুসলমানরা এক ফিরকা অন্য ফিরকার বিরুদ্ধে ও এক মুসলমান দেশ বা দল অন্য মুসলমান দলের বিরুদ্ধে জেহাদ কথাটা ব্যবহার করছে অনেক বেশী। সুবিধাবাদীরা এই শব্দের আড়ালে থেকে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করতে চায় এবং নিজেকে সৎ এবং সঠিক প্রমাণ করতে চায় এবং নিজ স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ করে নিতে চায়। উদাহরণ হিসেবে দেখান যায় যে মুঘল সম্রাট বাবর পাঠান সম্রাট ইব্রাহীম লোদির বিরুদ্ধে পানিপথের যুদ্ধকে এক পর্যায়ে জেহাদ ঘোষণা করে। তার এই চাল অনেকাংশে সফলও হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ কোন মতেই ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ছিল না।

কাশ্মীর ও ইসরাঈলের বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীদেরও সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে। কিন্তু এই নিপীড়িত জনগণ জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের জন্যই আন্দোলন করে যাচ্ছে যা কখনও কখনও সশস্ত্র রূপ নিচ্ছে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত বিশ্ব বিবেকের মতামত মনে করা যেতে পারে। শক্তিশালী দেশ ঔদ্ধত্য দেখিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত (যেখানে ভেটো প্রয়োগের অধিকার আছে) প্রত্যাখ্যান করতে পারে; তাতে কারও টনক নড়ে না। কিন্তু জনগণ তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করলেই তা হয়ে দাঁড়ায় সন্ত্রাস। এমতাবস্থায় সন্ত্রাসের একটি সংজ্ঞা খুঁজে বের করা দরকার। এ পর্যন্ত যে সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে তা হলো এক জনের মতবাদ বলপ্রয়োগ করে অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টার নামই সন্ত্রাস। এই সংজ্ঞা নিয়ে সবাই এক মত হ'তে পারে নি। সন্ত্রাসের সংজ্ঞা আরও একটু ব্যাপক করে এভাবে বলা যেতে পারে- পৃথিবীতে যা কিছু স্বাভাবিক সুন্দর ও সুকুমার তাকে যা দলিত মথিত ও ধ্বংস করতে চায় তা-ই সন্ত্রাস। জাতিসংঘ নয় বরং মানবাধিকার সংস্থা বা এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যা কিছু আপত্তিকর মনে করে তা-ই সন্ত্রাস। অর্থাৎ অন্যদেশ নয় একই দেশে শাসক-গোষ্ঠী বিরোধীদের উপর বা একমতবাদের লোক অন্য মতবাদের লোকের বিরুদ্ধে অনেক বেশী সন্ত্রাসমূলক কাজ করতে পারে। এবং পৃথিবীতে এরকম সন্ত্রাসই বেশী।

বিন লাদেনের অনেক আগেই আমেরিকা কর্তৃক ঘোষিত শত্রু ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী হচ্ছে কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো। তাকে অনেক বার গালিগালাজ ও সতর্ক করার পরও আমেরিকা কিউবাকে বোমা আক্রমণ করতে সাহস করে নি যদিও ইচ্ছার অভাব বা চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ব্যবস্থাপনায় কিছু অলিখিত নিয়মনীতি ও বিবেক কাজ করতো। আজ মনে হয় সেসব ন্যায়নীতি নির্বাসিত হয়ে গেছে। অথবা আফগানিস্তান এমনই নিকৃষ্ট ও ওচা (অনেকটা রেড ইন্ডিয়ানদের মত) যে তাদের নিধন করতে কোন ন্যায়-অন্যায় বিচারের প্রয়োজন নেই। আমাদের ধারণা ছিল সভ্যতা অনেক অগ্রসর হয়েছে মধ্য যুগের বর্বরতা-জোর যার মুল্লুক তার- ইত্যাদি আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে মনে হচ্ছে খুব কিছু বদলায় নি।

এই সব আলোচনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে বুঝা যায় যে, সন্ত্রাস এর সঙ্গে মৌলবাদের কিছুটা সম্পর্ক থাকলেও ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং মানবতার জন্য বিশেষ কল্যাণস্বরূপ। কেবল মাত্র ধর্ম আক্রান্ত হলে বা বিশ্বাসের উপর আঘাত হ'লেই বিশেষ সীমাবদ্ধতার মধ্যে জেহাদে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি আছে। কোন মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার, জন্য রাজত্ব লাভের জন্য বা প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য জেহাদ নয়। বর্তমান সময়ে সভ্যতা যতটা বিকশিত হয়েছে, অস্ত্র যতটা ভয়াবহ হয়েছে ও ধর্মীয় মানুষ সহনশীলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে অস্ত্রের জেহাদ একান্তই অবাস্তব ও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যে সন্ত্রাস তার কারণ আর যাই হোক ধর্ম নয়। আদর্শহীন রাজনীতি, সকল পর্যায়ে দুর্নীতি, অপরিমেয় লোভও অর্থলিপ্সা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সবরকম মূল্যহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়া ইত্যাদিই সন্ত্রাসের মূল কারণ। তাছাড়া গ্লোবালাইজেশনের মাধ্যমে অনুন্নত বিশ্বকে শোষণ ও বিশাল মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলির যে কোন মূল্যে সম্পদ বৃদ্ধির প্রবণতা ও সীমাহীন দুর্নীতিকেও বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস বৃদ্ধির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যুক্ত রাষ্ট্র একটি চমৎকার দেশ। যেখানে স্বাধীনতা ও উন্নতির সুযোগ অপরিসীম। এখানকার মানুষ সহজ, সরল ও স্পষ্টবাদী। সন্ত্রাসের প্রতিশোধ ও আফগানিস্তানের বোমাবর্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণ দায়ী নয় বরং অর্থলিপ্সু, স্বার্থন্বেষী, দুর্নীতিপরায়ণ, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মুষ্টিমেয় মূল্যবোধহীন ব্যক্তিত্বরাই (খন্নাছ) দায়ী।

১১ই সেপ্টেম্বরের এই ভয়াবহ মর্মান্তিক ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এখন যে কোন বিশাল শক্তিকে যে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা দল সন্ত্রাসী আক্রমণ করতে পারে এবং গরিলা যুদ্ধের কায়দায় মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। অনেক বেশি কড়াকড়ি আরোপ ও সাবধানতা অবলম্বন করেও নিরাপত্তা লাভ করা ও সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব না-ও হ'তে পারে। আর কেবল বিবেক (Rationality) ন্যায়-নীতি (System) আইন (Law) ও সংগঠন (Institution) বিশ্বে প্রকৃতি শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সক্ষম নয়।

বর্তমান বিশ্বের সব মতবাদ (Ism), প্রচার (Media) প্রতিষ্ঠান (Institution); মানুষের মন থেকে বিদ্বেষ নাশ করতে ও সন্ত্রাস রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মনে হয় এরকম চলতে থাকলে সন্ত্রাস আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। মানুষ ক্রমশঃ এক অসহনীয় আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার স্বীকার হয়ে যাবে।

রাষ্ট্রীয় কোন প্রচেষ্টায় সন্ত্রাস সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব নয়, সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা মনে করি এই জন্য ঐশী সাহায্যের প্রয়োজন। এরূপ কার্যকর ঐশী বিধান কেবল ইসলামেই পাওয়া যেতে পারে। আমরা সত্যিকার মুসলমানরা সেই বিধান আপমর জনসাধারণের কাছে পৌছানোর জন্য সদা প্রস্তুত।

বাংলাদেশে শহীদ আহমদী

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। তাই মানুষ তাঁর ইবাদতে নিত্য নিয়ত মগ্ন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এই ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাঁর পুরস্কার পাওয়া যায়। আর এই পুরস্কারের মধ্যে অন্যতম হলো শহীদ। পুরস্কারের গুরুত্ব বিবেচনায় শহীদের স্থান অনেক উর্ধ্বে। শহীদের অর্থ শুধু জীবন বিসর্জন নয়, আল্লাহ্‌র পরম সান্নিধ্যে গমন। জড় জীবনের বিনিময়ে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ। নূতন করে জন্ম গ্রহণ। এজন্য আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে বলেছেন – 'যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছেন, তাঁদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত এবং তাদেরকে রিয্‌ক দেয়া হচ্ছে' (৩ ঃ ১৭০)। তদুপরি পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার মাঝে আল্লাহ্‌তাআলা যে চারটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মাঝে সালেহীয়তের পর শাহদতের মর্যাদাও এই জামাতের সৌভাগ্যবানরা লাভ করে চলেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের ফলে একদিকে যেমন পুণ্যাত্মাগণ কর্তৃক আল্লাহ্‌তাআলার প্রশংসা গানে আসমান জমীন মুখরিত, অন্যদিকে তেমনি অন্ধকারজীবী অসুরের উন্মত্ত মাতনে ধরাতল প্রকম্পিত। আজ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন উজ্জ্বল সূর্যের মত সত্য। এই সত্যের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে মিথ্যাচারী আলেম সম্প্রদায়ের হিংস্রতা , উল্লাস আর জিঘাংসাবৃত্তি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তারা যুগ-ইমামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনেই চলেছে। দুনিয়া থেকে জামাতে আহমদীয়াকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল । তারপরও তারা নিরস্ত হয়নি। আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের উপর একের পর এক পাশবিক নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়ে গেছে । নিষ্ঠুরভাবে অসংখ্য সরলপ্রাণ মানুষকে হত্যা করেছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসের পাতা খুল্‌লেই চোখে পড়ে সেই সব নৃশংস হত্যার লোমহর্ষক কাহিনী। সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ, আব্দুর রহমান ও নেয়ামতুল্লাহ খান সাহেবানের নির্মম হত্যার করুণ কাহিনী আজও আমাদের চিত্তকে ব্যথাতুর করে তোলে। সাহেবযাদা আব্দুল লতীফের হাতে পায়ে বেড়ী পরিয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাস্তা পার করে কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে দিয়ে পাথর ঠুকে ঠুকে কি নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে! নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে রুস্তম খান, আফযাল খান খোকার, সাঈদ আহমদ, সুবেদার গোলাম সারোয়ার প্রমুখ ধর্মপ্রাণ আহমদী ভ্রাতাগণকে। করাচীর শুক্কুর এলাকার কামরুল হক, খালেদ সোলায়মান, কুরায়েশী আব্দুর রহমান (আমীর, শুক্কুর জামাত) আর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আকিল বিন আব্দুল কাদিরকে হত্যা করা হয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে ধারালো কুড়াল আর শাণিত অস্ত্রাঘাতে। কেবল আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে নয়, সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র এরা চালিয়েছে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অনুসারীদের উপর নারকীয় নিধনযজ্ঞ। দুর্বৃত্তদের হিংস্র থাবা থেকে বাংলাদেশও বাদ যায় নি । পাঞ্জাব দাঙ্গার দশ বছর পর ১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরে অনুষ্ঠিত ৪৭তম সালানা জলসায় তারা হামলা চালিয়ে শহীদ করেছে জামাতের দু'জন নিবেদিত প্রাণ কর্মী জনাব ওসমান গনি এবং জনাব আবদুর রহীমকে ।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরানো জামাত । পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের অনেক আগেই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ববঙ্গ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রধান কেন্দ্রে। এরপর কেন্দ্রটি ঢাকাস্থ ৪ নং বখশীবাজার রোডে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তারপরও জামাত হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার গুরুত্ব কমে যায় নি। বরং বাংলাদেশের জামাতগুলোর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জামাত। এখানে বাংলাদেশের প্রথম ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ)-এর জন্মস্থান এখানেই। দেশের প্রবীণ ও ত্যাগী আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীগণের আবাসভূমি এই ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। এখানেই অনুষ্ঠিত হতো জামাতের বিশেষ বিশেষ কর্মকান্ড। এই কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে ১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বরে এখানে অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের ৪৭তম সালানা জলসা। মাগরিবের নামাযের পর শুরু হয় অধিবেশন। এমন সময় বিরুদ্ধবাদীরা জলসা কেন্দ্রের চারিদিক থেকে আক্রমণ চালায়। তাদের নেতৃত্বাধীন শত শত সহযোগী মরিয়া হয়ে জলসায় উপস্থিত লোকদের উপর ইট আর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করতে থাকে। মুষলধারে বৃষ্টির মতো চতুর্দিক থেকে অজস্র ইট পাথরের টুকরো নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। রক্তাক্ত হয়ে ওঠে সমগ্র জলসা কেন্দ্র। মানুষের আর্তনাদ আর হাহাকারে ভারী হয়ে আসে আকাশ বাতাস। প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন জনাব ওসমান গনি আর জনাব আবদুর রহীম।

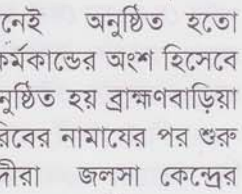

শহীদ ওসমান গনি

শহীদ আব্দুর রহীম

বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে এ দু'জন হ'লেন প্রথম শহীদ। শহীদ ওসমান গনির জন্মস্থান ছিল মানিকগঞ্জে। তিনি অত্যন্ত নিবেদিত ও জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন । শাহাদত বরণের পর তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সমাহিত করা হয়। আর শহীদ আব্দুর রহীমকে সমাহিত করা হয় তাঁর জন্মভূমি তারুয়ায়। এই হত্যাকান্ডের পরও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের গোঁড়া আলেমদের আক্রোশ মেটেনি। তারা শহীদ ওসমান গনির কবরের উপর হামলা চালিয়েছে। পরবর্তীতে জামাতের নিজস্ব অর্থে নির্মিত দ্বিতল মসজিদ। মসজিদ মোবারক জবর দখল করে নিয়েছে এবং মসজিদ ফাতাহ্ হিসেবে নতুন নামকরণ করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের পর বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টি পড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জামাতগুলোর উপর। আহমদীদের উপর একের পর এক পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে তারা জামাতের মসজিদ জায়গা সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। তারপরও তারা বিরত হয় নি। দীর্ঘদিন পর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সুন্দরবন জামাতের উপর। সুন্দরবন জামাত বাংলাদেশের বৃহত্তম জামাতগুলোর মধ্যে অন্যতম। নিরাপত্তার দিক থেকে সুন্দরবনকে বাংলাদেশের একটি শক্তি শালী ঘাঁটি মনে করা হয়। সুন্দরবন জামাত মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্গত। আর এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সামসুর রহমান। তিনিই ছিলেন সুন্দরবন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট। দীর্ঘদিন ধরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে এলাকায় তাঁর ব্যাপক প্রভাব গড়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট আইউব খানের আমলে তিনি টি, কে, (তমঘায়ে খিদমত) খেতাব সহ প্রেসিডেন্টের গোল্ড মেডেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ফলে স্থানীয় সরকারের উপর ছিল তাঁর যথেষ্ট প্রভাব। এলাকার কেউ তার সিদ্ধান্ত কিংবা কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সাহস পেতো না। ভাইয়ের একক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে জামাতের উপর কেউ কোন আক্রমণ চালাতে সাহস পেতো না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা থেমে থাকে নি। তারা দেশের বিভিন্ন এলাকার আলেম মৌলবীদের সাথে যোগ-সাজশ করেই চলে। গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় খুলনা জামাতের উপর। সুন্দরবন জামাতের অভিজ্ঞ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী সমন্বয়ে গঠিত খুলনার আহমদীয়া জামাত।

নিরালা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত খুলনা জামাত। ১৯৬৭ সালে বড় ভাই সামসুর রহমানের উদ্যোগে এবং কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এই জামাত। অল্প সময়ের মধ্যে জামাতের কর্মকান্ড সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সুন্দরবন জামাত থেকে আগত কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে অতি দ্রুততার সাথে জামাত এগিয়ে যায়। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এলাকার বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ খুলনা জামাতকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে । তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখী শিকার। খুলনা জামাতের কার্যক্রমকে থামিয়ে দিতে পারলে সুন্দরবন জামাতকে পঙ্গু করা সহজতর হবে । তাই বিরুদ্ধবাদীগণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে খুলনা জামাতকে বেছে নেয়।

প্রাথমিকভাবে তারা খুলনা জামাতের লোকজনকে উত্যক্ত করা শুরু করে। জামাত কেন্দ্রে গমনাগমনের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে । জামাতের ছেলে, মেয়ে নজরে পড়লে তাদের উপর অশালীন মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়। তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে । আড়াল থেকে ইট পাথরের টুকরো ছুড়ে মারে। জামাত চত্বরের ডাব-নারিকেল, আম-জাম পেড়ে নিয়ে যায়। এসব করার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য, আর তা হলো আহমদীদের বিরুদ্ধে বিবাদ সৃষ্টির অজুহাত তৈরী করা। আর একবার কোনক্রমে একটা সংঘাত বাঁধাতে পারলে তাদেরকে এই এলাকা থেকে উৎখাত করার রাস্তা তৈরী সহজ হবে। তাদেরকে এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা যাবে। সব ধরনের নিপীড়ন, নির্যাতন চালিয়ে যখন কাজ হলো না, তখন তারা বিকল্প পথের আশ্রয় নিলো। তারা আহমদীয়া জামাতের লোকদের বিরুদ্ধে বোমা হামলার মত নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটানোর পথ বেছে নিলো। তারা আরও বেছে নিলো জুমুআর নামাযের সময় এই হামলা চালানো হবে। তারা গোপন বৈঠক করে এই হামলার দিন নির্ধারণ করলো ১৯৯৯ সালের ৮ই অক্টোবর জুমুআর দিন।

খুলনা জামাতের খাদেম ও মোয়াযযিন জনাব মমতাজ উদ্দীন আযানের জন্য তৈরী হচ্ছেন। মসজিদে তখনো কেউ আসেন নি। ঠিক এমনি এক নির্জন সময়ে ষড়যন্ত্রকারীরা একটি শক্তিশালী টাইম বোমা মসজিদে রেখে অতি সন্তর্পণে চলে যায়। মুসল্লিগণ একে একে মসজিদে প্রবেশ করে। সবাই সুন্নত নামায সেরে নেয়। জুমুআর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে যান মসজিদের ইমাম মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব। অত্যন্ত আবেগের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা দিয়ে চলেন। মুসল্লিগণ তন্ময় হয়ে খুতবা শোনায় মগ্ন। এমন সময় প্রচন্ড আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো ষড়যন্ত্রকারীদের পেতে রাখা টাইম বোমাটি। বোমার আঘাতে মসজিদের বেষ্টনী, ছাদ উড়ে যায়। বোমার আঘাতে মুসল্লিদের দেহ খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। বিশেষ করে সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে চারিদিকে ছিটকে পড়ে। মসজিদের মেঝে রক্তাক্ত হয়ে যায়। মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ আর কান্নার ধ্বনি এক মর্মস্পর্শী পরিবেশের সৃষ্টি করে। ঘটনাস্থলে নূর উদ্দীন আর জাহাঙ্গীর শহীদ হন। ধরাধরি করে ডাঃ মাজেদকে হাসপাতালে নেয়ার পর তিনিও মারা যান। এরপর একে একে মহিবুল্লাহ, আকবর হোসেন ও সোবহান মোড়ল শহীদ হন। মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব সহ মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, খাদেম, মোয়াল্লেম শেখ

আব্দুল ওয়াদুদ, এনামুল হক রনী, হাফেয মনসুর আহমদ এবং সর্বজনাব আব্দুর রাজ্জাক, ওমর ফারুক, আলী আকবর, মোহাম্মদ আলী মৃধা, আহসান জামীল, মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্‌, চঞ্চল প্রমুখ মারাত্মকভাবে আহত হন। চিকিৎসার জন্য তাদের অনেককে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। মমতাজ উদ্দীন ঢাকায় চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান। এভাবে মারাত্মক বোমার আঘাতে একে একে সাতজন আহমদী শহীদ হন। আর এই সাত জনের মধ্যে ছয় জনই সুন্দরবন জামাতের সদস্য ও আমাদের নিকট আত্মীয়।

খুলনার এই বোমা হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হিংস্র বিরুদ্ধবাদী আলেমদের দেশব্যাপী পাতানো নেটওয়ার্কের একটি অংশ মাত্র। তাই একই উদ্দেশ্যে একই সময় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদের দোতালায় একটি টাইম বোমা পেতে রাখা হয়েছিল, যা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার হওয়ায় বিশাল এক ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সটি রক্ষা পায়। খুলনায় বোমা হামলার ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ বিটিভি, ইটিভি,বিবিসি , ভয়েস অব আমেরিকা সহ দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং দেশে-বিদেশে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ঘৃণ্য হত্যাকান্ডের জন্য দেশের সুধী সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আহমদীদের শাহাদৎ বরণের হৃদয় বিদারক দৃশ্যাবলী বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলো সচিত্র প্রতিবেদনসহ গুরুত্বের সাথে প্রচার করে। সাত শহীদের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে নীচে তুলে ধরা হলো ঃ

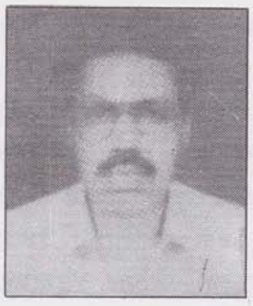

শহীদ ডাঃ আবদুল মাজেদ ঃ ১৯৫৭ সালের ২১ সে জুন দক্ষিণ সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর থানার মুন্সীগঞ্জে ডাঃ আবদুল মাজেদ জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট বেলায় তিনি স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। পিতা মেছের আলী গাজী সাহেবের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় আমার বড় ভাই সামসুর রহমানের শরণাপন্ন হন। বড় ভাই মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সুন্দরবন হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি আব্দুল মাজেদকে আমাদের বাড়ীতে রেখে সুন্দরবন স্কুলে পড়ার সুযোগ করে দেন। এই স্কুল থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর খুলনার সুন্দরবন আদর্শ কলেজ থেকে তিনি গোল্ড মেডেল নিয়ে আই এস সি পাশ করেন। অতঃ পর তিনি লন্ডন থেকে ডি টি এস এ্যান্ড এইচ- এফ আর এস টি এস এ্যান্ড এইচ ডিগ্রি গ্রহণ করেন। তারপর দেশে ফিরে খুলনাতেই চিকিৎসা শুরু করেন।

এখানেই তিনি কতিপয় আহমদী ছেলেকে নিয়ে একটি প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরী এবং " ফযলে ওমর এলার্জি ও এজমা সেন্টার " প্রতিষ্ঠা করেন। শহীদ ডাঃ আব্দুল মাজেদ স্কুলের পাঠ্যাবস্থায় ১৯৭৩ সালে বয়াত নিয়ে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি হুযূর (আঃ)-এর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান এবং জামাতের কর্মকান্ডের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি খুলনা জামাতের খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, সেক্রেটারী তবলীগ, সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমে আলা ও খুলনা মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ডাঃ মাজেদ আজীবন জামাতের খেদমত করে গেছেন। তাঁর বাবা-মা ভাই-বোন কেউ আহমদী ছিলেন না । ফলে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। আর তার প্রতিদান হিসেবে তিনি সবাইকে অসুখ-বিসুখে চিকিৎসাসহ অকৃপণভাবে আর্থিক সাহায্য করে গেছেন, যথাসাধ্য সেবা যত্ন করেছেন। তিনি গরীব-দুঃখীদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেছেন। শহীদ ডাঃ মাজেদ আমরণ জামাত ও মানবতার সেবা করে গেছেন। তিনি শাহাদাৎ বরণ কালে সেলিনা ববি ও তাহেরা রাফা নামে দুই কন্যা সহ স্ত্রী কোরায়েসা লিলিকে রেখে যান। তার স্ত্রী একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা। তিনি স্বামীর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে জামাতের সেবা করে যাচ্ছেন।

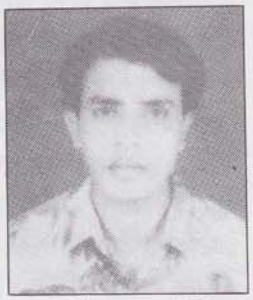

শহীদ জি এম মুহিবুল্লাহ ঃ ১৯৬৯ সালের ১৩ই আগষ্ট সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানাধীন যতীন্দ্র নগর গ্রামে জি. এম. মুহিবুল্লাহ্‌ জন্মগ্রহণ করে। তার বাবা জি এম মতিউর রহমান একজন প্রাক্তন সরকারী স্কুল শিক্ষক। আমার শ্বশুর সামাদ আলী গাজী সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা রিজিয়া বেগম ছিলেন মুহিবুল্লাহ্‌র মা। ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত ঈদুল ফিতরের দিনে তাঁর বাবা সহ আমরা ৩০ জনের অধিক যুবক এক সঙ্গে বয়াত নিয়ে আহমদীয়া জামাতে সামিল হই। এর প্রায় ছয় বছর পর শহীদ মুহিবুল্লাহ্‌র জন্ম । সামাদ আলী গাজী সাহেবের গৃহাঙ্গণে অবস্থিত ছিল শত বছরের পুরানো এবং এলাকার একমাত্র জামে মসজিদটি। গাজী সাহেবের বয়াত গ্রহণের পরপরই এই মসজিদটি আহমদীয়া জামাতের অধীনে চলে আসে এবং মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হয় আহমদীয়া জামাতের কার্যালয়। ফলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতেই মুহিবুল্লাহ সহ তাদের গোটা পরিবার আহমদীয়া জামাতের সরাসরি সাহচর্যে আসে। সাত ভাই বোনের মধ্যে মুহিবুল্লাহ্‌ ছিল দ্বিতীয়। সুন্দরবন হাই স্কুল থেকে এস এস সি এবং খুলনার আজম খান কমার্স কলেজ থেকে বিকম পাশ করে সে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। মুহিবুল্লাহ ছিলো জামাতের কাজ কর্মে নিবেদিত প্রাণ। আতফাল থেকে শুরু করে খোদ্দাম পর্যায়ে সে জামাতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। মুহিবুল্লাহ্‌ খুলনা জামাতের সেক্রেটারী ওয়াকফে

নও, সেক্রেটারী এশায়াত এবং বৃহত্তর খুলনা -বরিশাল এলাকার রিজিওনাল কায়েদ ছিলো। তার নিয়ন্ত্রণাধীন মজলিস ১৯৯৭ – ৯৮ বর্ষের শ্রেষ্ঠ রিজিওনাল মজলিস হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সে ছিল একজন সুবক্তা, ক্রীড়াবিদ এবং দক্ষ সংগঠক। মুহিবুল্লাহ্ ১৯৯২ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় যোগদান করে। সেখানে হুযূর (আইঃ)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। শাহাদৎ কালে সে তার মা, বাবা , ভাই , বোন ও স্ত্রীসহ একমাত্র কন্যা সুফিয়া খিলাত (ওয়াকফে নও)-কে রেখে যায়।

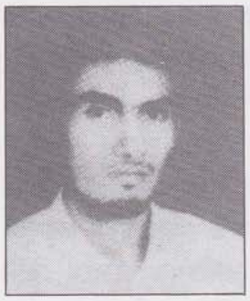

শহীদ নুরুদ্দীন আহমদ ঃ ১৯৭০ সালের ২৪ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর থানার ভেটখালী গ্রামে নুরুদ্দীন আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সেকেন্দার হায়াতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তার দাদা সূফী সকিম উদ্দীন ছিলেন সুন্দরবন এলাকায় প্রথম আহমদীয়তের বাণীবাহক। ১৯৪৩ সালে শ্যামনগর থানায় আগত মীর্যা আলী সাহেবের নিকট থেকে তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের পয়গাম পান এবং সুন্দরবন এলাকার ঘরে ঘরে তা প্রচার করেন। সূফী সাহেবের সুদীর্ঘ কয়েক বছরের প্রয়াস ও নিরলস প্রচারের ফলে ১৯৬২ সালে সুন্দরবন এলাকায় আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। বয়াত গ্রহণের পর প্রায় অধিকাংশ সময় তিনি আমাদের বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে কাটান। তিনি তাঁর গৃহাঙ্গণে আহমদীয়তের ভিতকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে অনেক ঘোরাঘুরি করে পশ্চিম বাংলার এক বুযূর্গ আহমদীয়া পরিবারের মেয়ে মনোয়ারা বেগমের সাথে পুত্র সেকেন্দার হায়াতের বিয়ে দেন। এই মনোয়ারা বেগমের গর্ভজাত সন্তান শহীদ নুরুদ্দীন আহমদ। শহীদ নুরুদ্দীন ছিলেন বাবা মায়ের মতো শান্তশিষ্ট আর দাদার মতো ধর্মানুরাগী। সকলের সাথে অনায়সে মিশে যাবার একটা সহজাত গুণ ছিল তার স্বভাবের মধ্যে। নুরুদ্দীন বি এ পাশ করার পর খুলনায় আসেন এবং এখানে একটি ফার্মে চাকুরী নেন। ছোট বেলা থেকে তিনি জামাতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নেযামের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অবিচল আর জামাতের কাজে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। তার নযম পাঠ আর কুরআন তেলাওয়াত সবাইকে মুগ্ধ করতো। আশৈশব জামাতের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। খুলনা মজলিসের কায়েদ, জেলা কায়েদ হিসাবে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার দাবীদার। তার নিয়ন্ত্রণাধীন মজলিস ১৯৯৭ –৯৮ সালের শ্রেষ্ঠ মজলিস হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। শাহাদাত বরণের পূর্বে নুরুদ্দীন ছিলেন খুলনা জামাতের সেক্রেটারী পদে সমাসীন। মৃত্যুকালে তিনি তার বাবা মা ভাই বোন সহ স্ত্রী রেহানা পারভীনকে রেখে যান।

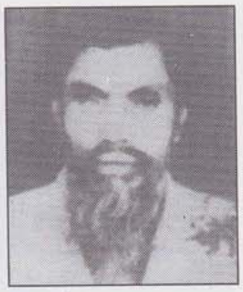

শহীদ সোবহান আলী মোড়ল ঃ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার যতীন্দ্র নগর গ্রামের মোড়ল পরিবারে সোবহান মোড়ল জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা বাছের মোড়ল ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তিনি গাজী বাড়ীর মসজিদের মোয়াযযিন ছিলেন। মসজিদটি পরবর্তীতে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তাঁর হয়ে ওঠে নি। তার পুত্র নূর আলী মোড়ল এবং সোবহান আলী মোড়ল হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবীর প্রতি আস্থাবান হয়ে বয়াত গ্রহণ করেন। সোবহান আলী মোড়ল সামান্য লেখাপড়া করার সুযোগ পান। তবে তার ধর্মীয় জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ছিলেন একজন উত্তম দায়ীইলাল্লাহ্।

দেহাতী মোয়াল্লেম হিসেবে তিনি সমগ্র খুলনা যশোর এলাকায় তবলীগ করে বেড়িয়েছেন। সাতক্ষীরা ও যশোর এলাকার খেলার ডাঙ্গা, চৌগাছা ,ঝাউ ডাঙ্গা, রঘুনাথপুর বাগে ব্যাপক তবলীগ করেন। তাঁর জোরালো যুক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে খেলার ডাঙ্গার আল্হাজ্জ মনিরুদ্দীন আহমদ সহ অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি বয়াত নিয়ে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে তিনি তার তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন। শহীদ হওয়ার এক মাস পূর্বে সাতক্ষীরার চৌগাছায় তবলীগ করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের হাতে তিনি দৈহিকভাবে অমানুষিক নির্যাতিত হন। তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতে খুলনা থেকে মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব এক তবলিগী সফরে সোবহান মোড়ল সাহেবকে সঙ্গী করার জন্য খুলনায় তাকে তলব করেন। খুলনায় পৌঁছে সোবহান সাহেব জুমুআর নামাযে শরীক হন এবং বিরুদ্ধবাদীদের বোমার আঘাতে শহীদ হন।

শহীদ সোবহান মোড়লের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। সামান্য এক খন্ড জমির উপর ছিল তার বসত গৃহ। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের বিস্তৃতি ছিল বিশাল। তিনি দেখলেন, তাঁদের বড় ভেটখালী হালকায় কোন মসজিদ নেই । দূর পথ পায়ে হেঁটে সুন্দরবন জামাতের কেন্দ্রীয় মসজিদে যেতে হয়। এখানে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য অনেকেই জায়গা দান করতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু সুবহান মোড়ল পিছিয়ে থাকতে চান না। কাল বিলম্ব না করেই তিনি তার বাড়ীর রাস্তা সংলগ্ন পাঁচ কাঠা উত্তম জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য জামাতের বরাবরে সাফ কবালা রেজিষ্ট্রি করে দেন। তাঁর শাহাদত বরণের পরপরই সেখানে নির্মিত হয়েছে সুরম্য পাকা মসজিদ। শহীদ সুবহান মোড়লের নাম অনুসরণে মসজিদের নাম রাখা হয় "শহীদ বায়তুস্ সুবহান মসজিদ "।

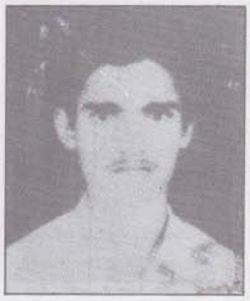

শহীদ জাহাঙ্গীর হোসেন ঃ ১৯৭৫ সালের ২২ শে নভেম্বর খুলনা জেলার কয়রা থানাধীন দেয়াড়া গ্রামে শহীদ জাহাঙ্গীর হোসেন জন্ম গ্রহণ করে। বাবার নাম জনাব আকবর হোসেন। তার মা শাহেদা বেগম হলো আমার মেঝ ভাইয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ভাই-বোনদের মধ্যে জাহাঙ্গীর ছিল সবচেয়ে মেধাবী। জাহাঙ্গীর খুলনায় লেখাপড়া করে। বি কম পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়। একই সঙ্গে জামাতের কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়। যশোর খুলনার জেলা-মোতামাদের দায়িত্ব ছিল তার উপর ন্যস্ত। যথেষ্ট দক্ষতা সহকারে সে তার দায়িত্ব পালন করে। জাহাঙ্গীর ছিল স্পষ্টভাষী, দৃঢ়চেতা এবং সদালাপী। এ ছাড়া সে ছিল একজন উত্তম দায়ীইলাল্লাহ্। জামাতের কাজ , ব্যক্তিগত পড়াশুনা ছাড়াও সে তার বাবামায়ের কাজে সাহায্য করতো। ধর্মের প্রতি তার ছিল গভীর অনুরাগ। জুমুআর দিন তড়িঘড়ি করে জুমুআর নামাযে অংশ নেয়।

একান্ত মনোনিবেশ সহকারে জুমুআর খুতবা শুনতে থাকে। এমন সময় নর ঘাতকের অতর্কিত বোমার আঘাতে জাহাঙ্গীর শহীদ হয়। শহীদ জাহাঙ্গীর ছিল বাবা মায়ের ভরসার স্থল আর জামাতের একজন উদীয়মান, বিশ্বস্ত ও আত্মনিবেদিত কর্মী ।

শহীদ জি এম আকবর হোসেন ঃ খুলনা জেলার পাইক গাছা থানাধীন মটবাড়ী গ্রামের জনাব আবু বকর সিদ্দিকের পুত্র জি এম আকবর হোসেন। বি এ পাশ করার পর তিনি একটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

এর পর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সরকারের সেটেলমেন্ট অফিসে আমীনের পদে যোগদান করেন। শহীদ আকবর হোসেন ১৯৯৭ সালে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের সত্যতাকে স্বীকার করে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। আহমদীয়া জামাতভুক্ত হওয়ার ফলে আত্মীয় ও পরিচিত মহল হ'তে তিনি তুমুল বিরোধিতার মুখোমুখি হন। কিন্তু তাঁর ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন অটল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদাশয়, বন্ধুবৎসল ও সেবাপরায়ণ। মানুষ তার আচার-আচরণে সহজে আকৃষ্ট হতো। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই ছিল তার আপনজন। তাই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কেউ দীর্ঘক্ষণ টিকতে পারতো না। তিনি শাহাদাত বরণের সময় সোহাগ আর ফয়সাল নামে দুই সন্তান সহ স্ত্রীকে রেখে যান। তার স্ত্রী ও সন্তানেরা শহীদ বাবার আদর্শ অনুসরণ করে জামাতের নিয়মিত কাজ-কর্মে নিয়োজিত আছে।

শহীদ মমতাজ উদ্দীন গাজী ঃ সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর থানার হরিনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন মমতাজ উদ্দীন গাজী। মেঝ বুবুর নাতনীর সঙ্গে তার বিয়ে হবার পর থেকে তিনি জন্মভূমি হরি নগর ত্যাগ করে আমাদের যতীন্দ্র নগর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে বয়াত নিয়ে জামাতে আহমদীয়ায় দাখিল হন এবং সুন্দর বন জামাতের মোয়ায্যিন ও খাদেম হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে আমি যখন ঢাকায় বাংলাদেশ জামাতের কাজ-কর্মে সম্পৃক্ত হই, তখন মমতাজ আহমদকে ঢাকায় নিয়ে আসি এবং তিনি দারুত তবলীগের খাদেম এবং মসজিদের মোয়ায্যিনের কাজে নিয়োজিত হন। এখানে বেশ কিছুদিন বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করার পর তিনি খুলনা জামাতের খাদেম ও মোয়ায্যিন হিসেবে খুলনা জামাতের দায়িত্বে যোগ দেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুব সৎ এবং জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী। সুন্দরবন জামাতের কাজ করার সময় তিনি মুরব্বী সেলসেলা মাওলানা মুহিবুল্লাহ্ সাহেবের কাছে হোমিও প্যাথিক শাস্ত্রে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। ফলে জামাতের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি হোমিও চিকিৎসাও করতেন। এছাড়া নির্দ্বিধায় তিনি মানুষের ফুট-ফরমায়েস পালন করতেন। এভাবে কঠোর পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে তিনি খুলনার বুকে নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতেন এবং জামাতের দায়িত্ব পালন করে যেতেন। বিরুদ্ধবাদীর বোমার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে তিনি ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে আমি তার মুখে হাসি দেখেছি। আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'নানা, আমি সুস্থ হয়ে উঠে আবার আযান দেব। জোরে চীৎকার দিয়ে বলব মমতাজ মরে নি। মমতাজ মোয়ায্যিন মরতে পারে না । দস্যুদের বোমার আঘাতে আমার ঈমান আরও মজবুত, আরও শক্তিধর হয়েছে।' আল্লাহ্‌তাআলা মমতাজের জন্য শাহাদতের পুরস্কার মঞ্জুর করে রেখেছিলেন। তাই হাসপাতালে মমতাজ শাহাদত বরণ করেন ২৩শে অক্টোবর, রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে। খুলনার বোমা হামলায় শাহাদাত বরণকারী সাত জনের মধ্যে ছয় জনই সুন্দরবন জামাতের সদস্য আর তাদের সবাইকে সমাহিত করা হয়েছে সুন্দরবন জামাতের নিজস্ব কবরস্থানে। শহীদ জি এম আকবর হোসেনের পরিবারের অনুরোধক্রমে তাকে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। আহমদীয়া জামাত কোনদিন এসব মহান শহীদ ভাইদের কথা ভুলবে না, ভুলতে পারে না। জামাতের ইতিহাসের পাতায় এসব শহীদদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

বাংলাদেশে এম.টি.এ'র কার্যক্রম

- মোহাম্মদ নূরুল হক

৭৮তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা বের হবে সেই জন্য অডিও ভিডিও বিভাগের (এমটিএ) সেক্রেটারী হিসাবে আপনাদের কিছু বিষয় জানাবার সুযোগ নিতে চাই। ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সময়ে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম আমীরুল মু'মিনীন সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর উদ্যোগ ও নির্দেশনায় স্বল্প পরিসরে 'মুসলিম টিভি আহমদীয়া' (এমটিএ) তার যাত্রা শুরু করে। তখন শুধু মাত্র ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যেই এর সম্প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরের দিকে রাশিয়ান স্যাটেলাইট 'ষ্টেশনার-থ্রি'র মাধ্যমে এশিয়া তথা বাংলাদেশেও এর সম্প্রচার শুরু হয়। সময় ছিল প্রতি শুক্রবার সপ্তাহে একদিন, মাত্র দেড় ঘন্টা। শুধু মাত্র হুযূর (আইঃ) মসজিদে ফযল লন্ডন থেকে জুমুআর খুতবা প্রদান করতেন আর তা সরাসরি সম্প্রচার করা হ'ত, যা শুধু ডিশ এন্টেনার মাধ্যমেই দেখা যেত। হুযূর (আইঃ)-এর দপ্তর থেকে বাংলাদেশকে জানানো হ'ল 'এমটিএ' দেখার ব্যবস্থা করতে। তখন সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও জনাব এ, কে, রেজাউল করীম এবং খাকসার বিভিন্ন ডিশ এন্টেনা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ শুরু করি। কিন্তু এখানকার ডিশ এন্টেনা সরবরাহকারী আমাদের স্যাটেলাইট সম্বন্ধে ধারণা না থাকার দরুন, আমাদের কোন সাহায্যই করতে পারলেন না। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে হুযূর (আইঃ)-কে ন্যাশনাল আমীর সাহেব অবহিত করেন। আমরা সবাই দোয়া করতে লাগলাম, অতি সত্বর যেন হুযূর (আইঃ)-এর সরাসরি খুতবা জুমুআ বাংলাদেশে বসে দেখতে পারি। এরই মধ্যে হুযূর (আইঃ)-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে মোহতারম হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ সাহেব বাংলাদেশে আসেন এবং এমটিএ সম্পর্কে জানতে চান। ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারী অডিও -ভিডিও সাহেব এ বিষয়ে তাঁকে বিস্তারিত জানান এবং দোয়ার আবেদন করেন। ঠিক তার পরের দিন সকালে খাকসার পত্রিকা হাতে নিয়ে একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। তাতে লেখা ছিল, যে কোন ধরনের ডিশ এন্টেনা সরবরাহ করছেন 'তানিন বাংলাদেশ'। আমি তাৎক্ষণিকভাবে সেক্রেটারী সাহেবকে বিষয়টি অবহিত করি। তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক তাদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে আমাদের এমটিএ ও স্যাটেলাইটের বিবরণ প্রদান করি। 'তানিন বাংলাদেশ' এর ডাইরেক্টর তুহিন সাহেব বিষয়টি খুব মনোযোগের সঙ্গে শোনেন এবং আগ্রহ ভরে তাদের অফিসে আমাদের দাওয়াত করেন। তিনি এ-ও বলেন, 'আমাদের কাছে রিমোট কন্ট্রোল ডিশ এন্টেনা রয়েছে- পৃথিবীর যে কোন স্যাটেলাইট আমরা আনতে পারব।' বিষয়টি হাফেয সাহেবকে জানানো হ'ল। তিনি দোয়া করলেন এবং ঠিক হলো শুক্রবারে বিকাল ৫টায় আমরা র‍্যাংকিন ষ্ট্রীটে (ওয়ারী) তাদের অফিসে যাব। সময়টা তুহিন সাহেবকেও জানিয়ে দিলাম। আমরা দু'টি মাইক্রোবাস নিয়ে মোহতারম হাফেয মুযাফ্ফর আহমদের নেতৃত্বে তৎকালীন এডিশনাল আমীর মোকাররম তবারক আলী, সেক্রেটারী, এ, কে রেজাউল করীম সাহেব, জনাব সাহাবুদ্দিন, বশির উদ্দিন আফজাল খান চৌধুরী, শামসুল হক, মেজর আকরাম আহমদ, শহীদ নান্নু ও খাকসার সহ প্রায় ১০ জন ঠিক সন্ধ্যা পাঁচটার সময় তাদের অফিসে পৌঁছি। সন্ধ্যা ৬টা থেকে হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা শুরু হবে। সামান্য আপ্যায়নের পর তুহিন সাহেব 'এমটিএ' আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু নীচে থেকে এডজাস্ট করতে পারলেন না, তাই বিনয়ের সঙ্গে আমাদের দশতলার ছাদে যেতে অনুরোধ করলেন। আমরাও অপেক্ষা না করে তার সাথে চলে গেলাম দশতলার ছাদে। সময় তখন ৬টা বেজে কয়েক মিনিট। সবাই আগ্রহভরে টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দোয়ায় রত আছি। এরই মাঝে হঠাৎ হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা রত ছবি ও এক ঝলক আওয়াজ এসে চলে গেল। আমরা সবাই আনন্দিত হয়েও হতাশ হয়ে গেলাম। তুহিন সাহেব আমাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না- কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবি আসবে-ইনশাআল্লাহ্'। তার ৫ মিনিট পরেই হুযূরের স্পষ্ট ছবি ও আওয়াজ আমরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছি। মহান আল্লাহ্তাআলার দরবারে সবাই শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। ডিসেম্বরের প্রচন্ড শীতের মধ্যেও দশতলার ছাদে হাফেয সাহেব বসে পড়লেন। সাথে আমরাও বসে পড়লাম। টিভির স্ক্রীনের এক কোণে লেখা রয়েছে 'মুসলিম টিভি আহমদীয়া'। কার কাছে কী মনে হয়েছিল জানি না- আমার কাছে সেই সময়টি ছিল এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কারণ আল্লাহ্তাআলা তার মসীহ্র সাথে ওয়াদা করেছিলেন, 'আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব'। তার সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বচক্ষে দর্শন করলাম। আমাদের সবার মন আনন্দে বিহ্বল। সবাই খুতবার দিকে মনোযোগী হ'লাম। সন্ধ্যা ৭টার ঐদিনের খুতবা শেষ হ'ল। টিভির পর্দায় ভেসে এল একটি লেখা- 'বিগত শক্রবারের খুতবা যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য প্রচার করা সম্ভব না হওয়ায় এখন তা পুনঃ প্রচার করা হবে।' হাফেয সাহেব হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বললেন 'গত খুতবাটা আমিও মিস করেছিলাম আল্লাহ্তাআলার কী শান! আজ দুটো এক সাথে দেখতে পাচ্ছি। কতই না ভাগ্যবান আমরা আহমদীয়তের এই নতুন ইতিহাসকে কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি'। ঠিক ৮টার সময় আমরা ছাদ থেকে নেমে নীচে তাদের অফিসে এলাম। আবার আপ্যায়নের পর চারটি ডিশ এন্টেনার অর্ডার দেয়া হ'ল। প্রতিটির মূল্য ৪০,০০০/= (চল্লিশ হাজার) টাকা। সে সাথে এ-ও ঠিক হ'ল আগামী শুক্রবার ৪নং বকশী

বাংলাদেশে এমটিএ থেকে সর্বপ্রথম ধারণকৃত হুযূর (আইঃ) -এর খুতবা দানরত ছবি

এমটিএ'র কলা-কৌশলীদের মাঝে সেক্রেটারী ও এমটিএ ইনচার্জ

বাজার রোড দারুত তবলীগে প্রথম ডিশ এন্টেনা লাগানো হবে। এরই মাঝে 'এমটিএ' বাংলাদেশে আসার কথা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জামাতে। শুক্রবারে দারুত তবলীগে ডিশ স্থাপিত হ'ল বিকাল ৩টার মধ্যেই। বিভিন্ন জামাত ও ঢাকার আহমদীরা হুযূরের জুমুআর খুতবাকে সরাসরি দর্শনের জন্য দলে দলে আসতে লাগল। বিকাল ৫টার মধ্যে হল রুম কানায় কানায় ভরে গেল। এরই মাঝে তুহিন সাহেব আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারকে সাথে নিয়ে সমস্ত কিছু ঠিক ঠাক করে ফেললেন এবং ৬টা বাজার ১০ মিনিট আগেই সিগন্যাল পেয়ে গেলেন। ঠিক ৬টায় হুযূর (আইঃ) খুতবা শুরু করলেন। সেক্রেটারী সাহেব হাতে লিখে একটি ফ্যাক্স বার্তা হুযূরের নিকট পাঠালেন। এতে লেখা ছিল, 'হুযূর! আজকের এই খুতবা জুমুআয় বাংলাদেশের জামাতও শামিল আছে।' সবাই বিস্ময়ভরে লন্ডনের ফযল মসজিদে হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা প্রাণভরে দেখলাম ও শুনলাম এবং সবার চোখ মুখ ছিল আনন্দে ভরপুর। এরপর মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী খুতবার বাংলা অনুবাদ করে শোনালেন সবাইকে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, হাফেয সাহেবকে অনুরোধ করলেন দোয়া করার জন্য। সবাই দোয়াতে শামিল হ'লাম। সবাই এক সপ্তাহের রূহানী খোরাক নিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে। ঐ দিন থেকে শুরু হ'ল বাংলাদেশে এমটিএ দেখার পালা। পর্যায়ক্রমে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, আহমদনগর ও তারুয়া জামাতে এক মাসের মধ্যেই আরো তিনটি ডিশ স্থাপিত হ'ল। তারাও শামিল হ'ল এমটিএ'র কাফেলায়। তার কয়েকদিন পরে হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশে বাংলাদেশে 'এমটিএ'র ডিশ এন্টেনা তৈরি, প্রশিক্ষণ এবং সঠিকভাবে স্থাপনের জন্য মোহতারম রশিদ খালেদ ও বাশারত আহমদ খান (ডিশ মাষ্টার) বাংলাদেশে আসেন। তাঁরা এসে প্রায় একমাসব্যাপী ৫০টি জামাতের ৬০ জন খাদেম ও আনসারকে সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ দান করেন হাতে কলমে। তাদের দিয়ে ২০টি ডিশ এন্টেনা তৈরী করান হয় এবং বিভিন্ন জামাতে স্থাপন করা হয়। এই রিপোর্ট পেয়ে হুযূর (আইঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হন।

তারপর থেকে আজ ২০০২ সালে এসে প্রায় ১১০টি জামাতী ও ব্যক্তিগত ডিশ এন্টেনা স্থাপিত হয়েছে। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ্।

১৯৯৩ সালের ৭ই জানুয়ারী এমটিএ ইন্টার-ন্যাশনাল স্যাটেলাইট টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ১২ ঘন্টায় উন্নীত করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ৪নং বকশীবাজার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হল রুমে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ১২ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। এই অনুষ্ঠানে দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা প্রায় দুই ঘন্টা হুযূরের জুমুআর খুতবাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

ডিজিটাল রিসিভার ও ডিস এন্টেনা মেইন্টেন্যান্স কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এরই মাঝে হুযূর (আইঃ)-এর কাছ থেকে একটি দিক্-নির্দেশনা আসে এবং এক ঘন্টা করে স্থানীয় বাংলা প্রোগ্রাম তৈরী করে পাঠাতে বলা হয়। সঙ্গে প্রোগ্রাম তৈরীর একটি গাইড লাইনও দেয়া হয়। সর্বপ্রথম আমাদের বলা হ'ল, কুরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত ও তার বাংলা অনুবাদের ভিডিও চিত্র ধারণ করে পাঠাতে হবে। আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম। যন্ত্রপাতি বলতে আমাদের রয়েছে জনাব মীর মোবাশ্বের আলী সাহেবের দেয়া একটি পুরাতন মডেলের M-5 VHS ভিডিও ক্যামেরা আর জনাব ফারুক সাহেবের দেয়া দু'টি ভাঙ্গা ক্যামেরা ষ্টান্ড ও একটি সানগান। এ দিয়ে কীভাবে কাজ শুরু করব- বুঝতে পারছিলাম না। আমি ক্যামেরাম্যান মাযহারুল হক শাহীনকে বললাম, 'ক্যামেরাটা ফিট করে কুরআন শরীফ সামনে রেখে ক্যামেরার মাইক্রো ল্যান্সের সাহায্যে আরবী অক্ষরগুলো স্পষ্ট টিভি স্ক্রীনে আসে কি-না পরীক্ষা করো।' সেইভাবে যথারীতি পরীক্ষা করা হ'ল। অক্ষরগুলো স্পষ্টই টিভি স্ক্রীনে ফুটে উঠল। সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও (এমটিএ) জনাব এ. কে. রেজাউল করীম আমাদের বুঝালেন কীভাবে অনুষ্ঠানটি তৈরী করতে হবে। আমরা আলোচনারত অবস্থায় সেখানে সেক্রেটারী যিয়াফত জনাব সামসুল হক সাহেব আমাদের একটি কাঠের মেশিন তৈরী করে দেয়ার ধারণা দিলেন। যেটা ৫ ফুট উঁচু এবং পার্শ্বে ২ ফুট। উপরে এবং নীচে দু'টি রোলার থাকবে- তার মধ্যে একটি হ্যান্ডেল থাকবে- যা ঘুরিয়ে নীচের ভাগের রোলারের যে কাগজ প্যাঁচানো থাকে তা উপরে চলে আসবে। সেই মোতাবেক জনাব সামসুল হক সাহেব দু'দিনের মধ্যেই সুন্দর ঐ যন্ত্রটি বানিয়ে নিয়ে আসলেন। আমরা কুরআন শরীফ থেকে বড় করে ফটোস্ট্যাট করে ঐ মেশিনটির নীচের রোলারে কয়েকটি পাতা একত্রে পেষ্টিং করে উপরের রোলারের সাথে পেষ্টিং করে দিলাম। তারপরে এর মাঝামাঝি অবস্থায় ক্যামেরার ফ্রেমিং করা হ'ল একটি সানগান জ্বালিয়ে। ক্যামেরার পিছনে একটি টেবিল নিয়ে ম।ওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, সদর মুরব্বী এবং করীম সাহেব বসলেন। তাদের সামনে একটি মাইক্রোফোন দেয়া হ'ল এবং বলা হ'ল ঐ মেশিনে সেটিং করা যে আয়াত ও তরজমা রয়েছে মাওলানা ফিরোজ

আলম সাহেব তেলাওয়াত করার পর, করীম সাহেব তার বাংলা অনুবাদ করবেন। তারপরে ক্যামেরা বন্ধ করে আরেকটি আয়াত শুরু করা হয়। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৯৩ সালে ঐভাবেই বর্তমান অডিও-ভিডিও অফিসে আমরা প্রায় তিন রুকূ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও তার অনুবাদ রেকর্ড করলাম। আমরা সবাই বসলাম, কী কাজ করলাম তা স্বচক্ষে দেখার জন্যে! ভিসিআর এর মাধ্যমে ঐ ক্যাসেটটি লাগানো হ'ল, শুরুতেই মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের তেলাওয়াতের সুরে আমরা সবাই মুগ্ধ হ'লাম। বাংলা অনুবাদও ভাল হ'ল। আল্লাহ্তাআলার নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

দারুত তবলীগে নানা কারণে এ কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলে আমরা মোহাম্মদপুরে জনাব এ. কে. রেজাউল করীম সাহেবের বাসার তিন তলায় একাধারে ১৫ দিন কাজ করি। জায়গার বড় অভাব ছিল। নানা প্রকার শব্দের জন্য রেকর্ডিং করা যেত না। কিছুদিন তিনতলার গেষ্ট হাউজেও কাজ করতে হয়েছে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে এ কাজ করতে হ'ত। সামনে এক হাজার ওয়াটের একটি সানগান জ্বলত। এতে করে সবারই গায়ের কাপড় খুলে ফেলতে হ'ত। প্রচন্ড গরমে সবাই ছটফট করতাম। চেহারা দেখে বুঝা যেত-কিন্তু মুখ ফুটে ঘূর্নাক্ষরেও কেউ কিছু বলতেন না। মোকাররম মাওলানা সাহেব, সেক্রেটারী সাহেব সহ অত্র টিমে যারা ছিলেন এ কষ্টকে তারা নেয়ামত হিসাবেই নিয়েছিলেন। আমি আজকে এই নেক কাজের জন্য তাদেরকে স্মরণ করি।। এমটিএ বাংলাদেশের প্রাথমিক যুগে যার সর্বতোভাবে কাজ করেছেন তারা হলেন ক্যামেরাম্যান মাযহারুল হক শাহীন, এ কে শাসুদ্দোহা করীম, নিয়াজ মোহাম্মদ, আলীমুল হক তনু। সার্বিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে মোকাররম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, শাহ্ মোঃ আব্দুল গনি, ইব্রায়েতুল হাসান, মোহাম্মদ আহমদ তপু, আহমদ সাকেব মাহমুদ, এনামুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায় এক মাসের চেষ্টার পর এভাবে আমরা একটি তিন ঘন্টার পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ভিডিও ক্যাসেট (VHS) সম্পন্ন করলাম এবং কাজটি করতে পেরে সবাই আনন্দ বোধ করলাম।

ইব্রায়েতুল হাসান সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হ'ল ক্যাসেটটি 'ই এম এস' এর মাধ্যমে হুযূরের খেদমতে পাঠাবার। যথারীতি ক্যাসেট পাঠানো হ'ল। সাধারণতঃ এই প্রক্রিয়ায় কাজটি কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু দায়ে পড়ে আমরা একটি কাঠের মেশিনকেই কম্পিউটার হিসাবে ব্যবহার করলাম। এই গোটা কাজটির সফলতার পিছনে আমাদের সেক্রেটারী অ,ভি করীম সাহেবের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সঠিক নেতৃত্বই এর সফলতার পেছনে কাজ করেছে। বলতে গেলে আমাদের কারোরই এই মিডিয়া প্রোগ্রাম সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। তবে খলীফায়ে ওয়াক্তের দোয়া আমাদের সাথে ছিল বলে আমরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছি। ১৯৯৩ সনে মরিশাসে প্রদত্ত খুতবায় হুযূর বলেন ঃ সর্বপ্রথম Edit করা ক্যাসেট প্রেরণে বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, সমস্ত দুনিয়া থেকে যখন কুরআন তেলাওয়াতের ক্যাসেট হুযূর (আইঃ)-এর নিকট (লন্ডনে) এসে পৌছাল হুযূর তখন দেখলেন, তিনি যে গাইড লাইন দিয়েছিলেন একমাত্র বাংলাদেশ ব্যতিরেকে কেউ সে গাইড লাইন ফলো আপ করতে পারেন নি। হুযূর আকদস (আইঃ) একদিন মুলাকাত অনুষ্ঠানে বিষয়টি বলেই ফেল্লেন- সারা দুনিয়া থেকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ক্যাসেট এসেছে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যতীত কেউই সঠিকভাবে তৈরী করতে পারে নি। হুযূর তখন নির্দেশ দিলেন বাংলাদেশ থেকে পাঠানো ক্যাসেটটি এমটিএতে দেখানোর জন্য। তখনই মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের সুললিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং সাথে করীম সাহেবের বাংলা অনুবাদ টিভি স্ক্রীনে ভেসে এল। হুযূর কিছুক্ষণ শোনার পর মোকাররম ফিরোজ আলম সাহেবের তেলাওয়াতের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং বললেন, 'হৃদয় স্পর্শ করে'। এই দৃশ্য এমটিএ'র মাধ্যমে স্বচক্ষে দর্শন করলাম। আর হুযূর (আইঃ) সারা দুনিয়ার জামাতগুলিকে এই আঙ্গিকে কাসেট তৈরীর নির্দেশ দিলেন। হুযূরের মুখে বাংলাদেশের তেলাওয়াতের প্রশংসা শুনে আমরা নিজেকে বাঙ্গালী হিসাবে গর্ববোধ করলাম এবং পরম করুণাময়ের নিকট (সদকা দিয়ে) কৃতজ্ঞতা জানালাম।

বর্তমান ও বিগত অডিও ভিডিও সেক্রেটারীসহ এমটিএ কর্মীবৃন্দ

এরই মধ্যে আরেকটি সার্কুলার এল কেন্দ্রীয় এমটিএ থেকে। আসন্ন 'ঈদ উল ফিতর' উপলক্ষ্যে এমটিএ'র জন্য শিশু ও কিশোর কিশোরীদের নিয়ে একটি ঈদের ভ্যারাইটি অনুষ্ঠান তৈরী করতে হবে। চিঠিটা যখন আমার হাতে পৌছালো আমাদের সেক্রেটারী রেজাউল করীম সাহেব তখন বগুড়ায় তাঁর কর্মস্থলে অবস্থান করছিলেন। সামনে সময় মাত্র ১৫ দিন ছিল। আমি রাতের মধ্যেই টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু পরামর্শ নিলাম এবং পরের দিনের মধ্যে অনুষ্ঠান তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। ছোট বাচ্চাদের (আতফাল ও নাসেরাত) দিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান 'ও মন রমযানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ' সহ কয়েকটি কোরাস, নযম জামাতের প্রদর্শনী কক্ষে স্টুডিওর মত করে রেকর্ডিং করে ফেললাম। পরবর্তীতে চন্দ্রিমা উদ্যানে গিয়ে শিশু ও কিশোর কিশোরীদের নানা রকম এ দেশীয় ছড়ার মাধ্যমে খেলাধূলা রেকর্ড করালাম। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রখ্যাত খেলা 'অপেনটি বায়োস্কোপ' ছিল এর বিশেষ আকর্ষণ। এই অনুষ্ঠানে আজকের কেন্দ্রীয় এমটিএ'র সূচনা সঙ্গীত গায়িকা 'শওকত'ও শিশু শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ ঈদের অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিয়েছিল তারা সবাই এখন পরিণত বয়সী। এই পুরো ঈদের অনুষ্ঠানটি তৈরীতে যারা সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেন ক্যামেরাম্যান হিসাবে মাযহারুল হক শাহীন, শামসুদ্দোহা করীম, নওশাদ সাঈদ।

অনুষ্ঠানটি তৈরীতে আরো সহযোগিতায় ছিলেন নাজমুল হক সুমন, আতাউল করীম (জয়), বেলাল আহমদ তুষার, জারিউল্লাহ্ সাদেক

শাহীন, আহমদ সাকেব মাহমুদ, হাবিবুল্লাহ্ সাদেক (টোটন)। আল্লাহ্তাআলা তাদের আরো জামাতী খেদমত করার তৌফীক দিন।

এই ঈদের অনুষ্ঠানটিও হুযূর (আইঃ)-এর প্রশংসা লাভ করে। বিশেষ করে হুযূর বাচ্চাদের এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'বাংলাদেশের ঈদের অনুষ্ঠানটি চমৎকার। বিশেষ করে 'অপেনটি বায়োস্কোপ' খেলাটি সম্পর্কে হুযূর হাত নাড়িয়ে উর্দূতে বুঝাতে চেষ্টা করেন এবং 'গলায় পড়াব মুক্তার মালা' কথাটি বার বার উচ্চারণ করছিলেন। এই খেলাটির নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল হাদী সাহেবের বড় মেয়ে 'শওকত' ও সেক্রেটারী যিয়াফত জনাব সামসুল হক সাহেবের মেয়ে 'তানিয়া'।

চন্দ্রিমা উদ্যানের স্যুটিং শেষ করেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর শুনে করীম সাহেব ঐ দিন দ্রুত ঢাকায় এসে প্রায় ৩/৪ দিনে ক্যাসেটটি তিনি এবং তার বড় ছেলে 'এনাম' দিনরাত পরিশ্রম করে এডিটিং করে কেন্দ্রে পাঠান। পরিবর্তীতে আরো অনেক অনুষ্ঠান পাঠানো হয় যার বেশির ভাগই প্রচারিত হয়েছে এবং কিছু ব্রডকাষ্টিং কোয়ালিটির জন্য প্রচার করা সম্ভব হয় নি।

১৯৯৬ সালের প্রথমদিকে 'এমটিএ' ২৪ ঘন্টাব্যাপী সম্প্রচার শুরু করে। তখন খাকসার অত্র দপ্তরের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। শুরুতে কিছু কারণে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি অনুষ্ঠান তৈরী করে পাঠাতে সক্ষম হই। এর পরে হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশে মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী 'এমটিএ ইনচার্জ' হিসাবে খাকসারের সাথে কাজ শুরু করেন। এরই মাঝে আমরা একটি বিরাট টিম তৈরী করে কাজে নেমে পড়লাম। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্য বিষয়ক খেলাধূলা, ডকুমেন্টারী প্রোগ্রাম তৈরী হ'তে থাকল, সেই সাথে তৈরী হ'তে থাকল নুতন নতুন নিষ্ঠাবান কর্মী। 'এমটিএ' বাংলা বিভাগের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষী আহমদী ভাই-বোনদের মধ্যে।

ON
FRIDAY SERMONS
HADHRAT KHALI MASIH IV

এমটিএ'র জন্য অনুষ্ঠান তৈরীতে লাজনাদের ভূমিকাও অপরিসীম

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী তাঁর মেধা এবং দিনরাত পরিশ্রম দ্বারা 'এমটিএ' বাংলাদেশকে বর্তমানে একটি স্বেচ্ছাশ্রমী মিডিয়া হিসাবে রূপান্তরিত করেছেন। আজকে বাংলাদেশের গন্ডি পার হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বাংলা ভাষা-ভাষীরাও বাংলাদেশের তৈরী অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন এবং ওখানকার প্রোগ্রাম তৈরীতে পশ্চিম বঙ্গ এমটিএ বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে; এজন্য পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর মোকাররম মাশরেক আলী মোল্লা ও তাঁর জামাতা জনাব হামিদ করিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি জার্মান জামাতের বাংলা ডেস্ক প্রধান জনাব আজিজ আহমদ চৌধুরীর সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বর্তমানে এমটিএ'র প্রোগ্রামগুলি ডিজিটাল তথা কম্পিউটারের মাধ্যমে এডিট করা হয়। ভাবতেও অবাক লাগে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করে আজকে এক স্বেচ্ছাশ্রমী বিশাল প্রতিষ্ঠানরূপে বাংলাদেশে এমটিএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমটিএ একটি স্বেচ্ছাশ্রমী ধর্মীয় টিভি চ্যানেল। মাঝখানে ১৯৯৭ সনের মধ্যভাগ থেকে ২০০০ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত সেক্রেটারী অডিও ভিডিওর দায়িত্ব পালন করেছেন মরহুম আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের কনিষ্ঠপুত্র জনাব হামিদুর রহমান। তিনি তাঁর পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে সাধ্যানুযায়ী জামাতী কাজে সময় দেয়ার চেষ্টা করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।

হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা, লিকামা'ল আরব, ফরাসী ভাষাভাষীদের সঙ্গে হুযূর (আইঃ)-এর মুলাকাত অনুষ্ঠান, বাংলা ভাষাভাষীদের সাথে মুলাকাত অনুষ্ঠান, ভাষা শিক্ষার অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র, চিলড্রেনস কর্ণার, হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান প্রভৃতি এমটিএ'র জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।

এমটিএ'র অনেক নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা দেশের খ্যাতিমান টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে কর্মরত রয়েছেন ভাল অবস্থান নিয়ে। বিদেশেও রয়েছেন অনেকে শামীম আহমদ সাগর, আতাউল মুজীব রাশেদ ও ফজলের নাম উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্তাআলা তাদের নেক কাজের জন্য আরো পুরস্কৃত করুন।

এমটিএ বর্তমানে পাঁচটি স্যাটেলাইট যোগে সারা পৃথিবীব্যাপী ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। বাংলাদেশেও ডিজিটাল পদ্ধতির অনুষ্ঠান চালু রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে এমটিএতে যারা সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন মীর মোবাশ্বের আলী, সালাহউদ্দিন আহমদ, নাসের আহমদ, নাসিরুজ্জামান টিপু, মাসুম আহমদ কোরেসী, মোহাম্মদ নাদিম, সাইফুল ইসলাম সুমন, আলিমুল হক তনু, মোমিনুল হক (তনু), আহমদ মাযহারুল হক, আশরাফ, তৌহিদুল ইসলাম রিপন, মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের, সুলতান আহমদ, সাঈদ আহমদ প্রধান, মিসেস আমাতুর রশীদ, মিসেস রাবেয়া ইয়াসমীন, মিসেস আমাতুল কাইউম, তাদের জন্য সবার নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! ইতিহাসের শেষ নেই। আমার এই স্মৃতিচারণমূলক লেখা থেকে যদি কারো নাম বাদ পড়ে থাকে (ভুলবশতঃ), বিষয়টি তারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মনে রাখবেন মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্তাআলা আপনার এই নেক অবদানের কথা মনে রাখবেন। পরিশেষে বাংলাদেশের সকল আহমদীকে আমি আহ্বান জানাব, বর্তমান যুগ অবক্ষয়ের যুগ। এই অবক্ষয় থেকে রক্ষা পেতে হ'লে এমটিএ'র মাধ্যমে হুযূর (আইঃ)-কে আপনার ঘরে নিয়ে আসুন। এটাই অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম পথ। আল্লাহ্তাআলা আপনাদেরকে সবাইকে এই তৌফীক দান করুন, আমীন।

চতুর্থ খেলাফতের আমলে বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঝলক

১৯৮২ খৃষ্টাব্দ

জুন-১০ ঃ রোজ বৃহস্পতিবার যুহরের নামাযের পরে রাবওয়ার মসজিদে মুবারকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কর্তৃক নিয়োজিত মজলিসে ইন্তেখাবে খেলাফত (খেলাফতের নির্বাচক-মন্ডলী)-এর সভা সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ঐশী আকাঙ্ক্ষানুযায়ী হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চতুর্থ খলীফা] হিসেবে নির্বাচিত হন।

জুলাই-২৮ ঃ খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রথমবারের মত ইউরোপ ভ্রমণে গমন করেন। এ ভ্রমণের সময় ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ৭৫০ বছর পরে স্পেনের দূরবর্তী কর্ডোভার নিকটে **মসজিদে বাশারতের** শুভ উদ্বোধন করেন।

অক্টোবর - ২৯ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) 'বুয়ুতুল হামদ'-এর তাহ্‌রীক করেন।

নভেম্বর - ৫ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) খুতবা জুমুআয় তাহ্‌রীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণাকালে দপ্তর আওওয়ালের (প্রথম পর্যায়ের ১৯৩৪-১৯৪৪) মুজাহেদীনের কুবরানীকে চির-জাগরূক রাখার জন্যে তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি তাগিদপূর্ণ নসীহত্ করেন এবং তাহ্‌রীকে জাদীদের তৃতীয় দপ্তরের (১৯৬৬-১৯৮৪) দায়িত্ব লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ওপরে ন্যস্ত করেন।

ডিসেম্বর ২৬-২৮ ঃ চতুর্থ খেলাফতের অধীনে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় রাবওয়াতে এবং এতে ২ লক্ষ ২০ হাজার লোক উপস্থিত হন।

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী-২৮ ঃ মসজিদুল আকসাতে খুতবার মাধ্যমে হুযূর (আইঃ) সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে দাঈ ইলাল্লাহ্‌তে পরিণত হওয়ার জোর তাগিদ দেন।

জুলাই -১২ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ঈদের খুতবায় খেদমতে খালক (সৃষ্টি-সেবা)-এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেন। ইহা ব্যতিরেকে ঈদের খুশী সত্যিকার অর্থে লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্যে ঈদের আনন্দে নিজের গরীব ভাইদেরকে অংশীদার করার তাগিদ দেন। বন্ধুগণ এতে স্বতস্ফূর্তভাবে 'লাব্বায়েক' বলেন।

১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল-২৬ ঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াইল হক জামাতে আহমদীয়ার ওপরে বাধ্য-বাধকতা আরোপ করার নিমিত্তে 'কাদিয়ানীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা অর্ডিনেন্স' জারী করেন। অবস্থা এতই নাজুক হয়ে যায় যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-কে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে হয়। ২৯শে এপ্রিল তিনি হিজরত করেন এবং লন্ডনে বসবাস আরম্ভ করেন।

নভেম্বর ১১ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জামাতের লোকদের কুরআন হিফয (মুখস্ত) করার তাহরীক করেন।

১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ৫-৭ ঃ বৃটেনের টিলফোর্ডে যুক্তরাজ্য আহমদীয়া জামাতের ঐতিহাসিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫টি মহাদেশের ৪৮টি দেশ থেকে হাজার হাজার আহমদী যোগদান করে।

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ

মার্চ ৪ ঃ হুযূর (আইঃ) জামাতের শাহাদত বরণকারীদের জন্যে 'সৈয়্যদনা বেলাল ফান্ড' এর প্রবর্তন করেন।

১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ৩ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জুমুআর খুতবায় জামাতের বন্ধুগণকে এই উদ্দেশ্যে তাহরীক করেন যে, নিজেদের ভাবী সন্তানদেরকে এখন থেকেই ধর্মের সেবার জন্যে উৎসর্গ (ওয়াকফ) করা উচিত। প্রথমে এ তাহরীক ছিলো পাঁচ হাজার সন্তানের জন্যে। কিন্তু এখন ২০ হাজারেরও অধিক ছেলে-মেয়ে এ তাহরীকের অন্তুর্ভুক্ত আছে এবং এ তাহরীক এখনও জারী আছে।

ডিসেম্বর ৪ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) 'আসীরানে রাহে মাওলা' (আল্লাহ্‌র পথে বন্দী)-দের খাতিরে সারা বিশ্বে নিষ্পাপ বন্দীদের মুক্তির জন্যে তাহরীক করেন।

ডিসেম্বর ৫ ঃ আহমদীয়তের কেন্দ্র রাবওয়াতে 'দারুল ইয়াতামা' (এতীমদের ভবন)-এর ভিত্তি রাখা হয়। এর নাম রাখা হয় **দারুল ইকরাম**।

ডিসেম্বর ২৫ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) "ওয়াকফে জাদীদ"-কে সারা বিশ্বের জন্যে নির্ধারিত করার ঘোষণা দেন। ওয়াকফে জাদীদের প্রবর্তন করেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে।

১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ

জুন-৩ ও ১০ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জুমুআর খুতবায় বিরুদ্ধবাদীদের মুবাহালার আহ্‌বান জানান। এরপরে ১৭ই আগষ্ট আল্লাহ্‌তাআলা একটি অসাধারণ নিদর্শন

দেখান। জেনারেল জিয়াউল হক অলৌকিকভাবে এক সর্বাধুনিক বিমানে ১১ জেনারেলসহ বিমান বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ

মার্চ-২৩ ঃ আহমদী জামাতের ভিত্তি রাখা হয়েছিল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ। ১৯৮৯ সনে জামাত মহান আল্লাহ্তাআলার সকাশে কৃতজ্ঞতা উৎসব পালন করে। বাংলাদেশ জামাতও মহা সমারোহে এ উৎসব পালন করে।

১৯৯১ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' এ মাসে নিম্নলিখিত গুরুত্বপুর্ণ তাহ্রীকগুলো করেন ঃ

(১) ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ও মুয়াল্লিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি করণ।

(২) বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তি এবং মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হওয়ার জন্যে দোয়ার তাহ্রীক।

(৩) আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়ত লোকদের জন্যে সারা বিশ্বের আহমদীদের নিকট সাহায্যের আবেদন।

(৪) উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার জন্যে আহমদীদের সদকা দেয়ার তাহ্রীক।

মার্চ ঃ হুযূর (আইঃ) এ মাসে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকগুলো করেন ঃ

(১) সফলতা লাভ করার জন্যে বিধর্মী রাজনীতি পরিত্যাগ করে ধর্মীয় রাজনীতির নীতিসমূহের আত্মিকরণের তাহরীক।

(২) অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীলতা, জ্ঞান ও কৌশলাদিতে উন্নতি করা আর উদ্দেশ্যকে স্বচ্ছ করে মানবতাকে সঞ্জীবিত করার তাহরীক।

(৩) হুযূর (আইঃ) লাইবেরীয়ার মুহাজিরদের সাহায্যার্থে তাহরীক করেন।

(৪) মসনুন দোয়া করার তাহরীক

মে ঃ হুযূর (আইঃ) এ মাসে নিম্নোক্ত তাহ্রীকগুলো করেন ঃ

(১) জাপানে প্রথমে আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণে যারা আর্থিক সাহায্য করেন তাদের জন্যে দোয়ার তাহ্রীক।

(২) ওয়াকফে নও শিশুদের তরবিয়ত দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের তাহ্রীক যেন তারা অন্যদের চাইতে আলাদা বলে দৃশ্যমান হয়।

(৩) সন্তান-সন্ততিকে সর্বদা খুতবা শুনার সাথে সম্পৃক্ত করার তাহরীক।

(৪) আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে সংরক্ষণের তাহরীক।

(৫) রাশিয়ায় তবলীগের কাজে বেশী বেশী ওয়াক্ফে আরযী করার তাহরীক।

ডিসেম্বর

এ বছরের একটি ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কাদিয়ানে জামাতের শতবার্ষিকী জলসা সালানার অনুষ্ঠান। এতে ৪৪ বছর পরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) যোগদান করেন।

১৯৯২ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে কাদিয়ানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করার তাহ্রীক।

২৯ শে অক্টোবর ঃ মৌলবাদী দুষ্কৃতকারী কর্তৃক ঢাকা দারুত তবলীগ আক্রান্ত। পৌণে ২ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি।

জানুয়ারী ৩১ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা ইউরোপে প্রথম বারের মত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখা ও শুনা যায়।

আগষ্ট ২১ ঃ হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা ৪টি মহাদেশেই স্যাটেলাটের মাধ্যমে প্রচার আরম্ভ হয়।

১৯৯৩ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ১০-১২ ঃ আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৬৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ তারিখে হুযূর (আইঃ) এম.টি.এর মাধ্যমে জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্য প্রথম বারের মত নসীহতমূলক ভাষণ দেন।

এপ্রিল ৯ ঃ জুমুআর খুতবায় হুযূর (আইঃ) গরীব পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে সাহায্যের জন্যে একটি ফান্ড গঠন করার তাহরীক করেন।

প্রথম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান

জুলাই ৩১ ঃ যুক্ত রাজ্যের ২৮তম সালানা জলসার সময় ২ লক্ষেরও অধিক লোক ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর হাতে বয়াতের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন।

সেপ্টেম্বর ১৭ ঃ হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবায় বলেন, আল্লাহ্তাআলার সাহায্যের বায়ু এখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে; এজন্যে নও মুবায়েঈনদের (নবদীক্ষিত) ব্যাপারে বিশেষ সর্তক দৃষ্টি দেয়া হোক।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৭ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) 'আহমদীয়া মুসলিম টেলিভিশন'-এর সম্প্রচার রীতিমত উদ্বোধন করেন।

ফেব্রুয়ারী ২৩ ঃ চন্দ্রগ্রহণ ও সুর্যগ্রহণের শতবার্ষিকী পালিত হয় রাবওয়ার সহ বিশ্বের সবস্থানে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান

জুলাই ৩১ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বৃটেনের ২৯ তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৩টি দেশের ১৫৫টি জাতির ১২০টি ভাষায় ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ২শ' ৬ ব্যক্তি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর পবিত্র হাতে নব সংযোজিত স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে বয়াত হয়ে আহমদীয়া জামাতে অংশ গ্রহণ করেন।

ডিসেম্বর ২৩ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বন্ধুগণকে নসীহত করেন। তারা যেন বছরের শেষ দিনগুলো দোয়া ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে অতিবাহিত করেন।

১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

জুলাই ঃ জামাতে আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ৩০তম সালানা জলসা 'ইসলামাবাদ'-এ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে 'ডিশ'-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৬টি দেশের ১৬২টি জাতির ১২০ ভাষায় ৮,৪৫,২৯৪ জন লোক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর পবিত্র হাতে বয়াত হয়ে সেলসেলা আলিয়া আহমদীয়ায় প্রবেশ করে।

১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৫-৭ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৭২ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০০এরও বেশী লোক যোগদান করেন।

এপ্রিল ঃ এম. টি. এর ২৪ ঘন্টা প্রোগ্রাম শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত সাহেব (আইঃ) একটি ঈমানবর্ধক ভাষণ দেন।

'ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী'-এর একশ' বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই ২৬-২৮ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বৃটেনের ৩১ তম সালানা জলসা অভূতপূর্ব সফলতার সাথে 'ইসলামবাদ' টিলফোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬৭ টি দেশের ১৩ হাজারেরও অধিক বন্ধু অংশগ্রহণ করেন। হুযূর (আইঃ) ৩ দিনই মূল্যবান ভাষণ দিয়ে জলসাকে মহিমামন্ডিত করেন। আন্তর্জাতিক বয়াতে ১৬ লক্ষেরও অধিক লোক অংশগ্রহণ করে আহমদী সেলসেলায় দাখিল হন।

অক্টোবর ২৫-২৭ ঃ বাংলাদেশে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২৫তম সালানা ইজতেমা (রজত জয়ন্তী) অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর ২৭ ঃ ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তকের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকায় সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৩-৫ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশে-এর ৭৩ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

জানুয়ারী ১০ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদেরকে এ চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন যে, যে মিথ্যাবাদী আল্লাহ্তাআলা যেন তার ওপরে লা'নত বর্ষণ করেন।

মে ৩০ ঃ হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবায় গরীব মিসকীনদের সেবা করার প্রতি বিশেষ তাগিদ প্রদান করেন।

জুলাই ২৫-২৭ ঃ ইউ, কে জামাতের ৩২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬৪টি দেশের ১৪ হাজার শ্রোতা উপস্থিত হন।

জুলাই ২৭ ঃ আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৬টি দেশের ২২১ টি জাতির ৩০,৩৪,৫৮৪ জন বয়াত করে আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা নেন।

অক্টোবর ১০ ঃ হুযূর (আইঃ) Friday the 10th উপলক্ষ্যে জামাতকে নামায পড়ার বিশেষ বাণী প্রদান করেন।

অক্টোবর ৩১ ঃ হুযূর (আইঃ) তাহ্রীকে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা করেন। ৮২টি দেশ থেকে ১৬,৬৪,৩৪০ পাউন্ড আদায় হয়।

ডিসেম্বর ১৮-২০ ঃ কাদিয়ানের ১০৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আইঃ) লন্ডন থেকে উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। ২৫টি দেশের ৫৫৯০ জন লোক যোগদান করেন।

১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ পাক্ষিক আহমদী কম্পিউটার কম্পোজ ও নতুন সাজে ছাপা আরম্ভ হয়।

জানুয়ারী ২ ঃ ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন হুযূর (আইঃ)। নির্দেশ দেয়া হয় প্রত্যেক জামাতের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ যেন নওমুবাঈনদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

ফেব্রুয়ারী ১৩-১৫ ঃ বাংলাদেশ জামাতের ৭৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি ৯৩টি জামাতের ৩৪২৭ জন।

জুন ৫ ঃ হুযূর (আইঃ) কর্তৃক এলুমিনিয়ামের বাসন-কোসন ইত্যাদি ব্যবহার না করার নির্দেশ।

জুলাই ৩১ -আগস্ট ২ ঃ জামাতে আহমদীয়া বৃটেনের ৩৩তম সালানা জলসায় ১৪ হাজার ব্যক্তির উপস্থিতি। হুযূর (আইঃ)-এর পুস্তক Revelation, Rationality, Knowledge and Truth" প্রকাশিত হয়।

আগষ্ট ২ ঃ ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৩টি দেশের ২২৩ জাতির ৫০ লক্ষেরও বেশী লোকের অংশগ্রহণ।

আগষ্ট ৭ ঃ হুযূর (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে সমস্ত দেশ জামাত, বিভাগ এবং বাড়ীতে "লাল খাতা" রাখার নির্দেশ।

আগষ্ট ঃ বাংলাদেশে প্রবল বন্যায় ২ কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত। হুযূর (আইঃ) প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ডে ৫০ লক্ষ টাকা দান করেন।

নভেম্বর ৬ ঃ তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা। ১৬ লক্ষ ৮৬ হাজার পাউন্ড আদায়।

ডিসেম্বর ৫-৭ ঃ কাদিয়ানের সালানা জলসায় ২২টি দেশের ১৬ হাজার ব্যক্তির যোগদান। হুযূর (আইঃ) লন্ডন থেকে সরাসরি উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। ১০ হাজার নওমুবায়েঈনের যোগদান।

১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ২৯ ঃ খুতবা জুমুআয় আফ্রিকার দেশসমূহে বিশেষ করে সিয়েরালিওনের মুসলমান এতীম ও বিধবাদের সেবার জন্যে আন্তর্জাতিকভাবে তাহরীক করেন।

ফেব্রুয়ারী ৫-৭ ঃ বাংলাদেশ জামাতের ৭৫তম সালানা জলসায় ৩২৫৫ ব্যক্তি উপস্থিত হন। ১৬৭ জন বয়াত করেন।

মার্চ ২৮ ঃ লন্ডনের মসিজদ 'বায়তুল ফুতূহ' এর প্রস্তাবিত স্থানে হুযূর (আই]) ঈদুল আযহার নামায পড়ান। এতে ৮,৫০০ আহমদী যোগদান করেন।

মে ৬ ঃ ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ কেন্দ্রের বহুতল বিশিষ্ট কমপ্লেক্সের কাজ আরম্ভ হয়। হুযুর (আইঃ)-এর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ও দেশী বিদেশী বাঙ্গালী আহমদীদের অর্থানুকুল্যে এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয় সেপ্টেম্বর-২০০০ মাসে। প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ছিলেন এর আর্কিটেক্ট ও প্রকৌশলী মীর শওকত আলীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এর কার্য সুসম্পন্ন হয়। আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর এর ভিত্তি রাখেন।

জুলাই ৩০-আগষ্ট ১ ঃ জামাতে আহমদীয়া বৃটেন-এর ৩৪তম সালানা জলসায় ২১ হাজার লোক উপস্থিত হন। ৩টি দেশের প্রেসিডেন্ট-এর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়।

আগষ্ট ১ ঃ যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় ৭ম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানে ১০৪টি দেশের ২৩১টি জাতির ১ কোটি ৮ লক্ষ ২০ হাজার লোক বয়াত করেন।

আগষ্ট ১১ ঃ সূর্য গ্রহণ উপলক্ষ্যে হুযূর (আইঃ) প্রথম বার লন্ডনে সালাতুল কুসুফ পড়ান এবং খুতবা দেন।

সেপ্টেম্বর ঃ হুযুর (আইঃ) অসুস্থতার কারণে দু'সপ্তাহের বিশ্রামের পরে Friday the 10th এর খুতবা দেন। হুযূর (আইঃ)-এর অসাধারণ স্বাস্থ্য লাভ খোদাতাআলার একটি বিশেষ নির্দেশনের রূপ ধারণ করে।

অক্টোবর ৩ ঃ জার্মানী জামাত 'মসজিদ দিবস' পালন করে।

অক্টোবর ৮ ঃ বাংলাদেশে খুলনাস্থ আহমদীয়া মসিজদ বায়তুর রহমানে জুমুআর খুতবার সময় বিরোধী কর্তৃক বোমা পেতে রাখার কারণে ৬ জন আহমদী সাথে সাথে এবং ১ জন আহত আহমদী হাসপাতালে শহীদ হন এবং মুরব্বী সেলসেলা মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব খুতবা দান কালে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পা হারান। শহীদরা হলেন ঃ (১) ডাঃ এম, এ, মাজেদ (২) সোবহান মোড়ল (৩) মুমতাজ উদ্দীন গাজী (১৫ দিন পরে হাসপাতালে মারা যান) (৪) জি, এম, মুহিবুল্লাহ্ (৫) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (৬) জি, এম, আকবর হোসেন এবং (৭) নূরুদ্দীন। এরা সবাই জামাতের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

অক্টোবর ১৯ ঃ হুযূর (আইঃ) লন্ডনে 'বায়তুল ফুতূহ' মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখেন। ইহা ইংল্যান্ডের মর্ডেনে অবস্থিত।

নভেম্বর ৫ ঃ হুযূর (আইঃ) তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন। ৯৪টি দেশের ১৭,৭১,৮০০ পাউন্ড আদায় হয় বিগত বছরে।

নভেম্বর ১৩-১৫ ঃ কাদিয়ানের জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭টি দেশের ২১ হাজার লোক উপস্থিত হন। এতে ১৬ হাজার নওমুবায়েঈন উপস্থিত হন।

ডিসেম্বর ২২ ঃ রমযানের পূর্ণিমার চাঁদ অসাধারণভাবে আলোকিত ছিলো। ১৩৩ বছর পর এ ঘটনা পুনরায় ঘটলো।

২০০০ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৭ ঃ ওয়াকফে জাদীদের নতুন বর্ষের ঘোষণা। ১০০ দেশের অন্তর্ভুক্তি।

ফেব্রুয়ারী ৪-৭ ঃ বাংলাদেশ জামাতের ৭৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত সংখ্যা ৩৫১৬ জন। ১৮৪ জন বয়াত করেন জলসার সময়।

মার্চ ৪ ঃ খুতবা ইলহামিয়ার শতবার্ষিকী পালন।

জুন ১ - জুলাই ১১ ঃ হুযূর (আইঃ) ইন্দোনেশিয়ার ঐতিহাসিক সফর করেন।

জুলাই ৩০ ঃ ৮ম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭০টি দেশের ৪,১৩,০৮৩৭৫ জন লোক বয়াত করেন। এবারকার জলসায় ৭৭টি দেশ থেকে উপস্থিত ছিলো ২৩,৪০৭ জন।

আগষ্ট ১১-১২ ঃ ডাঃ আলেকজান্ডার ডুই এর পতনের শত বার্ষিকী পালিত হয়। উল্লেখ্য এ তথাকথিত এলীয় নবী হযরত মুহাম্মদী মসীহ (আঃ)-এর মুবাহালায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

অক্টোবর ঃ সৌদী আরব থেকে ত্রৈমাসিক আয্যোহার প্রথম সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়।

অক্টোবর ১৬-১৮ ঃ কাদিয়ানের ১০৯তম জলসা সালানা। ৩৫ হাজার লোক উপস্থিত হয়।

ডিসেম্বর ৮ ঃ দীর্ঘ ২ মাস অসুস্থ থাকার পরে হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবা দিতে আসেন। তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করেন। ১১০টি দেশের ১৯,৭৪,৬০০ পাউন্ড আদায় হয়।

ডিসেম্বর ১৫ ঃ একটি স্বপ্নের প্রেক্ষিতে হুযূর (আইঃ) রিশ্তানাতা ও বেকারদের সমস্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্যে তাহরীক করেন।

ডিসেম্বর ২৯ ঃ হুযূর (আইঃ) এ শতাব্দী ও সহস্রাব্দের শেষ খুতবা প্রদান করেন।

ডিসেম্বর ৩১ ঃ নতুন শতাব্দীতে কেউ যেন বেনামাযী হয়ে প্রবেশ না করে সেজন্যে জামাতের শতকরা ১০০ ভাগ নামাযী করার জন্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত। দিবা গত রাত্রে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায ও দোয়ার মাধ্যমে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

সংকলনে ঃ **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর আমীর ও ন্যাশনাল আমীর সাহেবানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহঃ)

১৯০১ সনে আহমদীয়তের প্রথম সংবাদ পান। ১৯০৩ সন থেকে তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ)-এর সাথে দাবীর বিষয়াদি নিয়ে পত্রের আদান-প্রদান করেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার এ কৃতী সন্তান ১৯১২ সনে কাদিয়ান সফর করেন ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা নেন। ১৯১৬ সনে তিনি অবিভক্ত বাংলার আমীরের পদ লাভ করেন এবং ১৯২৬ সন পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

প্রফেসর আব্দুল লতীফ সাহেব (মরহুম)

চট্টগ্রামের এ কৃতী সন্তান ১৯২৬ সনে আমীরের পদ লাভ করেন ও ১৯৩২ সন পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯০৫ সনে আরবীতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থানে অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

মরহুম হাকিম আবূ তাহের মাহমুদ আহমদ সাহেব

দিল্লী থেকে আগত ও কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এ বুযূর্গ ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত আমীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

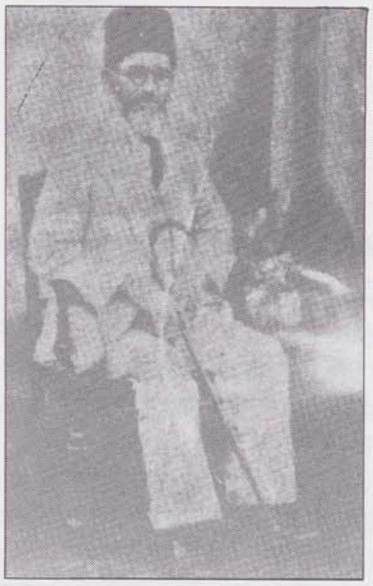

মরহুম খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব

নাটোরের এ কৃতী সন্তান (অবিভক্ত বাংলার অবসর প্রাপ্ত এডিপিই) ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সন পর্যন্ত আমীরের পদ অলংকৃত করেন।

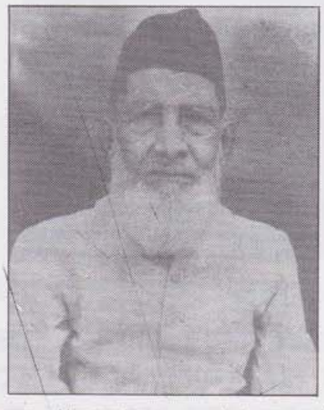

মরহুম খান সাহেব মোবারক আলী সাহেব

বগুড়ার এ কৃতী সন্তান ১৯৪২ সন থেকে ১৯৪৯ সন পর্যন্ত আমীরের পদে বহাল ছিলেন। এ বুযূর্গ জার্মানীতে প্রথম মুবাল্লিগ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব

তিনি পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাক-ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি পঞ্চগড়ে আহমদনগরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫ ও ১৯৬২ থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত ২ বারে যথাক্রমে আমীর ও ন্যাশনাল আমীরের পদ অলংকৃত করেন। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ এমারত কালে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ সুদৃঢ় কান্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্যাপ্টেন ঃ খুরশীদ আহমদ
এমারতকাল ঃ ১৯৫৫-১৯৫৮

মরহুম এস. এম. হাসান (সি.এস.পি)
এমারতকাল ঃ ১৯৫৮-১৯৬২

ন্যাশনাল আমীর

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব

তারুয়া জামাতের এ কৃতী সন্তান ১৯৩৪ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন ও ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত ন্যাশনাল আমীরের পদ অলংকৃত করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের অধীন একজন অবসরপ্রাপ্ত কৃষিবিদ। তিনি একজন সুসাহিত্যিকও বটে। তাঁর সময়ে আহমদীয়ত বাংলাদেশে বেশ প্রসার লাভ করে।

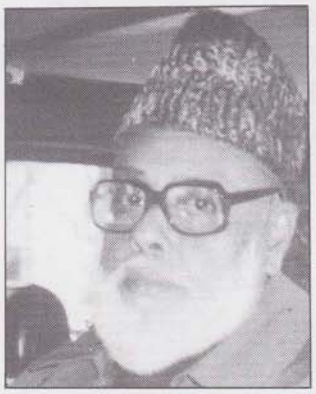

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব

সুনামগঞ্জের এ কৃতি সন্তান ১৯-৫-১৯৫৭ সনে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। ১৯৯৫ সনে তিনি আমীরের পদে অধিষ্ঠিত হন ও ১৯৯৭ পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিক। বিভিন্ন ধর্মের ওপরে তিনি তুলনামূলক পুস্তকাদি রচনা করেন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব

সরাইল জামাতের এ কৃতী সন্তান জন্মগতভাবে আহমদী। তিনি ১৯৯৭ সনে আমীরের পদে অধিষ্ঠিত হন। এখনও তিনি কৃতিত্বের সাথে এ পদে বহাল আছেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তৌফীক দান করুন।

ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কর্ম তৎপরতার এক ঝলক ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, যখন মুসলমানগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে সরে যাবে, তখন ক্রুশীয় মতবাদ সমস্ত জগতে প্রসার লাভ করবে তখন আল্লাহ্তাআলা ইসলামের হেফাযতের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই উম্মতের মধ্য হতে একজন মসীহ্কে দাঁড় করাবেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৪ই শওয়াল ১২৫০ হিজরী রোজ শুক্রবার প্রভাতে ভারতে পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত বাটালা মহকুমার কাদিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ থেকে বয়াত নিতে আরম্ভ করেন। তিনি মসীহ্ মাওউদ মাহ্দী মা'লুদ হওয়ার দাবী করেন ১৮৯১ সালে। তাঁর দাবীর সত্যতায় তিনি ছোট বড় প্রায় ৮৮ খানা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন এবং জীবনে ৯০ হাজার পত্র লিখেন। বর্তমান পৃথিবীর ১৭৬টি দেশে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ২০ কোটির কাছাকাছি।

আন্তর্জাতিক বয়াত ঃ ১৯৯৩ সন থেকে আন্তর্জাতিক বয়াত আরম্ভ হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর প্রায় দ্বিগুণ হারে বয়াত হয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত বছর ওয়ারী বয়াতের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হলো ঃ

১৯৯৩ – ২,০৪,৩০৮ জন
১৯৯৪ – ৪,১৮,২০৬ জন
১৯৯৫ – ৮,৪৫,২৯৪ জন
১৯৯৬ – ১৬,০৬,৭২১ জন
১৯৯৭ – ৩০,০৪,৫৮৪ জন
১৯৯৮ – ৫০,০৪,০০৬ জন
১৯৯৯ – ১,০৮,২০,২২৬ জন
২০০০ – ৪,১৩,০৮,৩৭৬ জন
২০০১ – ৮,১০,০৬,৭২১ জন

THE HOLY QUR'AN
EL SAGRADO CORÁN
SVATY KORÁN
কুরআন মজিদ
TO IEPO KOPANIO

তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের কর্মপ্রচেষ্টা আজ সারা বিশ্বে ঃ

মিশন ঃ বর্তমানে ১৭৬টি দেশে ১৪১৮৮টি আহমদীয়া জামাত স্থাপিত হয়ে ইসলামের প্রচার কার্য পরিচালিত হচ্ছে। পাক-ভারত-বাংলাদেশ এই হিসাবের মধ্যে নয়।

কুরআনের অনুবাদ ঃ ৬৬টি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো ৪৯টি ভাষায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

মসজিদ ঃ ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে আহমদীয়া জামাত কর্তৃক ৯৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। পাক-ভারত-বাংলাদেশ এই হিসাবের মধ্যে নয়।

খ্রীষ্টধর্মের প্রধান কেন্দ্র ওয়াশিংটন, লন্ডন, ডেটন, দি হেগ, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, জুরিখ কানাডা ও নিউইয়র্ক সহ বহু নগরী হ'তে প্রত্যহ পাঁচবার আযান ধ্বনি ঘোষিত হচ্ছে।

দীর্ঘ সাতশ' বৎসর পর স্পেনের পেট্রোআবাদে স্থাপিত হয়েছে এক বিশাল মসজিদ আর অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে ও নির্মিত হয়েছে সুবৃহৎ মসজিদে বাশারত।

বিদ্যালয় ঃ ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা, সেকন্ডারী স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

হাসপাতাল ঃ আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থানে ৪০টি মেডিকেল হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক ঐ সকল মেডিকেল মিশন পরিচালিত হচ্ছে।

পত্রিকা ঃ বিভিন্ন জায়গা থেকে ১৭টি ভাষায় আমাদের নিজস্ব সর্বাধুনিক প্রেসে ৭৯টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

এম. টি. এ ঃ পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে অহোরাত্র নিজস্ব টি.ভি MTA -তে ইসলাম প্রচার কার্য চলছে।

বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত

Bait-ul-Islam Mosque in Maple, Ontario, Canada

Bait-ur-Rahman Mosque, Silver Spring, Maryland, USA

“আমি তোমার তবলীগকে বিশ্বের প্র

Bait-ul-Awwal Mosque in Guatemala

The Nasir Mosque in Suriname

The Noor Mosque in Pailles, Mauritious

The first mosque in Germany, Fazle Omar Mosque in Hamburg

বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত

The Fazal Mosque in London, UK

The Noor Mosque, Norway

The Basharat Mosque in Pedroabad, Spain

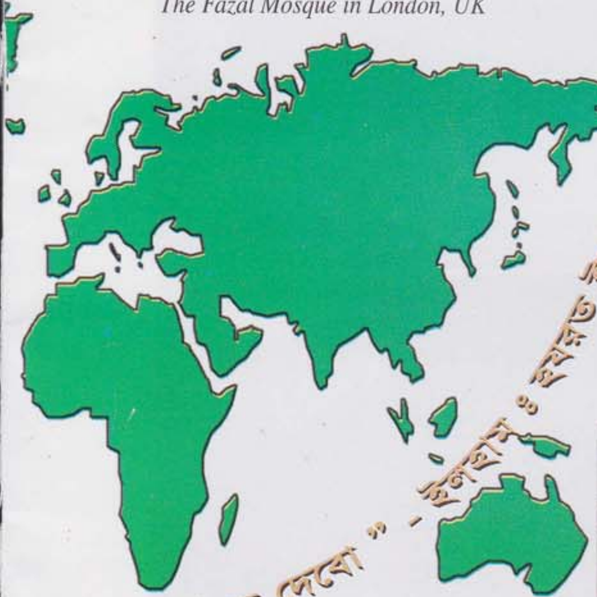

ন্তে প্রান্তে পৌঁছে দেবো" - ইলহাম ঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

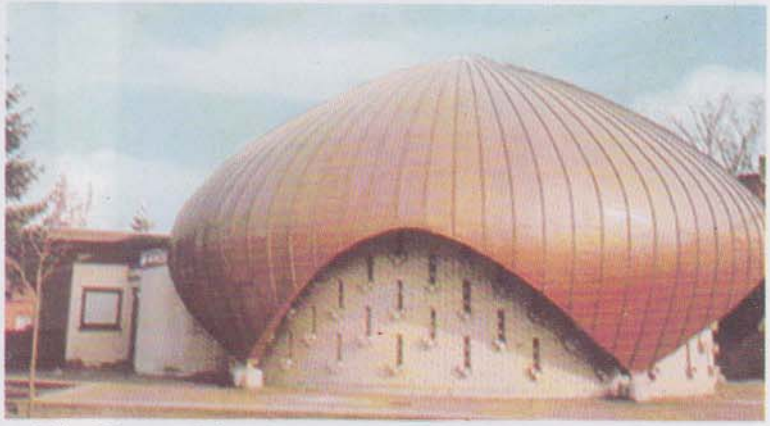

The Nusrat Jahan Mosque in Copenhagen, Denmark

Lateef Mosque in Rabwa, Pakistan
Named after Sahibzada Abdul Lateef Shaheed[ra]

Ahmadiyya Mission House in Japan

Ta-Ha Mosque, Singapore

Bait-ul-Huda Mosque, Sydney, Australia

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কতিপয় স্থানীয় মসজিদ

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'আমার নবুওয়ত আখেরী নবুওয়ত এবং আমার মসজিদ আখেরী মসজিদ' (মুসলিম)। এ হাদীসের আলোকে সারা পৃথিবীতে নবী করীম (সঃ)-এর মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নবুবীর অনুকরণে মসজিদ নির্মিত হয়েছে ও হচ্ছে। মসজিদ নবুবীর প্রাথমিককাল সম্বন্ধে জানা যায় যে, উহার ছাদ ছিলো খেজুর পাতার, উহা উচ্চতায় ছিলো ১০ফুট, দৈর্ঘ্যে ১০৫ ফুট এবং প্রস্থে ৯০ ফুট। বৃষ্টি নামলে নামাযের সময়ে সিজদায় কপালে কাদা লাগতো। অথচ ঐ মসজিদ হলো বিশ্বে শ্রেষ্ঠ মসজিদ যদিও ঐ মসজিদই আজ বিরাট মনোরম অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর অধীনে প্রাথমিকভাবে তৈরী মসজিদগুলোও নির্মিত হচ্ছে ও হয়েছে মসজিদে নবুবীর অনুকরণে খুবই দীন-হীন ভাবে নির্ভেজাল ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে। তাকওয়াপরায়ণ নামাযী তৈরী হলে একদিন এ মসজিদগুলোও অট্টালিকায় পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ্।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা (মিরপুর)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেজগাঁ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা (নাখালপাড়া)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা (ফতুল্লা)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত,খাকদান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কতিপয় স্থানীয় মসজিদ

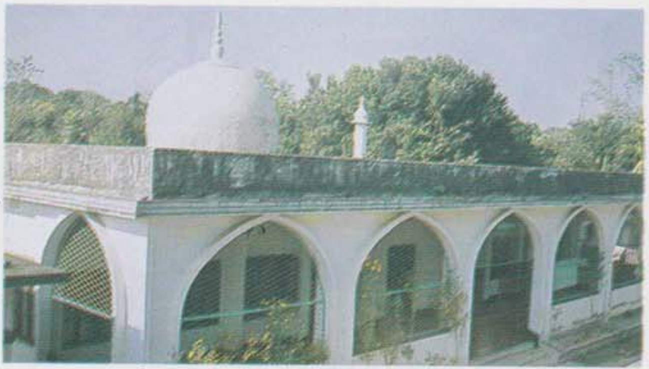

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর

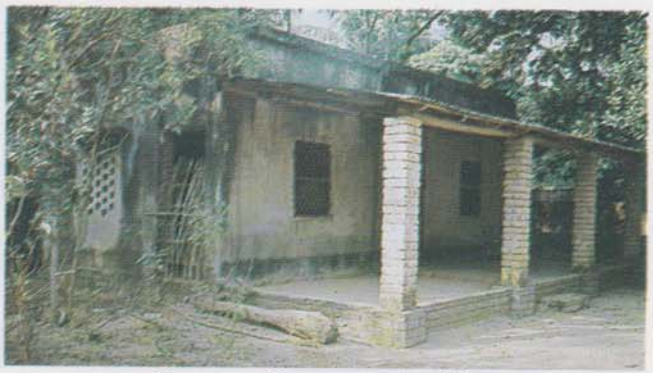

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বীরগঞ্জ

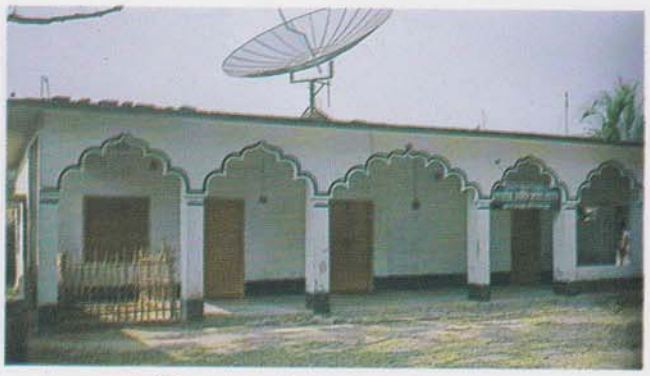

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাও

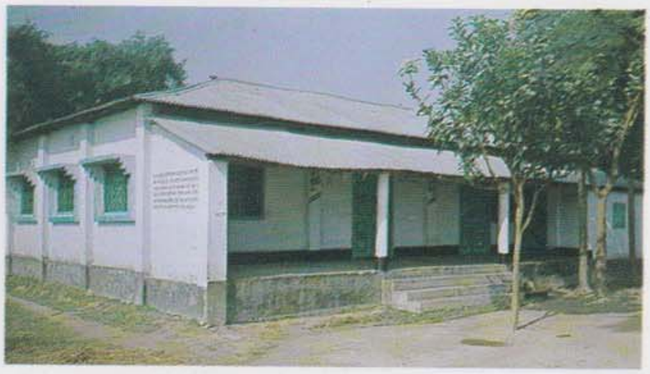

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হেলেঞ্চাকুড়ি

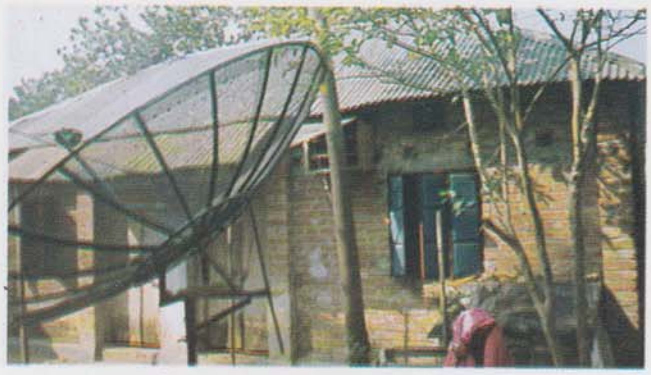

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সৈয়দপুর

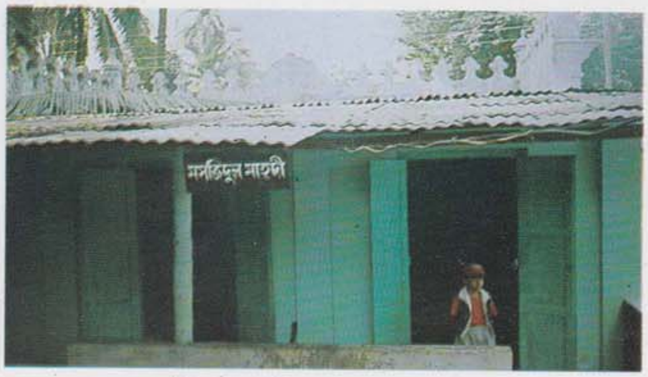

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রংপুর

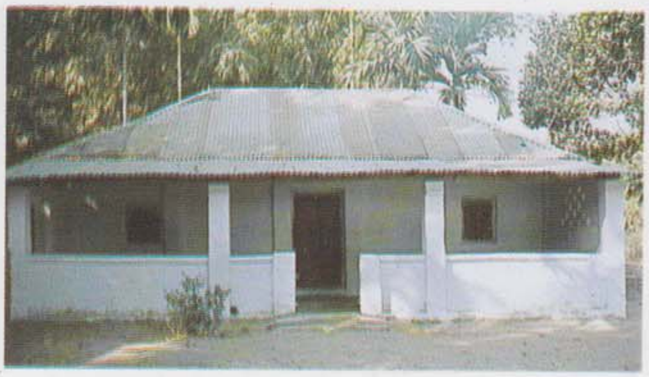

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহীগঞ্জ

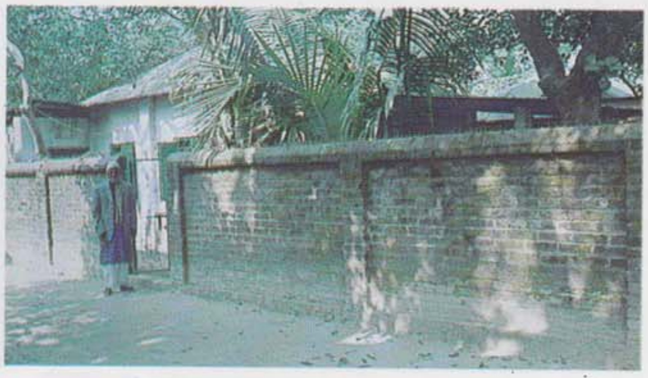

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শ্যামপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কতিপয় স্থানীয় মসজিদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভেটখালী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সর্পরাজপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথুলী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শৈলমারী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়ীয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মহারাজপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পুরুলিয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কতিপয় স্থানীয় মসজিদ

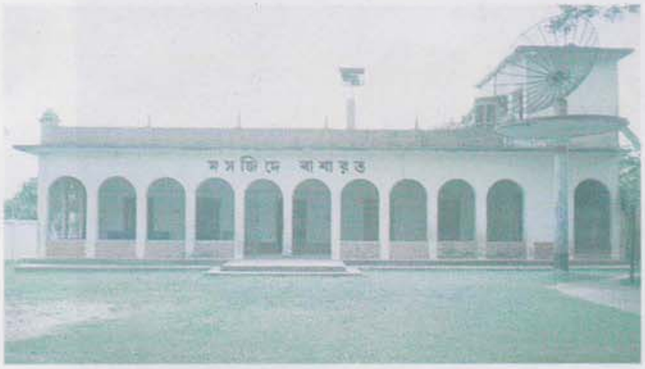

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত,ক্রোড়া

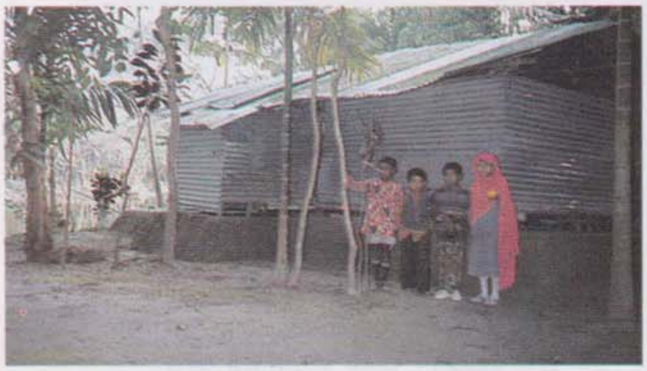

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কাউনিয়া

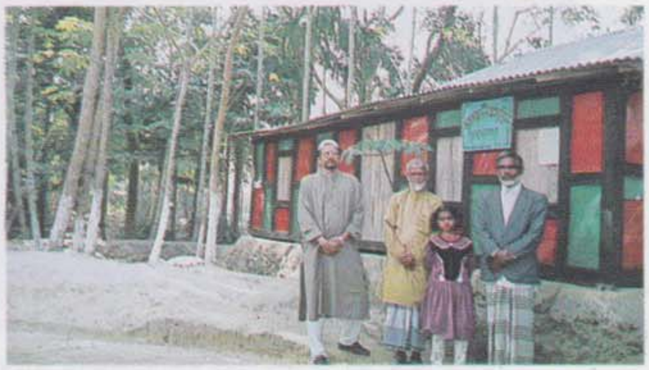

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কৃষ্ণনগর

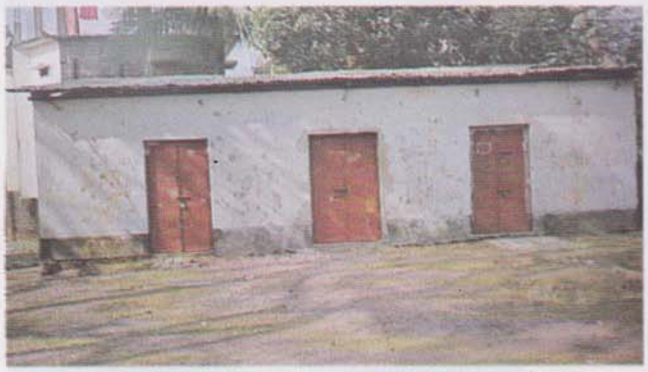

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, দিনাজপুর

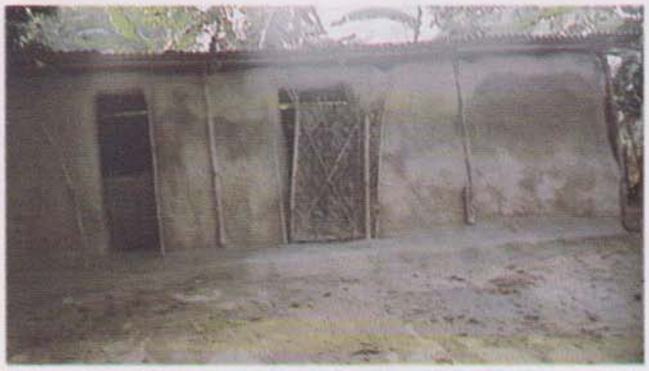

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্ষুদ্রপাড়া

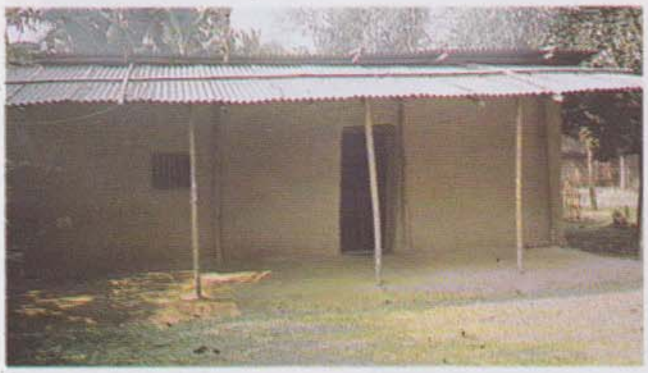

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জগদল

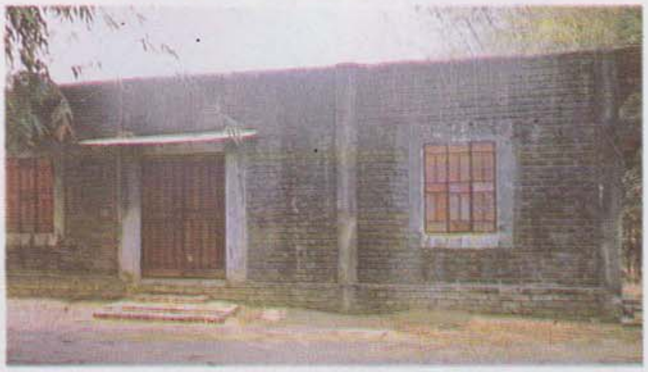

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, দোহান্ডা

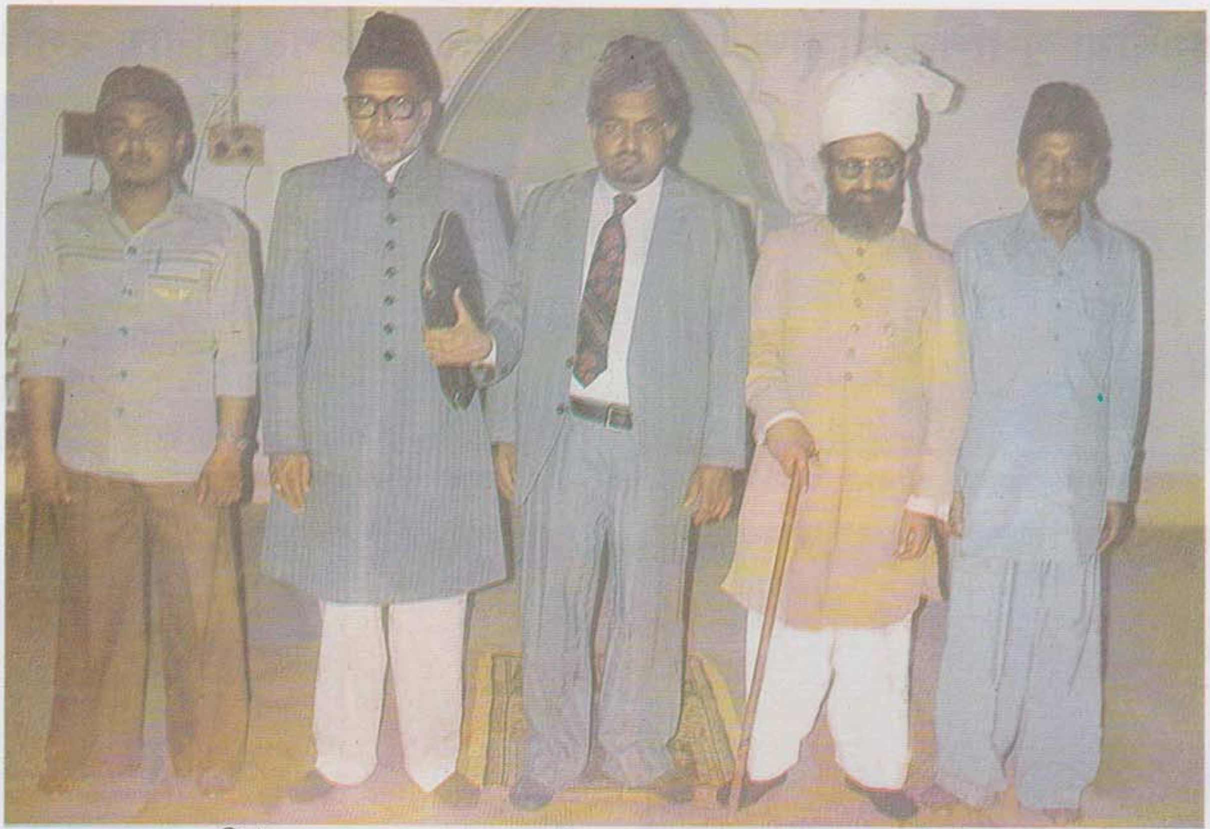

জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, মোহতরম সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, জনাব মজিবর রহমান এডভোকেট, মোহতরম দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ এবং জনাব গোলাম আহমদ খান (ফালু মিয়া মরহুম)। *১৯৬৮ সালের ছবি থেকে*

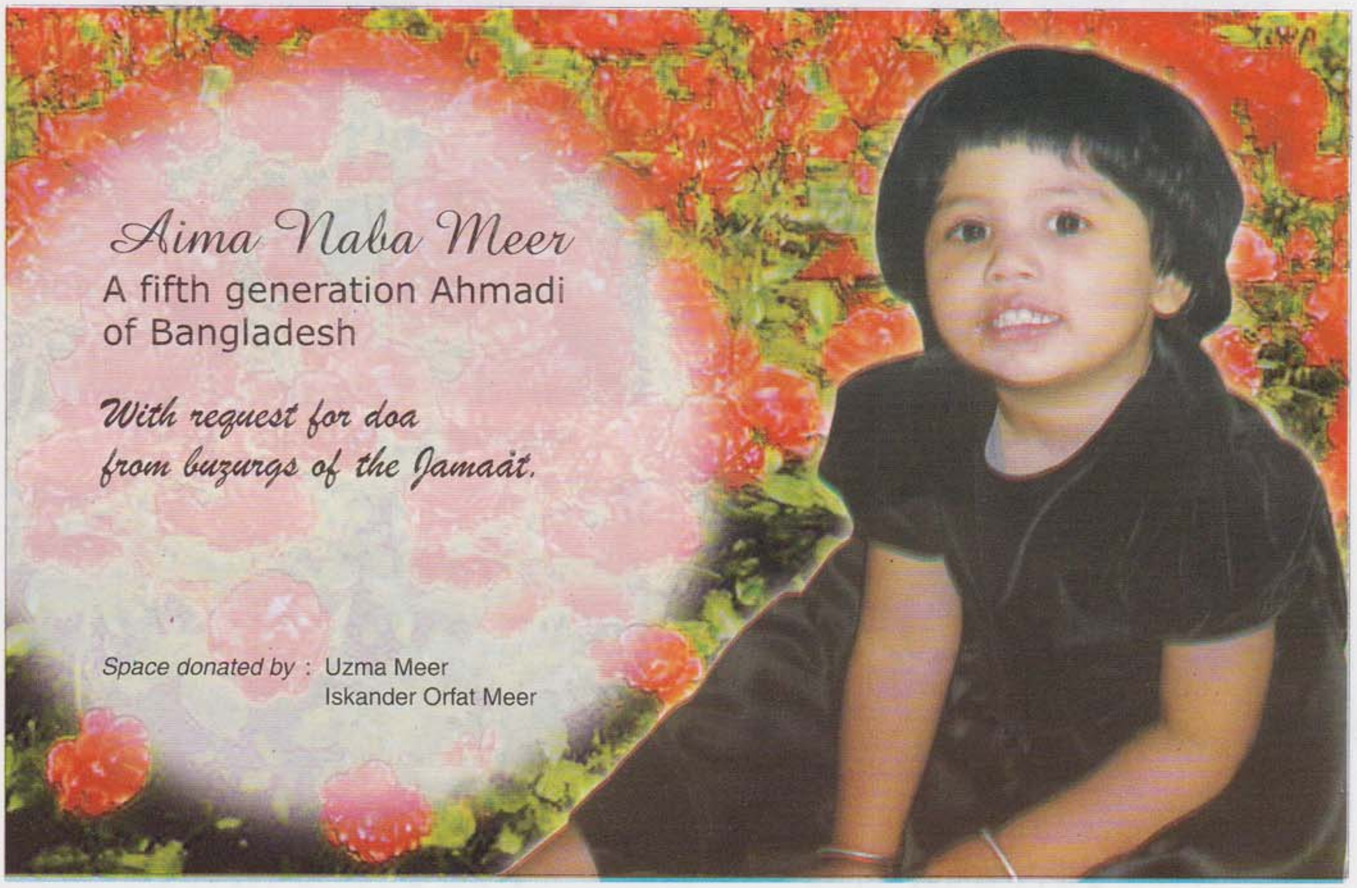

Aima Naba Meer

A fifth generation Ahmadi
of Bangladesh

*With request for doa
from buzurgs of the Jamaät.*

Space donated by : Uzma Meer
Iskander Orfat Meer

মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত

১৯৯৮ সনে ভয়াবহতম বন্যায় বাংলাদেশের জান ও মালের ক্ষয়-ক্ষতিতে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করেন। খলীফা সাহেবের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট উক্ত অনুদানের ব্যাংক ড্রাফ্‌টটি হস্তান্তর করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে ত্রাণ তৎপরতার কিছু দৃশ্য

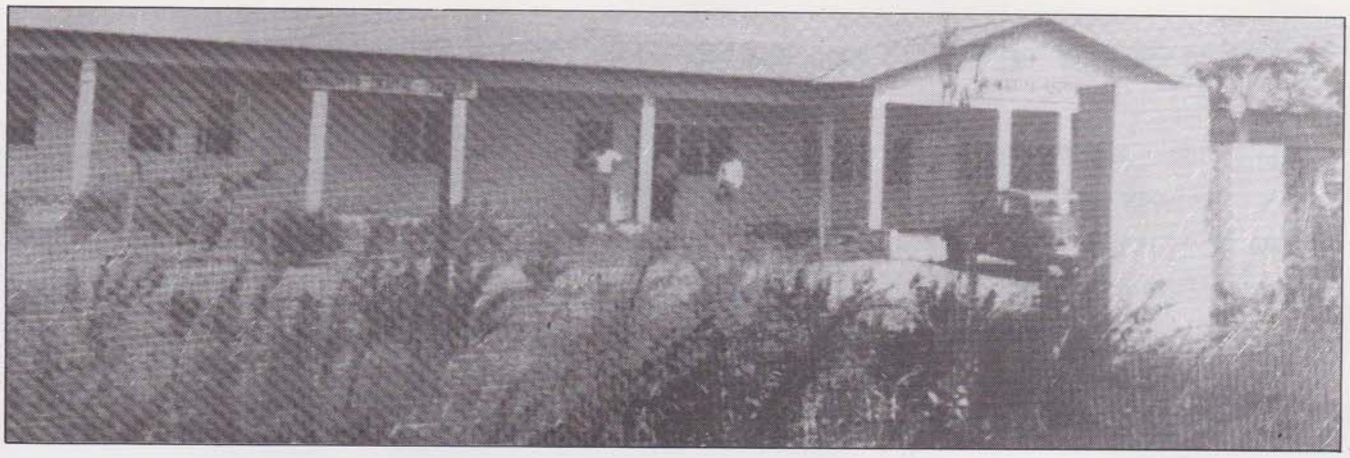

Ahmadiyya Dental Surgery, Banjul, Gambia

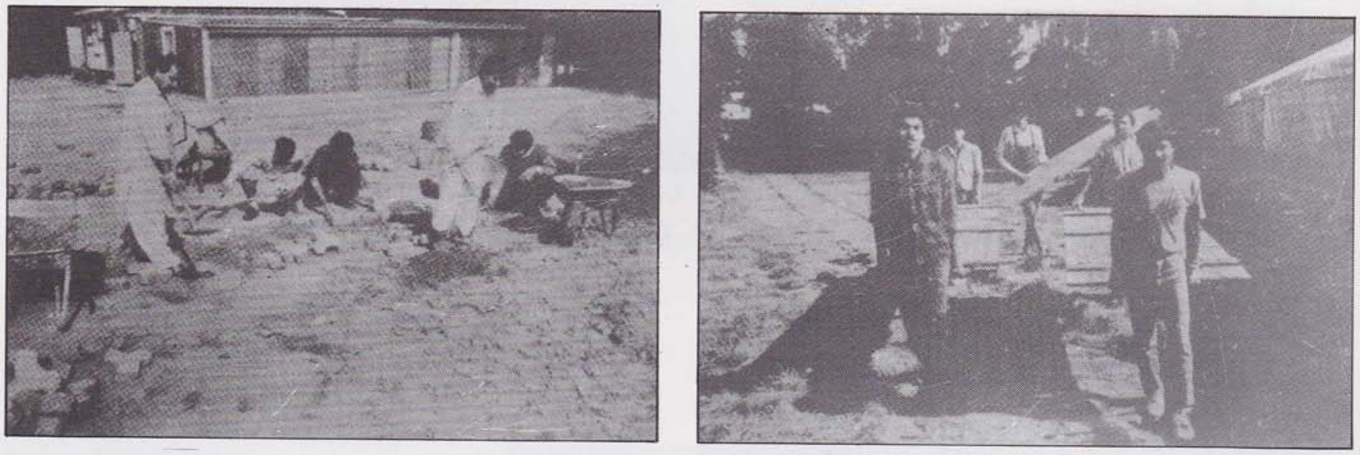

ইউরোপে আহমদী যুবকদের স্বেচ্ছাশ্রম

জনাব কোরাইশী মোহাম্মদ হানীফ
যিনি সাইকেলে দেশ-বিদেশে
ইসলামের তবলীগ করে
এক অনন্য দৃষ্টান্ত
স্থাপন করেন

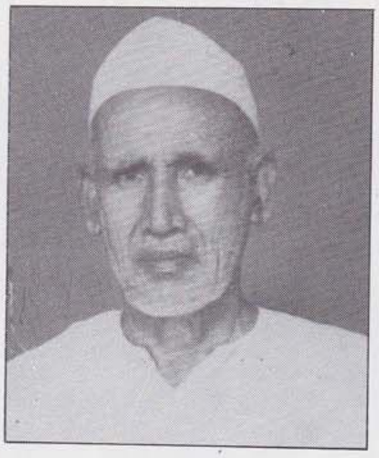

Meer Osman Ali (1890-1987)

Son of Meer Sekandar Ali of Sarail, Brahmanbaria.
One of the first few Ahamadies of Bangladesh, life long member of Sarail Jamaat. Hardly missed any Salana Jalsa throughout his long life, always inspired people arround to sincerely serve and make sacrifices for the Jamaat.

Space donated by Meer Mohammad Ali

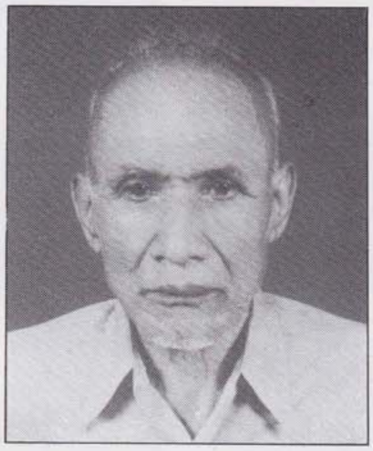

Meer Habib Ali (1910-1984)

Son of Meer Sekander Ali from Sarail Brahmanbaria. Significant member of Chittagong Jamaat. Devout lover of education. Inspired members of the Jamaat for higher academic and professional achievements.

Space donated by Meer Shawkat Ali

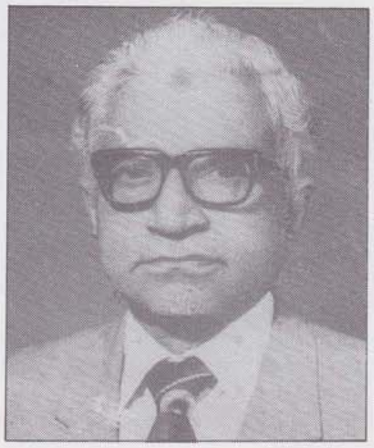

Ali Qasem Khan Chowdhury (1914-1984)
Son of Khan Bahadur Abul Hashem Khan Chowdhury of Natore.
A devout ahmadi educated in Qadian, served the Jamaat in various capacities. Totally dedicated later life for Ahmadiyat.

Space donated by Maj. General (rtd).Amjad Khan Chowdhury

Dr. Mohammad Nur Hossain (1898-1961)
Accepted Ahmadiyat in 1922. A life member of Rekabi Bazar Jamaat under Munshigonz District. He was president of the Rekabi Bazar Jamat till death. He was also chairman of the Union Parishad.

Space donated by Mahbub Hossain

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	**3660**
S.R	-	**27500**
POL	-	**VERTICAL**

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Quality
is Our
Tradition
Club Championship
AMECON
AMECON

Advertising, Printing, Metal Crest for Army/Civil , Plastic & Metal Sign, Cup, Trophy, Medal, Silver/Gold Coated Dish, Coat Pin, Key Ring, Wooden/Steel Fabrications & Interior Decorations .

এমিকন
AMECON
Quality is our tradition

HEAD OFFICE, DHAKA :
H-79/3, Block-E Chairman Bari
Banani, Dhaka.
Tel : 8824945, 605331
Fax : 880-2-8824945

CHITTAGONG :
Amecon Metallic
205, Baizid Bostami Road
Chittagong,
Tel : 682216

BOGRA :
Amecon Bogra
Tara Bhaban, Kanas Gari
Sherpur Road, Bogra.
Tel : 73315